আজকাল

www.aajkaal.in | কলকাতা ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার ১০ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

দীপাবলিতে মধ্যপ্রদেশে ঝলসে মৃত ১২

আজ মুখ্যমন্ত্রীর দুই কর্মসূচি মেচেদা, নন্দীগ্রামে

ক্যান্সারের ১৩৬৪ ওষুধের দাম কমল

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৯ নভেম্বর

সোমবার ১৩৬৪টি ক্যান্সারের ওষুধের সংশোধিত দাম কার্যকর হল। সরকারি এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এর ফলে রোগীদের বছরে ৩ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। গত ১৭ অক্টোবর রসায়ন ও সার মন্ত্রকের অধীন ওষুধ বিভাগ, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিএইচএস) দ্বারা গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ১৩৭টি ওষুধের দাম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমানোর কথা বলা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই বিভিন্ন ওষুধের খুচরো মূল্যের ব্যবসায়িক মুনাফার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, ৮ নভেম্বর পর্যন্ত ৮৫টি ওষুধ কোম্পানি ১৩৬৪টি ক্যান্সারের ওষুধের সংশোধিত সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যের তালিকা জমা দিয়েছে। ৬৭৯টি ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে ওষুধের দাম ৫০ শতাংশেরও বেশি কমানো হয়েছে। সর্বোচ্চ ৯৬.৪৫ শতাংশ পর্যন্ত দাম কমানোর নজিরও রয়েছে।

পাইপ ফেটে ডুবল টালা, বিঘ্ন ট্রেনে

আজকালের প্রতিবেদন

পানীয় জলের পাইপলাইন ফেটে জল-থইথই উত্তর কলকাতার টালা-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। সোমবার সকালে পাইপ ফেটে হুহু করে জল বেরোতে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই টালা-সংলগ্ন বনমালী সরকার স্ট্রিট-সহ আশপাশের একাধিক এলাকা কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাস্তায় হাঁটু-সমান জল জমে যায়। জল ঢুকে যায় কলকাতা স্টেশনের রেললাইনেও। চক্র রেলের লাইনেও জল ঢোকে। এর ফলে সোমবার বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়। মঙ্গলবারও ওই অংশের রেল পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কিছু ট্রেন বাতিল এবং রুট সংক্ষিপ্ত করার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। জমা জল থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত বিদ্যুৎ-সংযোগ সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রশাসন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পুর-কমিশনার, প্রশাসক স্মিতা পান্ডে। তিনি জানান, জলের পাইপ ফেটে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেক পুরনো পাইপ ছিল। আগে জল বার করার কাজ হচ্ছে। ট্যাঙ্কের জল বেরোনো রুখতে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিন রাতে জল নেমে যায় বলে পুরসভা সূত্রে খবর। ফিরে এসেছে বিদ্যুৎও। এদিন এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভা থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি

● এরপর ৩ পাতায়



বারাসত নবপল্লী লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনির কল্যাণ সঙ্ঘের পুজোয় দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা! সেই মণ্ডপ দেখতে মানুষের ভিড়। সোমবার। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

দীপাবলির রাতে ধৃত ১১৮৫
মণ্ডপে মানুষের ঢল

আজকালের প্রতিবেদন

সোমবারও মণ্ডপে মণ্ডপে দীপাবলির ঢল অব্যাহত। শহর কলকাতায় উত্তর থেকে দক্ষিণ ঠাকুর দেখার লম্বা লাইন। এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শহরেও একই চিত্র। রবিবার রাতে পুজোর পর এদিন অধিকাংশ বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনও হয়েছে। তবে পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি পুজো দেখতে এদিনও লম্বা লাইন চোখে পড়েছে।

সোমবার রাতের দিকে কলকাতা-সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় শব্দবাজি ফাটতে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে দাপট আরও বাড়ে। তবে কালীপুজোর রাতের তুলনায় শব্দবাজির দাপট ছিল কম। সোমবার রাতে বাগুইআটি, নিউটাউন, বিধাননগর, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকা, দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর, বেহালা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে শব্দবাজি ফাটার অভিযোগ ওঠে। হাওড়ার বিভিন্ন জায়গাতেও শব্দবাজি ফেটেছে বলে অভিযোগ। রবিবার রাতেও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শব্দবাজির উৎপাতের অভিযোগ এসেছিল। পুলিশ ব্যবস্থাও নেয়। কিন্তু শব্দবাজির দাপট এতটাই বাড়ে যে, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামতে হয়। শব্দবাজির দাপটের অভিযোগ করে সোনারপুরের বিজেপি বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলি সমাজমাধ্যমে সরব হন। কলকাতা পুলিশকে ট্যাগও করেন। তবে পরে সেই পোস্ট সরিয়ে নেন তিনি।

কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, সব মিলিয়ে কালীপুজোর রাতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১ হাজার ১৮৫ জনকে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ২৩৯ কেজি শব্দবাজি। পুলিশের দেওয়া তথ্য বলছে, শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে রবিবার রাতে ২০৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩৮৭ জন।

● এরপর ২ পাতায়

রায়গঞ্জে এনকাউন্টার
ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের মৃত্যু

সুনীল চন্দ
রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর

বারুইপুর ও গাইঘাটার পর এবার রায়গঞ্জ। ফের ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার। গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিক নদীর পাড়ে আবদুলঘাটা এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায় নিহত হল পুলিশের গুলিতে। অভিযুক্ত দিলীপ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিহারে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাজ্য পুলিশের সক্রিয়তায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সোমবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে ভারত-বিহার সীমান্তবর্তী পাড়ারপুকুর ঘাট এলাকায়।

পুলিশের দাবি, ধৃতকে ধরতে গেলে সে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষায় পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পুলিশ সূত্রে খবর, আবদুলঘাটা-কাণ্ডের পর থেকেই পলাতক ছিল দিলীপ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ সোমবার ভোরে বিহার সীমান্তবর্তী ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশকে দেখেই গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে দিলীপ। বেশ কয়েকটি গুলি পুলিশের গাড়ির টায়ারে লাগে। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে গুরুতর জখম হয় অভিযুক্ত। তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে নিহতের দেহে তিনটি গুলির চিহ্ন মিলেছে। ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, দিলীপের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ ছিল।

এই এনকাউন্টারের খবর পৌঁছোতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নিগৃহীতার পরিবার। তাদের বাড়ি রায়গঞ্জের গোগ্রাম রায়পাড়ায়। তাদেরই প্রতিবেশী ছিল দিলীপ। এদিন কান্নাভেজা গলায় কিশোরীর মা বলেন, 'আমি যা



মৃত দিলীপ রায়। ছবি: সংগৃহীত

চেয়েছিলাম, পুলিশ-প্রশাসন আমাদের সেটাই দিয়েছে। এটাই আমার মেয়ের প্রকৃত বিচার।' মেয়ের বাবাও পুলিশের এই ভূমিকায় গভীর স্বস্তি জানিয়ে বলেন, 'অপরাধী অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিল। পুলিশ আমার কাছে তিন দিন সময় নিয়েছিল এবং ভাইফোঁটার আগেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছিল। আজ তারা কথা রেখেছে। এই ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসনের ওপর আমাদের আস্থা আরও বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে যেন আর কোনও বাবা-মায়ের কোল এভাবে খালি না হয়।'

এদিকে, মৃত ছেলের দেহের ময়নাতদন্তের পর তার দেহ নিতে অস্বীকার করেছেন পরিজনেরা। মৃত দিলীপের স্ত্রী পুটপুটি রায় বলেছেন, 'আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।' দিলীপের মা-বাবাও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মা চায়না রায় এবং বাবা বৈশাখু রায় বলেছেন, 'এমন কুলাঙ্গার ছেলের দেহ আমরা নেব না। সৎকারও করব না।'

এদিকে, এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতির সৌমিত্র দে বলেন, 'ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার পর এই অপরাধী এতটাই চতুর ছিল যে, নিগৃহীতার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেয়েকে খোঁজার নাম করে পালিয়ে যায়। কোনও ফোনও ব্যবহার করছিল না। পুলিশ যেভাবে তাকে ধরেছে এবং খতম করেছে, তার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ।' একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারাই মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেবে, তাদের অবস্থা এমনই হবে। পুলিশের ওপর গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রায়গঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, 'পুলিসকে ধর্ষণ ও নারী-নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।' এদিন পুলিশকে সেই পথ নিতে দেখে খুশি এলাকাবাসী।

আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার কিন্তু পুলিশেরও আছে: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
দিঘা, ৯ নভেম্বর

'বন্দুক আত্মরক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে। অস্ত্র পকেটে রাখার জন্য নয়। আক্রমণ করা হলে পুলিশ রসগোল্লা খাওয়াবে না। তাই আইনসম্মত পদক্ষেপই করেছে।' সোমবার রায়গঞ্জের এনকাউন্টার প্রসঙ্গে এমনই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন দিঘায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'আক্রান্ত হলে পুলিশেরও কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার আছে। ওপরতলার অফিসারের অনুমতির অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না।'

উল্লেখ্য, এদিন ভোররাত চারটে নাগাদ রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে চতুর্থ এনকাউন্টারের

> কিছু ক্ষেত্রে ওদের ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি

ঘটনা ঘটে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের। অভিযোগ, গ্রেপ্তার করতে গেলে অভিযুক্ত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। তাতেই আহত ও পরে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের, এমনটাই দাবি করা হয়েছে পুলিশের তরফে। ধর্ষণ ও নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যে কোনও রকম ক্ষমাশীল নয়, এদিন তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের ধর্ষণ-খুন করলে, অত্যাচার করলে তার জন্য পুলিশকে আমরা ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে রেখেছি। যা দরকার তা-ই করবেন, যা প্রয়োজন পরিস্থিতি অনুযায়ী তা-ই করবেন। আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, ড্রাগ-মাফিয়া, ধর্ষণকারী এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের এই রাজ্যে কোনও স্থান নেই। এই সরকার এসব বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন। নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে গত সাত দিনে আমরা ব্যাপক অভিযান চালিয়ে নেশার র‍্যাকেট ভেঙেছি, নেশার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছি।'

কিছু গ্রিন বাজি ফেটেছে, এত অসুবিধে হচ্ছে কেন: মুখ্যমন্ত্রী

যজ্ঞেশ্বর জানা
দিঘা, ৯ নভেম্বর

'শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে অভিযোগ আসলে কমিউনিস্টদের। দীপাবলিতে একটু আনন্দ করবে, আলো জ্বলবে, গ্রিন ক্র্যাকার ফাটবে, তাতে এত অসুবিধে কেন? আসল কথা হল, সনাতনের যে জাগরণ ঘটেছে, তা মেনে নিতে সমস্যা হচ্ছে কিছু লোকের।' কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির দাপটের অভিযোগ প্রসঙ্গে এভাবেই বামেদের তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দিঘায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শীর্ষ আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়ের বাইরে শব্দবাজি এক ঘণ্টা বেশি ফেটেছে বলে বামপন্থীরা অভিযোগ করছেন। এঁরা আমাদের হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। শাস্ত্রটাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র বাদ দিয়ে তো আর ধর্ম হয় না। এঁরা কপালে টিকা লাগান না। আমরা বিপত্তারিণী পুজোয় ডোর পরি। ওঁদের হাতে পাবেন না। এঁদের কারও গলায় তুলসীমালাও পাবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাইনি পরিবেশ দূষণ হোক। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে আমরা শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণ করেছি।

> পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে ■ এসব কমিউনিস্টদের অভিযোগ ■ ডিজে বন্ধ হয়েছে, সেজন্য প্রশংসা করা উচিত

তবুও রাত ১০টার পর কোথাও কোথাও বাজি ফেটেছে। অনেক বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং পুলিশ অনেক মামলাও করেছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে বিভিন্ন এনজিও রাস্তায় ছিল। এত বিরাট এলাকা, বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালানোর মতো পুলিশ নেই, প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করা হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

ধর্ষণের অভিযোগ

বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার তৃণমূলের বিধায়ক

আজকালের প্রতিবেদন

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে। সোমবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তদন্ত এড়ানোর চেষ্টায় মুম্বই পালানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। তার আগেই সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে ধরে পুলিশ। সোমবার প্রেস বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানানো হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে।

> অভিযোগ সত্যি না হলে কেন পালাবেন? মুখ্যমন্ত্রী

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেক কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে বেরিয়ে বলেন, 'পরেশরাম দাস সম্ভবত মুম্বই পালাচ্ছিলেন। অভিযোগ সত্যি না হলে কেন পালাবেন? অভিযোগ মিথ্যে হলে ওঁর মোকাবিলা করা উচিত ছিল। পালাচ্ছিলেন মানে, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। আমি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন ক্যানিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে উনি কী কী ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, সবাই জানেন। মারব-ধরব বলেছিলেন।

● এরপর ৩ পাতায়

তোলাবাজি রুখতে কঠোর ব্যবস্থা

আজকালের প্রতিবেদন
দিঘা, ৯ নভেম্বর

'তোলাবাজি রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নেব।' সোমবার দিঘা থেকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নতুন দিঘার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কালীপুজোর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দিঘা-সহ সংলগ্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে সরকারি জমির অবৈধ দখলদারি, বেআইনি হস্তান্তর আর বরদাস্ত করা হবে না। শুধু দল, পতাকা, মুখ কিংবা নামের পরিবর্তন চাননি মানুষ, ব্যবস্থারও পরিবর্তন চেয়েছেন। সে ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের দিতে হবে। এমন কাজ করতে হবে, এমন ভাবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে, যাতে আগামী দিনে ৭০ শতাংশ মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়ে এগোতে পারি আমরা।' পুরনো ও নতুন দিঘা এলাকার দুই নেতার নাম করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করব, দিঘায় যে তোলাবাজি সিন্ডিকেট ছিল, ওপারে সুশান্ত (সুশান্ত পাত্র), এদিকে অম্বিকা (অম্বিকা জানা), আশা করি তা বন্ধ হয়েছে। এই চোর তৃণমূলের লোকেরা যদি আর কখনও তোলাবাজি, দাদাগিরি, জমি দখল করতে আসে, তা হলে খবর দিন। দয়া করে পুলিশকে জানাবেন, আমাকে জানাবেন, এমএলএকে



লেক কালীবাড়িতে করুণাময়ীর পুজোয় সন্ধ্যারতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সোমবার। ছবি: আজকাল

জানাবেন, এমপিকে জানাবেন, যা কঠিন এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।'

পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষতি করার অভিযোগ তুলে ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও উৎসবের সুরক্ষা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাথর ছোড়ার চেষ্টা করলে কঠোরতম পদক্ষেপের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে শোভাযাত্রা বা প্রতিমা নিরঞ্জনে কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি। তবে এখনও কেউ কেউ চিমটি কাটার কাজ করছেন, এঁদের থেকে সাবধান থাকতে হবে, শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র রাষ্ট্রবাদীদের একতা বৃদ্ধি করতে হবে।'

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিনের রাতের অশান্তির ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়



৫০-এর কম পড়ুয়া উচ্চ প্রাথমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে মেশানো হবে

নীলাঞ্জনা সান্যাল

রাজ্যের যে সমস্ত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০-এর কম সেই স্কুলগুলিকে কাছের হাইস্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। এই স্কুলগুলিতে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যথাযথ ব্যবহার এবং সরকারি অর্থের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। দপ্তর সূত্রে খবর, এই রকম অনেক স্কুলই রয়েছে সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০ বা তার কম, অথচ স্কুল চালাতে খরচ হচ্ছে সরকারি কোষাগারের টাকা। এই পরিস্থিতিতে কম সংখ্যক পড়ুয়া থাকা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিকে আশপাশের হাইস্কুল বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথাই ভাবা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের সব জেলা স্কুল পরিদর্শক বা ডিআইদের এই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলায় এই রকম স্কুলের সংখ্যা কত, তা তাঁরা সমীক্ষা করে রিপোর্ট দেবেন।

উচ্চ প্রাথমিক স্কুল তৈরির মূল উদ্দশ্য ছিল, যে এলাকার পড়ুয়াদের স্কুলের যাওয়ার জন্য এক কিলোমিটারের বেশি দূরে যেতে হয়, সেখানে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু অভিযোগ, বাস্তবে সেই ভৌগোলিক নীতি উপেক্ষা করে হাইস্কুলের কাছাকাছি আলাদা করে বহু জায়গায় অবৈজ্ঞানিক ভাবে উচ্চ প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলা হয়। পর্যাপ্ত শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে সেগুলি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অভিভাবকরা বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকেছেন। আর সরকারি এই স্কুলগুলোয় পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাতে অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। প্রস্তাবিত এই সংযুক্তিকরণ ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন মেনে করা হচ্ছে। যাতে ওই স্কুলটি বন্ধ হলেও পড়ুয়ারা পাশের কোনও স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। বাড়ি থেকেও বেশি দূরে যেতে না হয়। ডিআইদের এই বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। ডিআইদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এসআইদের এ নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা হল, যে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০-এর কম তার নাম ও অবস্থান, পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা, ইউডাইস কোড, ব্লক ও সার্কেলের নাম, যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে তার নাম এবং আগের স্কুল থেকে তার দূরত্ব ইত্যাদি। তবে এই সংযুক্ত করা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেরই বক্তব্য, নিয়ম মেনেই উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়াতেই এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, যে সব স্কুলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুললে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিকে রেখে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ উচ্চ প্রাথমিক স্কুল তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল, যেসব এলাকার ছাত্রছাত্রীদের এক কিলোমিটারের বেশি দূরে যেতে হয়, সেখানে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। সেটা যেন কোনও ভাবে বিঘ্নিত না হয়।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুমিত রায়ের স্ত্রী

ডায়মন্ড হারবারে দলীয় কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা রায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁর স্বামীর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ করেছেন সুস্মিতা। তাঁর দাবি, স্বামীকে পরিকল্পিত ভাবে ফাঁসাতেই টাকা উদ্ধারের বিষয়টি সাজানো হয়েছে। স্বামীর জীবন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তিনি আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।



বাজাকদমতলা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন। সোমবার। ছবি: তপন মুখার্জি

বিসর্জন নিয়ে পুরসভার প্রস্তুতি

আজকালের প্রতিবেদন

কালীপুজোর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ৬০ পাতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে। গঙ্গা, আদিগঙ্গা, জলাশয়-সহ শহরের ৩৩টি ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ বছর শহরে কলকাতা পুলিশ অনুমোদিত ৩,৪০০ কালীপুজো হয়েছে। বিসর্জনের জন্য ৩৩টি ঘাটে পুলিস-প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুরসভার ১৬টি বরোতে কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। পুরসভার প্রধান কার্যালয়ের কন্ট্রোল রুম থেকে বরো কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন আধিকারিকরা। প্রতিমা নিরঞ্জন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি দপ্তর থেকে দু'জন করে পদস্থ আধিকারিক থাকবেন। একজন নোডাল অফিসার-সহ একজন করে অফিসার থাকবেন। শীর্ষ আধিকারিকরা নজর রাখবেন প্রধান কার্যালয় থেকে।

নাগেরবাজারের হস্টেলে উদ্ধার এনআরএসের চিকিৎসকের দেহ

আজকালের প্রতিবেদন

নাগেরবাজারের একটি হস্টেল থেকে উদ্ধার হল এনআরএসের চিকিৎসকের দেহ। তাঁর মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। হস্টেলের ঘর থেকে চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে তাঁর পরিবার। খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে মৃতের হোয়াট্‌সঅ্যাপ চ্যাট।



ডাঃ অভিজিৎ সরকার

জানা গেছে, অভিজিৎ সরকার নদিয়ার বাসিন্দা। তিনি আগে এনআরএসে হাউসস্টাফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এখন এমডি-র প্রস্তুতির জন্য নাগেরবাজারে হস্টেল ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হতে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এটি হত্যা, না আত্মহত্যা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই তা স্পষ্ট হবে।

জানা গেছে, হস্টেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছেন, দরজা বন্ধ ছিল। তাঁরা তা ভেঙে দেখেন চিকিৎসক অভিজিৎ সরকারের ঝুলন্ত দেহ। এরপর পুলিশকে খবর পাঠানো হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, মৃতদেহ উদ্ধারের আগে হস্টেলের ওই ঘর থেকে চিৎকার শোনা গিয়েছিল। চিৎকার শোনার পর কেউ ওই ঘরের দিকে গিয়েছিলেন কি না, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। হস্টেলের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পরিবার জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে তাদের ছেলে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন।

৭৯ প্রার্থীর চাকরি ফেরাচ্ছে এসএসসি

আজকালের প্রতিবেদন

আদালত অবমাননার মামলা হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ৭৯ জন প্রার্থীর চাকরি ফেরানোর বিজ্ঞপ্তি দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। আগামী ছ'সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে কলকাতা হাইকোর্টে মুচলেকা দিয়েছে কমিশন। আদালতের নির্দেশ ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি মেনে ৭৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল কমিশন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে চাকরি ফিরে পাওয়ার পথ খুলল ওই ৭৯ জনের। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশের পরেও কমিশন পদক্ষেপ না করায় শুরু হয়েছিল আদালত অবমাননার মামলা। সেই মামলায় আদালতের রোষের মুখে পড়ে ছ'সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিল এসএসসি। শেষ পর্যন্ত সেই আশ্বাস মেনেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

মামলাকারী সুমনা বেরা ও তিতাস দাস-সহ ৭৯ জনের পক্ষের আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরি আদালতে দাবি করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যোগ্য শিক্ষক। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপার প্রাইমারি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি স্তরেই অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত মেধাতালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া আগে সম্পন্ন হওয়ায় ওই দুই স্তরে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তাঁরা। ফলে আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে আর অংশ নেওয়া হয়নি তাঁদের। এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়। সেই তালিকায় বাদ পড়েন এই ৭৯ জনও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য এবং যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অনিয়মের অভিযোগ নেই, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগের কথা বলা হয়েছিল। সেই সুযোগের দাবিতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুমনা বেরা, তিতাস দাস-সহ ৭৯ জন। প্রসঙ্গত, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চ্যাটার্জির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে যখন আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সময়েই ৭৯ জনকে কাউন্সেলিংয়ে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

মণ্ডপে মানুষের ঢল

● ১ পাতার পর

কালীপুজোয় শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ২৩৮.৬ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি এবং ৬ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উৎসবের রাতে যানবাহন চলাচলেও কড়া নজরদারি চালিয়েছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ও পেছনের আসনে বসে হেলমেট না পরে সওয়ার হওয়ার অভিযোগে যথাক্রমে ৩৩২ ও ১২২টি মামলা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য ৭৫ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ধরা পড়েছেন ৬৪ জন। ট্র্যাফিক আইন ভাঙার ঘটনায় ৫৯৩টি মামলা হয়েছে রবিবার। সব মিলিয়ে গ্রেপ্তার ১ হাজার ১৮৫ জন। উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশ মেনে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সবুজ বাজির ক্ষেত্রে ১২৫ ডেসিবেলের বেশি ও আলোর বাজির ক্ষেত্রে ৯০ ডেসিবেলের বেশি শব্দের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ছিল। শুধুমাত্র রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে আতশবাজি ফাটানোর অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু রবিবার সন্ধে হতেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর ঢালাও অভিযোগ আসতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করেন পরিবেশকর্মীরাও। অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে রাতেই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রাসবিহারী, গড়িয়া, কসবা থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন পুরমন্ত্রী। শব্দবাজির এই বাড়বাড়ন্ত থামাতে তিনি রাতেই কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ করার আর্জি জানান। এদিন এ নিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বাজির দাপট আস্তে আস্তে কমছে, একেবারে তো সবটা বন্ধ হবে না। পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। অনেক বাজি উদ্ধারও হয়েছে।'

বিএড কলেজ হাইকোর্টে মামলা

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে একসঙ্গে ২০৫ বিএড কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল ৫৭ কলেজ। ওই কলেজগুলি বন্ধ করে দেওয়ায় থমকে গেছে সেখানকার নিয়োগ প্রক্রিয়াও। আজ, মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা। কলেজগুলির অভিযোগ, কেন তাদের ভর্তি বন্ধ করা হল, সেই কারণ জানিয়ে কোনও স্পষ্ট নোটিস দেওয়া হয়নি। দাবি, পরিদর্শনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই। কী ঘাটতি রয়েছে, তা বিস্তারিত ভাবে না জানিয়ে একতরফা ভাবে ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমস্যায় পড়বেন।

মণ্ডপের সামনে চলল গুলি, গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

সরশুনায় কালীপুজোর রাতে বচসাকে কেন্দ্র করে ২ রাউন্ড গুলি চালিয়ে ধরা পড়েছে রাজ পাল নামে এক ব্যক্তি। সোমবার ধৃতকে পুলিশ আলিপুর আদালতে হাজির করে। সরকারি কৌঁসুলি সাজ্জাদ আলি খান ধৃতের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে সওয়ালে বলেন, কালীপুজোর রাতে দু'রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ কার্তুজ সিজ করেছে। তদন্তের স্বার্থে কোথা থেকে অস্ত্র পেয়েছে, কেন গুলি চালিয়েছে, অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য পুলিশ হেফাজতের দরকার। আদালত ধৃতকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোরে রক্ষিতপাড়ার বাসিন্দা রাজ পাল ও দীনেশ শর্মার মধ্যে এলাকায় দুটি আলাদা কালীপুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে তীব্র তর্কবিতর্ক শুরু হয়। হঠাৎ রাজ পাল আগ্নেয়াস্ত্র বের করে শূন্যে দু'রাউন্ড গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালায়। পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

এনক্লোজারে থাকতে নারাজ, বক্সাতেই আছে বাঘিনি

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর

সব কিছু ঠিক থাকলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বক্সার এনক্লোজার থেকে বাঘিনিকে বাইরে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বন দপ্তরের। কিন্তু তার আগে নিজেই পথ তৈরি করে এনক্লোজারের বাইরে বেরিয়ে বক্সার জঙ্গলে প্রবেশ করেছে 'ডুয়ার্স রানি'। গত পাঁচ দিন ধরে এনক্লোজারের মাটি খুঁড়ে, লোহার ফেন্সিং ভাঙার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত একটি জায়গা দিয়ে গর্ত তৈরি করে বেরিয়ে যায় সে। তবে এই ঘটনায় উদ্বেগের কোনও কারণ দেখছেন না বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। তাঁর দাবি, 'গোটা বিষয়টিই স্বাভাবিক। বাঘিনি বর্তমানে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়ার প্রায় সাত বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যেই রয়েছে। নিজের টেরিটোরি বিস্তারের কাজ শুরু করেছে সে। বন দপ্তরও সেটাই চায়। সে পালিয়ে গেছে, এমন অবাস্তব কথা বলা ঠিক নয়।' সোমবার দুপুরের পর রাজাভাতখাওয়ায় পৌঁছে সরাসরি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভিতরে বাঘিনির জন্য তৈরি নির্দিষ্ট এনক্লোজার পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী। সেখানে গোটা এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি কীভাবে বাঘিনি এনক্লোজারের বাইরে বেরিয়ে গেছে, তা বন দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁকে বুঝিয়ে দেন। এনক্লোজারের বিভিন্ন অংশ এবং বাঘিনির বেরিয়ে যাওয়ার পথও খতিয়ে দেখেন তিনি। এদিন বনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কখনওই চাইনি ডুয়ার্স রানি এনক্লোজারে থাকুক। সে রানি, আমরা তার সেপাই। পাঁচ দিন ধরে সে এনক্লোজারের ভিতরে মাটি খুঁড়েছে। লোহার ফেন্সিং ভাঙার চেষ্টাও করেছে। সব কিছুই আমাদের নজরে ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি জায়গায় গর্ত খুঁড়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কেউ তাকে বাধা দেয়নি।' বনমন্ত্রীর বক্তব্য, সাধারণ কোনও বাঘিনির মতো আচরণ করেনি সে। টানা চারদিন ধরে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। তার সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে আটকে রাখার কোনও পরিকল্পনাও বন দপ্তরের ছিল না। বরং বক্সার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে নিজের বিচরণক্ষেত্র তৈরি করুক, সেটাই প্রত্যাশিত। তাঁর কথায়, 'এবার নিজের টেরিটোরি বাড়ানোর কাজ করবে বাঘিনি।' প্রাথমিক ভাবে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত চার-পাঁচ দিনে এনক্লোজারের অন্তত ১০-১২টি জায়গায় মাটি খুঁড়েছিল বাঘিনি। গোটা সময়টাই সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে ছিল সে। ফলে কী ভাবে এবং কোন জায়গা দিয়ে বাঘিনি বাইরে বেরিয়েছে, তা আধিকারিকদের অজানা নয়।

ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে সন্দেহে প্রেমিক খুন?

গৌতম চক্রবর্তী

ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক নিয়েই কি প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসু ও প্রেমিক সার্থক সরকারের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল? এ নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই কি গড়িয়ায় সার্থক খুন হয়েছেন? প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই মনে করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে রক্তের নমুনা-সহ যাবতীয় নমুনা সংগ্রহ করবেন। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী তদন্ত এগোবে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে সার্থকের বান্ধবী সঞ্চালিকা বসু ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক দু'জনকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা শুরু করেছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের খোঁজ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেরায় অভিযুক্তরা জানিয়েছেন, ঘটনার দিন, অর্থাৎ শনিবার রাতে মদ্যপান করার সময় প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে গড়িয়া তীব্র বচসা বাধে। অভিযোগ, সেই সময় সঞ্চালিকা বলতে থাকেন, সার্থকের বেশ কিছু মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। পাল্টা সার্থকও অভিযোগ করেন, সঞ্চালিকার বেশ কিছু ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলার সময় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, সেই বচসা চলাকালীনই প্রেমিকের গলার কাছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন সঞ্চালিকা। সার্থকের আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু। তিনি ঠেকাতে গিয়েছিলেন বলেই প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। ততক্ষণে গলায় ছুরি জাতীয় কিছু ঢুকে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাতেই সার্থকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরেই যে বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই বাড়িটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। বাড়িতে থাকা রক্তের দাগের ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে। তবে যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, সেটা এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি বলে খবর। এছাড়াও এই ঘটনায় তৃতীয় পক্ষ হিসেবে এখনও পর্যন্ত কারও নাম উঠে আসেনি। ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

শব্দরঙ্গ-৪৫৫

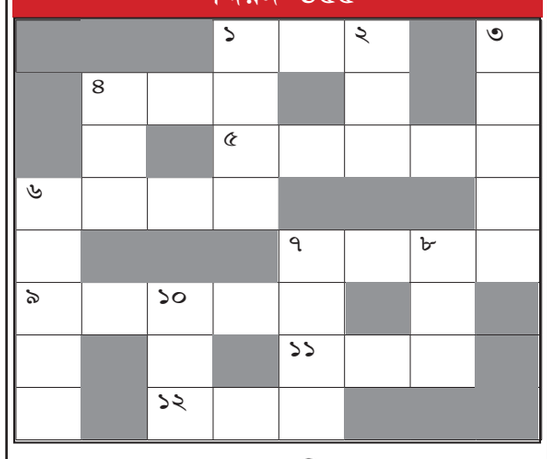

পাশাপাশি

১. আফ্রিকা ও এশিয়ার আদিম বামনজাতির লোক ৪. কাজেকাজেই ৫. সখী সম্পর্কের এক নাম ৬. সমুদ্র ৭. মনোবাসনা বা কামনা পূর্ণ হয়েছে এমন ৯. অগ্নিপত্নী, স্বাহা ১১. সুবোধ ও শান্ত প্রকৃতি ব্যক্তিকে বা প্রিয়পাত্রকে আদরের সম্বোধনবিশেষ ১২. রমণীয়তা।

উপর-নীচ

১. প্রত্যহ
২. — শহর কলকাতা
৩. শুভাগমন
৪. স্থির, অচল
৬. জগৎ যাঁর অর্চনা করে
৭. ধানগাছবিশেষ
৮. অকুস্থল থেকে চম্পট দেওয়া
১০. দাস।

সমাধান-৪৫৪

চৌ	হা	ন	■	■	প্র	চে	ত
র্যো	■	ব	পু	ষ্ট	মা	■	ত্ত
ন্যা	■	ত	■	■	■	ধ	রা
দ	ম	মা	রা	■	■	র	■
■	ডে	■	■	আ	জ	ন	স
টা	ল	■	■	■	ন	■	হ
প	■	কা	মি	য়া	ব	■	কা
র	সি	কা	■	■	ল	হ	র

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার

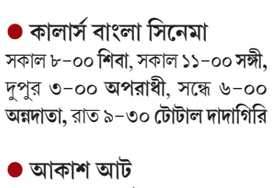

সকাল ৬-০০ **চতুষ্কোণ**, সকাল ৯-০০ **মধুমালতী**, দুপুর ১২-০০ **মেজ বউ**, দুপুর ২-০০ **সংঘর্ষ**, বিকেল ৫-০০ **গীত সংগীত**, সন্ধে ৭-৩০ **পিতা**, রাত ৯-৩০ **রিষ**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ৮-০০ **শিবা**, সকাল ১১-০০ **সঙ্গী**, দুপুর ৩-০০ **অপরাধী**, সন্ধে ৬-০০ **অন্নদাতা**, রাত ৯-৩০ **টোটাল দাদাগিরি**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **এক টুকরো তারা**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **রাখাল রাজা**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৭-০০ **লাভ এক্সপ্রেস**, সকাল ১০-১৫ **সেন্টিমেন্টাল**, দুপুর ১-০০ **রাম লক্ষ্মণ**, বিকেল ৪-১৫ **বলো না তুমি আমার**, রাত ৯-৩০ **দেবী**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**
সকাল ৮-৪৫ **পাঠশালা**, সকাল ১১-১৫ **ফির হেরা ফেরি**, দুপুর ২-৩০ **দিল**, সন্ধে ৬-০০ **হাম তুমহারে হ্যায় সনম**, রাত ৯-৩৫ **ব্লাডি ড্যাডি**

কালার্স বাংলা
অমানুষ ২
দুপুর ১২-৩০

সোনি ম্যাক্স ২
হায় মেরা দিল
সকাল ১০-০০

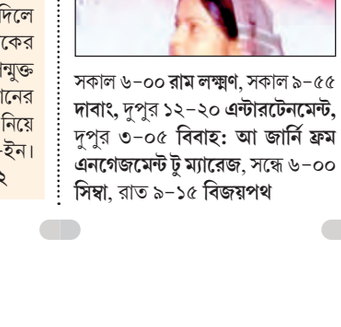

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **সুস্বাস্থ্য**



প্রস্টেটের সমস্যা বয়সের সঙ্গে বাড়তে থাকে। পুরুষদের মধ্যে এই সমস্যা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু অসুখ কখনও বয়স দেখে না। বয়স্কদের পাশাপাশি কমবয়সিদের মধ্যেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রস্টেট সমস্যা দেখা দিলে হেলাফেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বিপন্মুক্ত থাকা সম্ভব। সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের এবারের পর্বে প্রস্টেটের সমস্যা নিয়ে হবে আলোচনা। লাইভ ফোন-ইন।
ডিডি বাংলা: সন্ধে ৬-০২

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-০০ **তুম মেরে হো**, দুপুর ১-০০ **কাশ্মীর কি কলি**, বিকেল ৪-০০ **পরম্পরা**, সন্ধে ৭-০০ **গেহরি চাল**, রাত ১০-০০ **কর্পোরেট**

● **জি সিনেমা**



সকাল ৬-০০ **রাম লক্ষ্মণ**, সকাল ৯-৫৫ **দাবাং**, দুপুর ১২-২০ **এন্টারটেনমেন্ট**, দুপুর ৩-০৫ **বিবাহ: আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ**, সন্ধে ৬-০০ **সিম্বা**, রাত ৯-১৫ **বিজয়পথ**

ধারাবাহিক

● **নদের নিমাই**

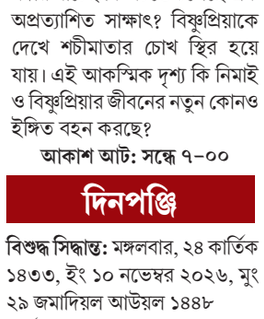

ভালবাসা, স্মৃতি আর ভাগ্যের টানাপোড়েনে জটিল হয়ে উঠছে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন। লক্ষ্মীপ্রিয়াকে হারানোর যন্ত্রণা নিমাইয়ের হৃদয়ে। নিমাইয়ের স্মৃতি ও তার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া গোপনে পৌঁছে যায় নদীর ঘাটে। ভাগ্যের খেলায় নদীর ঘাটেই কি ঘটতে চলেছে এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ? বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে শচীমাতার চোখ স্থির হয়ে যায়। এই আকস্মিক দৃশ্য কি নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের নতুন কোনও ইঙ্গিত বহন করছে?
আকাশ আট: সন্ধে ৭-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: মঙ্গলবার, ২৪ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১০ নভেম্বর ২০২৬, মুং ২৯ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫। ৪৯।৪৮
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫১।২০
তিথি: (কার্তিক শুক্লপক্ষ) প্রতিপদ দং ২০।২৮ দিবা ঘ ২।১
নক্ষত্র: বিশাখা দং ৮।৪৫ দিবা ঘ ৯।২০

অন্য পঞ্জিকা: মঙ্গলবার, ২৩ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১০ নভেম্বর ২০২৬, হিজরি ২৯ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
**

মুখ্যমন্ত্রীর অভিবাদন

আজকালের প্রতিবেদন

বাঁদনা পরবে অভিবাদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ছিল এই পরব। এদিন তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'বাঁদনা পরব উপলক্ষে সকল জনজাতি, মূলবাসীদের জানাই জোহার।'

পূর্ব মেদিনীপুরে আজ মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

দিঘা, ৯ নভেম্বর

মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরে জোড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভোরবেলা উপস্থিত থাকবেন নন্দীগ্রামের করপল্লীতে। জমি আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। পরবর্তী গন্তব্য মেচেদার ইসকন মন্দির। সেখানে দামোদর মাসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। সোমবার দিঘায় এই দুই কর্মসূচির কথা নিজেই জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'কাল সকালবেলা দেখা হবে করপল্লীতে। শহিদবেদিতে মালা দিয়ে মেচেদার ইসকন মন্দিরে যাব। গোমাতাকে পুজো করতে আসব। দামোদর মাস প্রত্যেক বছর করি। দীপদান করব, বৈষ্ণব সেবা করব।'

ভাতারে নাবালিকার ওপর নির্যাতন, আটক যুবক

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ৯ নভেম্বর

আট বছরের এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠে নির্যাতনের অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে ভাতার থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে ভাতার থানার একটি গ্রামের কালীমন্দিরের সামনে থেকে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাড়ার কালীমন্দিরের সামনে কয়েকজন শিশুর সঙ্গে খেলছিল ওই নাবালিকাটি। অভিযোগ, সেই সময় তাকে মাঠের মাঝে একটি বাগানে নিয়ে যায় পাড়ারই এক যুবক। পুজোর বেলপাতা পাড়তে গিয়ে ওই ঘটনাটি দেখতে পান নাবালিকার এক প্রতিবেশী, সম্পর্কে দাদু। তাঁর তৎপরতায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এদিকে, অসুস্থ অবস্থায় নাবালিকাকে প্রথমে ভাতার হাসপাতালে ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। নাবালিকার ঠাকুমার কথায়, সময়মতো ওই প্রতিবেশীর নজরে না পড়লে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারত।



জলমগ্ন টালা স্টেশন ও আশপাশ এলাকা। সোমবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

পাইপ ফেটে ডুবল টালা

● ১ পাতার পর

জারি করে জানানো হয়, টালা রেলব্রিজের ঠিক নীচে রেললাইনের তলায় থাকা পানীয় জলের মূল পাইপলাইনে বড়সড় ফাটল ধরা পড়েছে। ১৮০০ মিমি ব্যাসের মূল জলের পাইপলাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরসভার টিম কাজ করছে। এক-দু'দিন সময় লাগবে। যে-সব এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ আছে, পুরসভার তরফে সেখানে পানীয় জলের গাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাইপলাইন ফাটলের জেরে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুর-তালিকা অনুযায়ী, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, এজেসি বোস রোড, কলেজ স্ট্রিট চত্বর, বিধান সরণি, বালিগঞ্জ এবং কসবা এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। মেরামতির কাজ শেষ হলে মঙ্গলবার থেকে জল সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারে। পুরসভার তরফে পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। ০৩৩-২২৮৬-১২১২/১৩১৩/১৪১৪ এবং ৯৮৩০৩২৪৩৩০ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। এ নিয়ে স্থানীয় সাংসদ রীতেশ তেওয়ারি এলাকা ঘুরে জানান, কাজ চলছে, জল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কম করে তিন দিন সময় লাগবে। পুরসভার একাংশের কথায়, পুরোপুরি জল সরবরাহ বন্ধ হয়নি। জলের প্রেসার কমেছে। এলাকায় একাধিক বিকল্প পাইপলাইন সক্রিয় থাকায় সরবরাহ পুরোপুরি ব্যাহত হয়নি। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, তার জন্য বিকল্প বন্দোবস্ত দ্রুত চালু করা হয়েছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তরুণ সাহা জানান, পাইপ ফেটে বিপত্তি। সকাল থেকেই কর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

● ১ পাতার পর

এত অসুবিধে হচ্ছে কেন

হতাহত কিংবা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তিন-চারটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এটা তো কালীপুজো, দীপাবলিতে বরাবরই হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার আমার মনে হয়েছে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।' গোটা রাজ্যে ডিজে বন্ধ হয়েছে এবং এর প্রশংসা রাজ্য সরকারের পাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'আদালত-নির্ধারিত সময়ের বাইরে বাজি ফাটানোর ব্যাপারে পরিবেশ দপ্তর, পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিচ্ছে। এরই সঙ্গে অভিযোগকারীদের বলব, গোটা রাজ্যে যে ডিজে বন্ধ হয়েছে, এর প্রশংসাও এই রাজ্যের সরকারের পাওয়া উচিত। আগে যে দৌরাত্ম্য ছিল, এবার শহর থেকে প্রত্যন্ত এলাকাতেও কেউ ডিজে বাজিয়েছে দেখতে পাবেন না।'

এনকাউন্টার হচ্ছে, অথচ ধর্ষণের ঘটনা থামার নাম নেই: অভিষেক

আজকালের প্রতিবেদন

একের পর এক এনকাউন্টার, অথচ ধর্ষণের ঘটনা থামার কোনও নাম নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রশ্নের মুখে পড়ছে বিজেপির ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা 'এনকাউন্টার মডেল'। সোমবার এই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলেন, 'আজ পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে কালীমন্দির থেকে প্রথম শ্রেণিতে পড়া মাত্র আট বছরের এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। এর দায় কার? এত এনকাউন্টারের পরেও কেন নিরাপদ নয় নিষ্পাপ শিশুরা? গত কয়েক মাসে ২৫০০-র বেশি ধর্ষণ, ৬০০টিরও বেশি খুন এবং ৩৪ হাজারের বেশি গুরুতর অপরাধের যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে, সারা রাজ্য জুড়ে পুলিশ-প্রশাসন শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতেই ব্যস্ত।' এ প্রসঙ্গে এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারটি এনকাউন্টার হত্যা করল। ধর্ষণ-খুন এবং খুনের ঘটনার অপরাধীরা কঠোরতম শাস্তি পাক, তা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না।'

● ১ পাতার পর

তোলাবাজি রুখতে

কারও নামে অভিযোগ করে কাউকে হিরো করতে চাই না। আমি শুধু একটা কথাই বলব, পুলিশকে চড় মারতে উদ্যত হলে, চোখ দেখালে, মারতে গেলে, হুমকি দিলে, যে ধারায় সবার বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত, আপনার বিরুদ্ধেও সেই ধারায় মামলা হওয়া উচিত। পুলিশ আহত হয়েছে, পুলিশ মেডিক্যাল করেছে। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ভিডিও দেখে দেখে যাদের নাম ছিল, তাদের নামে মামলা করেছে। চার্জশিটও করাব এবং কাস্টডিয়াল ট্রায়ালও করাব। কাউকে ছাড়া হবে না। যে ক'টা গুন্ডা ধরা পড়েছে, তারা হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, হরীশ মুখার্জি রোডের লোক নয়, তারা একবালপুরের লোক। রাত দুটোর সময় একবালপুর থেকে এই বিশেষ লোকেরা ওখানে কী করতে গিয়েছিল? সেই জন্যই তো তাদের ধরা হয়েছে। পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, ভিডিওয় যাদের দেখা গেছে তাদের ধরবেন, আর যে রাজনৈতিক লোকেদের দেখা গেছে, আর যাঁদের নেতা বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন।' এদিন কালীপুজোর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন সেচমন্ত্রী অরূপকুমার দাস, বিধায়ক তপন মাইতি, দিব্যেন্দু অধিকারী, চন্দ্রশেখর মণ্ডল, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সোমনাথ রায়, সহ-সভাপতি অসীম মিশ্র প্রমুখ।

ভাঙন রোধ থেকে পর্যটন প্রসারে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

যজ্ঞেশ্বর জানা

দিঘা, ৯ নভেম্বর

দিঘা থেকে কাঁথির পেটুয়াঘাট পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভের সম্প্রসারণ, আন্তঃউপকূলীয় অঞ্চলকে ঘিরে পর্যটন বিকাশ, সমুদ্রবাঁধের ভাঙন রোধের স্থায়ী বন্দোবস্ত ও মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় গুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার পুরনো দিঘার দিঘি আবাসনে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে হাজির ছিলেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী অরূপকুমার দাস, সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী, বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক অশোক প্রতীক ধুমাল-সহ অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন পর্যটন, সেচ ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব-সহ অন্যান্য আধিকারিক। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিঘা ও সংলগ্ন তটভূমিকে ঘিরে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পর্ষদ এলাকার সম্প্রসারণ আগে করা হয়েছিল। কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের দারিয়াপুর, পেটুয়া থেকে শুরু করে একেবারে বাংলা -ওড়িশার সীমান্ত উদয়পুর পর্যন্ত পুরো ইন্টার কোস্টাল বেল্টকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। শৌলা থেকে মেরিন ড্রাইভকে পেটুয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শৌলা, বগুরান জলপাই, বাঁকিপুট, জুনপুটে নতুন অনেকগুলি ট্যুরিস্ট স্পট ও হোমস্টে করা হচ্ছে। নতুন ট্যুরিস্ট স্পটগুলিতে চার কামরার হোমস্টে যাঁরা করবেন, তাঁদেরকে ৫ লক্ষ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হবে।' পর্যটন বিকাশ ছাড়াও উপকূলের ভাঙন প্রতিরোধে সেচ দপ্তর ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চাঁদপুর ও শঙ্করপুরে সেচ দপ্তরের জায়গায় দুটো বড় ভাঙন আছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প হবে। আমি ভাঙন প্রতিরোধের অনুমোদন দিয়েছি।'

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে যাওয়া মৎস্যজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে এবং সাইক্লোন মোকাবিলায় ডিএসডিএ কার্যালয়ে একটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী মার্চ মাসে রাজ্য পুলিশের ৫০ জনের স্পেশ্যাল বাহিনী নিয়ে আমাদের ডিএমজি সেল তৈরি করবে। আর যে অর্জুন বাহিনী এখন সাগর, পাহাড় এবং কলকাতায় রাখা হয়েছে, এই অর্জুন বাহিনীর আরেকটা এক্সটেনশন ইউনিট ২৫ জনের দিঘাতে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে মৎস্যজীবীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সমুদ্রমালা-১ এ বিগত রাজ্য সরকার যুক্ত হয়নি, এতে ক্ষতি হয়েছে কোস্টাল বেল্টের ও মৎস্যজীবীদের। সমুদ্রমালা-২তে আমরা মৎস্য বন্দর এবং খটিগুলোকে উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

মমতার বাড়িতে দিল্লি পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে গেল দিল্লি পুলিশ। সোমবার দুপুরে তারা আসে। ১৩ বছর পুরনো একটি মামলায় নোটিস দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তলব করেছে। জানা গেছে, সোমবার বিকেলে হঠাৎ কালীঘাট থানার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মমতা ব্যানার্জির কালীঘাটের বাড়িতে যায় দিল্লি পুলিশ। সূত্রের খবর, পুরনো একটি মামলায় সাক্ষী হিসেবে তলব করে তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে দিল্লিতে বঙ্গভবন ঘেরাও এবং বিক্ষোভের ঘটনায় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় মামলা রুজু হয়েছিল। সরকারি কাজে বাধা, আধিকারিকদের ওপর আক্রমণ-সহ একাধিক ধারার উল্লেখ রয়েছে নোটিসে। মামলাটি হয়েছিল পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। জানা যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির সময় মতো, তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লিতে গিয়ে তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলা হয়েছে।

● ১ পাতার পর

গ্রেপ্তার তৃণমূলের বিধায়ক

এ ছাড়া সেচ দপ্তরের জমি দখল করে বৃদ্ধাশ্রম করার অভিযোগও রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'দুই ২৪ পরগনায় যত জমি দখল করা হয়েছে, সব ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' পুলিশ সূত্রে খবর, পরেশরাম দাস ক্যানিং থানার মামলা নম্বর ৫৬১/০৫.০৯.২০২৬-এর বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত। এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত এড়ানোর উদ্দেশ্যেই তিনি কলকাতা থেকে মুম্বই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশ্যাল অপারেশন্স গ্রুপ ও বিধাননগর পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় এই অভিযান সফল হয়েছে। ধৃত বিধায়ক পরেশরাম দাসকে পরবর্তী তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এদিন রাতেই বারুইপুর পুলিশ জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। মামলার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'মামলা সম্বন্ধে কিছু বলব না। তবে ঘটনা পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে, এই বিধায়ক যতদিন ঋতব্রত ব্যানার্জিদের শিবিরে ছিলেন ততদিন পুলিশের কোনও অপরাধের কথা মনে পড়েনি। যখন তিনি ওই শিবির ছেড়ে মমতা ব্যানার্জির প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে মূলস্রোতে থাকার কথা বললেন, তখনই পুলিশের মারাত্মক অভিযোগ, ধরতে হবে এমন মনে হল। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, পুলিশ কিছু বিধায়ককে চাপ, মামলা দিয়ে ঋতব্রত শিবিরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে।'

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এআরসিআইএল)

মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থিক পরিসম্পদের প্রেক্ষিতে গঠিত
এআরসিআইএল-এসবিপিএস-০০১-XIII-ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে ক্রিয়ারত
এআরসিআইএল অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০২৮
ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in; CIN: U65999MH2002PLC134884

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬, ৮ ও ৯-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')-এর রুল ৬, ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট')-এর সংস্থানসমূহের শর্তাধীনে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের থেকে ৩ জুন, ২০১৬-এর নিরিখে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ₹৪,৮৭,৬৭,৫৯৩/- তৎসহ উদ্ভূত সুদ, চার্জ ও মাশুল ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ-এর ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে ক্রিয়ারত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ('এআরসিআইএল') [১৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখের রেজিস্টার্ড ভারার্পণ চুক্তি অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা এআরসিআইএল-এর প্রতি আর্থিক পরিসম্পদ ভারার্পণ চুক্তির প্রেক্ষিতে]-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'রিকোর্স ছাড়া'** ভিত্তিতে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ** গ্রাম-জিরাট (যশোর রোড), পোঃ ছোট জাগুলিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯৪
জামিনদারগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ বন্ধকদাতাগণের নাম	মিঃ মিজানুর মণ্ডল (মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজের অংশীদার ও জামিনদার) গ্রাম-জিরাট (যশোর রোড), পোঃ ছোট জাগুলিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯৪ এবং বিকল্প: গ্রাম-কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৭০ মিঃ একারুদ্দিন মণ্ডল (মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজের অংশীদার ও জামিনদার) গ্রাম-জিরাট (যশোর রোড), পোঃ ছোট জাগুলিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯৪ এবং বিকল্প: গ্রাম-কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৭০ শ্রীমতী বুলবুল মণ্ডল (মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজের অংশীদার ও জামিনদার) গ্রাম-জিরাট (যশোর রোড), পোঃ ছোট জাগুলিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯৪ এবং বিকল্প: গ্রাম-কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৭০ শ্রীমতী ফতিমা বিবি (মেসার্স আজমির মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজের জামিনদার) গ্রাম-কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৭০
৩ জুন, ২০১৬ তারিখের সারফায়েসি নোটিস অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক	**₹৪,৮৭,৬৭,৫৯৩/- (চার কোটি সাতাশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো তিরানব্বই টাকা মাত্র), ৩ জুন, ২০১৬ অনুযায়ী, তৎসহ ৪ জুন, ২০১৬ থেকে পরিশোধ/আদায় পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ।**
দখলের প্রকৃতি	সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান অনুযায়ী ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এআরসিআইএল সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছে।
পরিদর্শনের তারিখ	**অনুরোধ জানালে ব্যবস্থা করা হবে**
বায়না জমা (ইএমডি)	ইএমডি অর্থাঙ্ক : **১) ₹২৯,২০,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)** বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) **'Asset Reconstruction Company (India) Ltd.', কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং: 02912320000561, HDFC Bank Limited, ব্রাঞ্চ: Lower Parel, Mumbai, আইএফএস কোড: HDFC0000291** বরাবরে ডিমান্ড ড্রাফ্ট বা আরটিজিএস-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
বিড এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ	২৭.১২.২০২৬, বিকেল ৫টার আগে
সংরক্ষণ মূল্য	**(১) ₹২,৯২,০০,০০০/- (দুই কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র)**
বিড বাড়ানোর মূল্য	**₹৩০,০০০/- (তিরিশ হাজার টাকা মাত্র) ও এর গুণিতকে**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	**(১) ২৮.১২.২০২৬, দুপুর ২টো**
টেন্ডার নথির লিঙ্ক	**www.arcil.co.in**
এআরসিআইএল-এর জানা মামলা	**শূন্য**
এআরসিআইএল-এর জানা দায়/বকেয়া	**• এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফও)— জানা নেই** **• শ্রমিকদের বকেয়া— জানা নেই** **• কর্মচারীদের বকেয়া— জানা নেই** **• অসুরক্ষিত আর্থিক ঋণদাতা— জানা নেই** **• কার্যকর ঋণদাতাদের দাবি— জানা নেই** **• বকেয়া আয়কর— জানা নেই** **• বকেয়া বিক্রয়কর— জানা নেই**
নিলাম হতে চলা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	**সম্পত্তির সমগ্র, অবস্থান:** দিঘা মোড়, দত্তপুকুর, যশোর রোড, মৌজা জিরাট, জে এল নং ১২১, খতিয়ান নং ৪২৭, ৭২৯/১, অংশত দাগ নং ৫৮০, ৫৮১, ১৫৪, ১৪৬, ৪৩৯, পোঃ দিঘা, থানা দত্তপুকুর, দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৮, জমির মাপ ৮৯ ডেসিমেল বা ৫৩.৮৪৫ কাঠা বা ৩৮৭৬৮ বর্গফুট, উপরিস্থিত ৪৮৬০০ বর্গফুট মাপের কাঠামো সহ। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী মিজানুর মণ্ডল/শ্রীমতী বুলবুল মণ্ডল**

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. সারফায়েসি অ্যাক্টের সংস্থাধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলামের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয় সম্পন্ন হবে। ওয়েবসাইট **www.arcil.co.in** এর মাধ্যমে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে' নিলাম/বিডিং হবে। ই-নিলামের ব্যবস্থাপনার সার্ভিস প্রোভাইডার এআরসিআইএল।

২. বিড নথির নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং এর অধীনে প্রক্রিয়া অনুসারে নিলাম সম্পন্ন হবে। বিডারগণ বিড নথি, সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ/বিড ফর্ম পাওয়ার জন্য এআরসিআইএল-এর ওয়েবসাইট **www.arcil.co.in** এবং এআরসিআইএল-এর সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।

৩. বিডারগণ তাঁদের অফিস/ পছন্দের স্থান থেকে ই-নিলামের দরোল্লেখ/ বিডিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক বিডারকে নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগ, নেটওয়ার্কের সমস্যা, সিস্টেম ক্র্যাশ ডাউন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এআরসিআইএল/ সার্ভিস প্রোভাইডার দায়ী থাকবেন না।

৪. বিশদ তথ্য, সহায়তা প্রার্থনা, প্রক্রিয়া এবং ই-নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য বিডাররা এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: **মিঃ সদানন্দ ঘোষাল, মোবাইল: ৮০৯০২৩০৫৫৫, ই-মেল আইডি: sadananda.ghosal@arcil.co.in।**

৫. উপরিলিখিত পোর্টাল **www.arcil.co.in**-তে ইচ্ছুক ক্রেতাগণ/বিডারগণকে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ওপরে লেখা তারিখ ও সময়ের মধ্যে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

৬. সম্পত্তি পরিদর্শন বা আরও তথ্যের জন্য, সম্ভাব্য বিডাররা এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ সদানন্দ ঘোষাল, মোবাইল: ৮০৯০২৩০৫৫৫।

৭. আগাম কোনও নোটিস ছাড়া এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলামের যে কোনও ক্ষেত্রে, অনুমোদিত আধিকারিক যে কোনও বিড/ অফার গ্রহণ/ বাতিল/ পরিমার্জন করতে অথবা পুরো নিলাম প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখতে পারেন।

৮. প্রযোজ্য আইন অনুসারে তাঁর নামে/ অনুকূলে সুরক্ষিত সম্পদ পাওয়ার জন্য কোনও বিধিবদ্ধ দায়, কর, প্রদেয় ফি, ক্রয়ের উপর প্রযোজ্য জিএসটি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি সফল ক্রেতা/ বিডারকেই বহন করতে হবে।

৯. বিড জমার আগে আগ্রহী বিডারগণ সুরক্ষিত সম্পদের স্বত্ব, দায় এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া-সহ বিধিবদ্ধ বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালাবেন/ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করবেন। নিলামের এই বিজ্ঞাপনটি এআরসিআইএল-এর ওপর কোনও প্রতিনিধিত্ব বা দায়বদ্ধতা গঠন করে না। তৃতীয় পক্ষের কোনও দাবি/অধিকার/বকেয়ার বিষয়ে এআরসিআইএল-এর অনুমোদিত আধিকারিক দায়ী থাকবেন না।

১০. সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত নির্ধারিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সর্বশেষ জ্ঞান অনুসারে প্রদত্ত। এতে কোনও ভুল, ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ বা অনুল্লেখের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

১১. কোনও আদালত বা ট্রাইবুনালের হস্তক্ষেপ বা স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে এআরসিআইএল-এর প্রতি উপলব্ধ যথাযথ আইনি পরামর্শ ও আইনি প্রতিকার সাপেক্ষে এই বিক্রি প্রক্রিয়াটি বাতিল করার প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট ক্র

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২২৫ সংখ্যা ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার ১০ নভেম্বর ২০২৬

ত্রস্ত বলিউড

সত্তর-আশির দশকে বলিউডে ছিল গ্যাংস্টারদের দাপট। হাজি মস্তান-সহ গ্যাংস্টারদের উৎপাতে ভীত, সন্ত্রস্ত থাকত হিন্দি ফিল্মজগৎ। সিনেমার জন্য তখন ব্যাঙ্ক ঋণ দিত না। টাকা আসত অপরাধ জগৎ থেকে। প্রযোজকরা তখন নির্ভরশীল থাকতেন ভয়ঙ্কর অপরাধীদের ওপর। পরে অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা বলেছিলেন, 'ইফ নট চোরি চোরি অ্যাট লিস্ট চুপকে চুপকে।' ১৯৯৩ সালে মুম্বই বিস্ফোরণের পর সরকার সক্রিয় হয়েছিল। দাউদ ইব্রাহিমদের পালাতে হয়। উৎপাত খানিক কমে। সম্প্রতি বলিউড ত্রস্ত লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাং-এর ভয়ে। লরেন্স বিষ্ণোই এখন জেলে, বিদেশে, তোলাবাজি-সহ নানা অপরাধে। গ্যাংয়ের উপদ্রব কিন্তু কমল না। বিষ্ণোই গোষ্ঠী পশুহত্যার ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব নিয়ে চলে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের দায়ে অভিযুক্ত হন সলমন খান-সহ পাঁচজন অভিনেতা, অভিনেত্রী। প্রধান অভিযুক্ত সলমন খানের বিরুদ্ধে মামলা হল। সেই মামলায় দোষী প্রমাণিত হননি সলমন। তবু রেহাই নেই। সলমনের ফ্ল্যাটে গুলি চলল। মুম্বই পুলিশের পরামর্শে নিজের বাসস্থান পাল্টাতে হল তারকাকে। বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা করেও নিশ্চিন্ত নন তিনি। একগাদা দেহরক্ষী নিয়েও কোথাও যাওয়ার আগে তিনবার ভাবতে হয়। বিষ্ণোই গ্যাংয়ের টার্গেট যাঁদের হওয়ার কথা নয়, তাঁরাও খুনের হুমকিতে ভীত। টাইগার শ্রফের ওপর গুলি চলল। আহত। পরপর বেশ কয়েকজন তারকা পাচ্ছেন খুনের হুমকি। ভাবা যায়, স্বয়ং অমিতাভ বচ্চনকে দু-দু'বার হুমকি পেতে হল। কী দুঃসাহস। দেশের সর্বকালের জনপ্রিয়তম চিত্রতারকাকে রবিবারের দর্শন দিতে হচ্ছে কাচের আড়াল থেকে। প্রাপ্য হলেও, কোনও সরকারই তাঁকে ভারতরত্ন খেতাব দেয়নি। অমিতাভ বচ্চন দেশের অমূল্য সম্পদ, ভারতের রত্ন। ৮৪ বছর বয়সেও পর্দায় আছেন। কেবিসির শুটিংয়েও যেতে অনেক বাধা। সরকার এমনিতে কঠোর। আবেদন, দাবি, বিষ্ণোই গ্যাংকে সমূলে উৎপাটিত করা হোক।

প্রিয় সম্পাদক

চিরকালের ভাইফোঁটা

ছোটবেলায় একটা গান শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল। তখন তো অতশত বুঝতাম না। কেবল এটা জানতাম যে, দিদি-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওর সঙ্গেই যাবতীয় খুনসুটি, ঝগড়া। কোন গান? কালজয়ী শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত সেই গান 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই/ মা গো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই!' তখন বোধহয় আমার ক্লাস ফোর বা ফাইভ, কোনও এক ভাঁইফোঁটার সকালে রেডিওতে বাজছিল গানটি। হঠাৎ করেই মনটা হু হু করে উঠেছিল সেদিন। কেমন একটা দলা পাকানো কান্না বুকটাকে ভারী করে তুলেছিল। ওই একরত্তি বয়সে কেন জানি না এই অনুভূতি হয়েছিল যে, যাদের দিদি বা বোন নেই, তারা এই ভাইফোঁটার দিনটাতে কার থেকে ফোঁটা নেয়! বড় হয়ে বুঝেছি, এই দিনের মাহাত্ম্য কী পবিত্র এবং গরিমাময়। কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাতে শক্তিময়ী দেবী কালীর নিবিষ্ট আরাধনা সেরেই বাঙালি মেতে ওঠে এই বিশেষ পারিবারিক উৎসবে। ভাইফোঁটার দিনটাও তাই আমাদের কাছে চিরনতুন। প্রতি বছর এ দিনটি আমাদের কাছে ফিরে আসে হাজার আলোর ঔজ্জ্বল্য নিয়েই। ভাইফোঁটা আজও ভাই বা বোন— দু'তরফকেই নিষ্পাপ



আবেগ আর আশ্চর্য এক সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে।

● **অসীমকুমার জানা**
কোতুলপুর, বাঁকুড়া

নস্টালজিক হয়ে পড়ি

বাঙালির উৎসবের মরশুমে সহজে ভাটা পড়ে না। শারদীয় দুর্গোৎসবের পালা সাঙ্গ হওয়ার পরপরই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো আর তারপর কালীপুজো, ভাইফোঁটা। কৈশোরে এই ভাইফোঁটার দিনটা আমাদের কাছে অন্যরকম এক মাদকতার জন্ম দিত। আমার নিজের কোনও দিদি বা বোন না থাকলেও জেঠতুতো, খুড়তুতো দিদি বা বোনেরাই সযত্নে ফোঁটা দিতেন। পবিত্র সেই স্পর্শ। এই পরিণত বয়সেও দিদিদের সেই ছোঁয়া যেন চোখ বুজলেই পাই। সময়ের কালচক্রে হারিয়ে গিয়েছে কত কিছুই। অনেক ক্ষেত্রেই ছিন্ন হয়েছে পারিবারিক বন্ধন। এককালের সেই সহজ, সরল সম্পর্কের সুতোগুলোও পড়েছে আলগা হয়ে। ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে আত্মিক সংযোগের সেই মাধুর্যময় প্রলেপ। তবুও ভাইফোঁটার এ দিনটাতে স্মৃতিকাতর করে তোলে আমাদের সকলকেই। মনে পড়ে যায়, নৈহাটির বাড়ির সেই লম্বা ঠাকুরদালান আর একসঙ্গে সার দিয়ে বসা আমাদের ভাই বা দাদাদের কপালে এঁকে দেওয়া দিদি-বোনেদের সেই অতীন্দ্রিয় পরশ। ভাইফোঁটা সর্বার্থেই বড্ড নস্ট্যালজিক করে তোলে আমাদের।

● *সুবীর দত্তবণিক*
রহড়া, উঃ ২৪ পরগনা

ভাইফোঁটায় দামের ছেঁকা

ভাইফোঁটার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে মিষ্টি আর ভাজাভুজির বাজার ফি বছরই চড়ে যায়। আমাদের ছোটবেলাতেও বড়দের মুখে শুনেছি। আবার এই পরিণত বয়সে ভাইফোঁটার বাজার করতে বসেও বিলক্ষণ টের পাই কত ধানে কত চাল! মিষ্টির দোকানে ভাইফোঁটা উপলক্ষে দিনকয়েক আগে থেকেই লম্বা লাইন। শহর বা মফস্সলের বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিপণিগুলোতে তো বটেই, নেহাত গড়পড়তা মিষ্টির দোকানেও ভিড়ের ছবিটা চোখ এড়ায় না। আর চলতি বছরে তো এমনিতেই মিষ্টিজাতীয় খাবারের দাম বেশ খানিক চড়া। কারণ, পুজোর অনেক আগে থেকেই আমবাঙালির রান্নাঘরে চিনির দাম নিয়ে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ মাত্রা ছাড়িয়েছে। সুতরাং, ভাইফোঁটার আগে যে প্রায় সব মিষ্টির দামই আরও চড়বে, এই আশঙ্কা আমাদের সকলেরই ছিল। আর হয়েছেও



তা-ই। সত্যি সত্যিই এবারের ভাইফোঁটায় মিষ্টি কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্ত বাঙালির। দুর্গাপুজোর পালা মিটতে না মিটতেই বিজয়া দশমীর ওই পর্বেও মিঠে স্বাদ আহরণ করতে গিয়ে আমাদের সকলকেই কমবেশি বেশ নাকাল হতে হয়েছে। খুচরো বাজারে কেজি প্রতি চিনি বিকোচ্ছে ৬২-৬৪ টাকায়। পাল্লা দিয়ে মিষ্টান্ন দ্রব্যও আরও মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। এমনিতেই কোনও বিশেষ পার্বণে সবজি, আনাজ বা মাছ-মাংসের দাম উর্ধ্বমুখী হয়। ভাইফোঁটা মানেই বাঙালির ঘরে-ঘরে ঢালাও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। সকালে হাসিমুখে বাজারে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বাড়ি ফেরত আসাটা প্রায় নিয়মে পরিণত ইদানীংকালে। এ বছরটাতে দামের ছ্যাঁকা আরও বেশি লাগছে।

● *তপন সরকার*
মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

চোখ খুলবে কবে?

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা তো সেই কবে থেকেই নিজেদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করে আসছেন। ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো পরিবেশবিদেরাও বারংবার বলে চলেছেন বিষয়টি নিয়ে। ঘটনা হল, বিশ্ব উষ্ণায়নের কু-প্রভাব হাড়ে-হাড়ে টের পেতে শুরু করেছেন গোটা দুনিয়ার সর্বস্তরের মানুষ। কথাটাকে অসার, সারবত্তাহীন বলে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না কিন্তু। ক্রান্তীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চলের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি গত কয়েক বছরে এতটাই বদলে গিয়েছে যে, এখন তা প্রায়শই খবরের শিরোনাম হয়ে উঠছে। আমাদের দেশেও গোটা বছর জুড়েই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে টের পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়ার চোখে পড়ার মতো বদল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, কৃষিবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা সত্যি করে দেশের চাষ-আবাদের ওপরও প্রকৃতির এই পরিবর্তন ভালরকম ছাপ ফেলছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই গোটা দেশে হেমন্ত ঋতুর অবসানে শীতের আগমনবার্তা ঘোষিত হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক বছরে ভারতের শীতকালীন ফলন হিসেবে আপেল বা কমলালেবুর যে বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধি, তার উৎপাদনে অনেকটাই ভাটা পড়েছে। কৃষি-বিশেষজ্ঞদের মতে, এর একমাত্র কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন। যে সব অঞ্চলে এই ফসলগুলির চাষ হয়ে থাকে, সেখানে শীতকালীন তাপমাত্রার পারদ ক্রম-উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠার ফলেই এমন বিপত্তি। হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা হয়তো পড়ছে, কিন্তু তার মেয়াদ হালে অনেকটাই হ্রস্বতর হয়ে পড়েছে।



দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ ব্রাজিল কফি উৎপাদনে গোটা দুনিয়ায় বরাবরই শীর্ষস্থানে। এই দেশের জলবায়ুতেও পরিবর্তনের হাওয়া। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, অ্যারাবিকা কফির উৎপাদন সে দেশে অনেকটাই কমেছে। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশ ইতালিতে আবার সাম্প্রতিক কালে কফির উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সতর্ক করলেও আমাদের চোখ খুলছে না। পরিবেশ-সচেতকদের লাগাতার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আমেরিকার মতো পৃথিবীর প্রথম সারির রাষ্ট্রও এ বিষয়ে চোখ-কান বুজেই থাকছে। ফি-বছরের বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনকেও তারা ইদানীংকালে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। গোটা দুনিয়া জুড়েই পরিবেশ-সচেতনতা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিপুল চর্চা, আলোচনার ঢেউ। তাতে লাভ আদৌ কতটা হচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় রয়েই যাচ্ছে।

● *তিমির সেনগুপ্ত*
হালিসহর, উঃ ২৪ পরগনা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে ক্ষুদ্রঋণের প্রসারে

সুশান্ত কুমার সান্যাল

ভারতের মতো দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মাইক্রোফিনান্স অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থাগুলির। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের মোট ৬৮৫টি জেলা (যা ভারতের মোট জেলাগুলির প্রায় ৮৫ শতাংশ) জুড়ে এর বিস্তার এবং ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। এই সংখ্যাটা প্রায় ৬.২৭ কোটির আশপাশে। একটি পরিসংখ্যান থেকে এটাও জানা যায় যে, গত এক দশকে মাইক্রোফিনান্স সংস্থার ঋণগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তবে এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের বোঝা কিন্তু গত দু'বছর থেকেই নানা প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, যা নিয়ে অর্থনৈতিক মহল চিন্তিত। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে এই মুহূর্তে ৫০ শতাংশের ওপর মানুষ সাধারণ ভাবে কৃষিকাজ, নানা ধরনের পশুপালন বা মৎস্য শিকার ইত্যাদি প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত এবং এর ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন। গত কয়েক বছর ধরেই আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে এই সব পেশার ক্ষেত্রে। কোথাও অতিবৃষ্টি, কখনও আবার খরায় বিপর্যস্ত হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। এছাড়াও প্রবল ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ ও বন্যার ফলে শুধু চাষের ক্ষতিই হচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে একের পর এক বাড়ি, ভেসে যাচ্ছে গৃহপালিত জীবজন্তুও। নদীর গ্রাসে যেমন একদিকে তলিয়ে যাচ্ছে কৃষিজমি, অন্যদিকে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ছে চাষযোগ্য জমিতে। এর ফলে দিনে দিনে কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও। এই পরিস্থিতিতে দেশের কৃষক কিংবা যাঁরা পশুপালন বা মৎস্যচাষের ওপর নির্ভর করে জীবিকা চালান, আগামী দিনে তাঁদের জীবনে আরও বেশি করে অনিশ্চয়তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, অন্তত দেশের একটা বড় অংশে, এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার অর্থনৈতিক প্রভাব কী কী পড়ছে বা পড়বে, তার সম্ভাব্য কিছু দিক খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়। বেশ কিছু বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এগুলির প্রভাব ভারতের পূর্ব ভাগে বেশি। এখানে ভারতের পূর্ব দিক বলতে বোঝানো হচ্ছে মূলত ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতের সমগ্র মাইক্রোফিনান্স ব্যবসার প্রায় ৩৩ থেকে ৩৪ শতাংশ হয় পূর্ব ভারতেই। তাই এটা চিন্তার বিষয় বলে মনে করছেন অনেকেই। কারণ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত জায়গায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষতি হলে মাইক্রোফিনান্সের ঋণ বা কিস্তি পরিশোধের প্রবণতা কমবে। আর্থিক দিক থেকে জর্জরিত থাকা মানুষজন তখন এ বিষয়ে উল্লিখিত আইন মানার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন। ফলে কিস্তি পরিশোধ বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত গরমের প্রভাব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, ভারতের নির্দিষ্ট কিছু অংশে যেভাবে প্রতি বছর 'হিট



ওয়েভ' জারি থাকছে, তার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতার ভালরকম ক্ষতি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, এই হিট ওয়েভ-এর ফলে প্রায় ২ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থাগুলির ঋণের জোগানে টান পড়বে। ফলে মাইক্রোফিনান্স ব্যবসা ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

তৃতীয়ত, দুর্বল বর্ষা বা অতিবৃষ্টি। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে দেশে। বেশ কিছু অংশে দুর্বল হচ্ছে বর্ষা। ফলে বেড়ে যাচ্ছে জমির শুষ্কতা। আবার অন্যদিকে অতিবৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে খেতের ফসল। এই দুইয়ের ভালরকম প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। কারণ সাধারণ পরিসংখ্যান বলছে, দেশের সমগ্র কৃষিজমির প্রায় ৫০ শতাংশে চাষ এখনও বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। এটাই চিন্তার বিষয়। চাষ ঠিকমতো না হলে কৃষির ওপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল মানুষদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে বাধ্য। আর তার প্রভাব মাইক্রোফিনান্স সংস্থার ঋণপ্রদান ও সেই ঋণ পরিশোধের বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে অন্য মাত্রায়। ঋণ পরিশোধ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলে পুরো ব্যবস্থাটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক ঋণের বাজারে অনেকটাই ভরসা দেয় মাইক্রোফিনান্স।

চতুর্থত, অন্যান্য বিষয়। যেমন পরিসংখ্যান বলছে যে, প্রায় ৯১ শতাংশ মাইক্রোফিনান্স ঋণগ্রহীতারা ঋণের টাকা নিয়োগ করেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কাজে। অর্থাৎ নানবিধ কারণে সে কাজ যখনই কোনও বাধার সম্মুখীন হয়, তখনই কিস্তি বা ঋণ পরিশোধের মতো বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তাই ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলি এই বিষয়টি মাথায় রেখে বর্তমানে পরিশোধের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নানা ধরনের নতুন বিধিনিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করছে। বিশেষত সুনির্দিষ্ট জিনিসপত্র বন্ধকের মতো বিষয়গুলি নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে তারা। তাই আগামী দিনে তাদের প্রদত্ত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়গুলি অতিক্রম করে ঋণ পেতে ভালরকম বেগ পেতে হবে সাধারণ, খেটেখাওয়া মানুষদের। ফলে কমবে তাদের ঋণ নেওয়ার আগ্রহ। মনে রাখতে হবে, মাইক্রোফিনান্সের ঋণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কম আয়ের গোষ্ঠীগুলি নিয়ে থাকে (যাদের আয় বছরে সাধারণ ভাবে ৩ লক্ষের মধ্যে)। প্রদত্ত এই ঋণের বেশির ভাগটাই অ-সুরক্ষিত। আবার অনেকাংশেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি একই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে যথার্থ নজরদারির ব্যবস্থা এই মুহূর্তে নেই বললেই চলে। সেখানে আবার দেখা যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে এক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে অন্য সংস্থার ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে। তাই এই প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকি কিন্তু সামলে নেওয়া মুশকিল বিষয় কেন্দ্রীয় স্তরে। ঋণের জোগান কম হলে কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে, কমবে উৎপাদনশীলতা। আবার অন্যদিকে ঋণের ঝুঁকি কমাতে হলে বাড়াতে হবে ঋণ-সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ের ওপর নজরদারি। তাই আগামী দিনে এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে সমস্যা বাড়তে পারে।

দিল্লির দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে
আদালতের নির্দেশ উড়িয়ে রাতভর শব্দবাজির তাণ্ডব

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৯ নভেম্বর

দেওয়ালির রাতে রাজধানী দিল্লি-এনসিআরের দখল নিল শব্দবাজি। রাতভর চলল তীব্র শব্দবাজির তাণ্ডব। তীব্র শব্দবাজির দাপটে সারা রাত প্রায় নির্ঘুম দিল্লিবাসী। তার সঙ্গে রাতভর ধোঁয়ায় ভরল রাজধানীর আকাশ-বাতাস। বাজি ফাটাতে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যুর খবরও সামনে এসেছে। দক্ষিণ দিল্লিতে পরিবারের সঙ্গে বাজি ফাটাচ্ছিল ১০ বছরের শিশু ঋষি। বোতলে একটি রকেট দাঁড় করিয়ে সলতেয় আগুন লাগায় শিশুটি। দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে রকেটটি শিশুটির বুকে আঘাত করে ফেটে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার সকাল থেকে প্রত্যাশিত ভাবেই গোটা দিল্লি ধোঁয়ায় ঢাকা। দিনের আলো ফুটতেই দেখা গেল, রাস্তায়, পাড়ার গলিতে, আবাসনের খোলা জায়গার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বোমার খোল, পোড়া শব্দবাজির অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই বাতাসে দূষণের পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। তীব্র দূষণে সকাল থেকে অস্বস্তিতে দিল্লির সাধারণ মানুষ। প্রায় ভোর ৫টা পর্যন্ত শব্দবাজির তাণ্ডব চলেছে দিল্লির নানা জায়গায়। মধ্যরাতের পর থেকে দিল্লির অর্ধেকের বেশি এয়ার স্টেশন বাতাসের গুণমান সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। সেই সময় বাতাসের গুণমান ছিল ৪০০-র ওপর। কয়েক দিন আগেই শীর্ষ কোর্ট শর্তসাপেক্ষে দেওয়ালির জন্য সবুজ বাজি তৈরি, বিক্রি এবং ফাটানোর অনুমতি দিলেও, রাত ১০টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। সোমবার থেকে ফের বাজির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বহাল করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দিল্লি সরকারের তরফেও নাগরিকদের কাছে আদালতের নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে দেখা যায়, রবিবার রাত ১০টার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ ধরে রাজধানীতে বাজি ফাটানো হয়েছে। এবং তা সবুজ বাজিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির তথ্য অনুযায়ী, রবিবার রাত ১০টা নাগাদ বিভিন্ন এলাকায় বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা 'পিএম ২.৫'-এর মাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৭৬০.৯৯ মাইক্রোগ্রামে।

সেনসেক্স ঊর্ধ্বমুখী, স্বস্তি শেয়ার বাজারে

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ৯ নভেম্বর

হিন্দু নববর্ষ সম্বত ২০৮৩-র দ্বিতীয় দিনে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার চালু হলে সূচক দ্রুত উঠতে শুরু করে। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ১০৭ পয়েন্ট নিয়ে ৮১ হাজারের ঘরে থিতু হয়। উৎসবের মরশুম। দীপাবলিতে সম্বত ২০৮৩-র প্রথম দিন সূচক ছিল নিম্নমুখী। কিন্তু সোমবার বাজার চালু হওয়ার কিছুক্ষণের ভেতর হাওয়া ঘুরতে শুরু করে। দিনভর ওঠাপড়া শেষে বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ১০৭.২৫ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছে যায় ৮১,১০৬.৬৫ পয়েন্টে। ঊর্ধ্বমুখী ছিল নিফ্‌টিও। ৫৮.২৫ বেড়ে নিফ্‌টি গিয়ে ২৫,০৪৪.৬৫-তে থিতু হয়। সূচক ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বিনিয়োগকারীরা।

শেয়ারের দাম বাড়ায় সোমবার লাভের মুখ দেখেছে এসবিআই, লারসেন অ্যান্ড ট্যুব্রো, এনটিপিসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও ট্রেন্টের মতো সংস্থা। লোকসান হয়েছে এইচসিএল টেক, টাটা স্টিলের।

শিল্পী অর্পিতা সিং প্রয়াত

দেবাশিস চন্দ



মানবিক সঙ্কট, যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতার মতো সামাজিক ক্ষতের অন্তর্বয়ন যাঁর সৃজনের ভিত্তিভূমি, সেই শিল্পী অর্পিতা সিং প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রয়েছেন স্বামী নিসর্গ-চিত্রী পরমজিৎ সিং। তাঁদের একমাত্র কন্যা, প্রতিশ্রুতিমান শিল্পী আঞ্জুম ২০২০ সালে কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরমজিৎ সিং জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন অর্পিতা। তিন দিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই সোমবার তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। বিকেলে লোধি রোড শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর।

অর্পিতার জন্ম ১৯৩৭ সালে কলকাতার বরানগরে। স্বাধীনতা ও দেশভাগের ঠিক এক বছর আগে, ১৯৪৬ সালে শিল্পীর পরিবার দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর শিল্পশিক্ষা দিল্লি পলিটেকনিকের স্কুল অফ আর্টে। ১৯৫৯-তে চারুকলায় ডিপ্লোমা অর্জনের পর পেশাগত জীবন শুরু হয় কলকাতা ও দিল্লির উইভার্স সার্ভিস সেন্টারে ডিজাইনার হিসেবে। ১৯৭২ সালে তাঁর প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীর পর থেকে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

শিল্পজগতে অনন্য অবদানের জন্য অর্পিতা সিং ২০১১ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১৪ সালে ললিতকলা অকাদেমির ফেলোশিপে সম্মানিত হয়েছেন।

ছয় দশকের দীর্ঘ সৃজনজীবনে অর্পিতা বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও ভারতীয় জীবনের বহুস্তরীয় পরিসর থেকে নেওয়া উপাদানের মিশ্রণে রূপকের সাহায্যে এক অননুকরণীয় বর্ণনামূলক শৈলীর সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁকে ভারতীয় শিল্পকলায় এক স্থায়ী আসন দিয়েছে।

১৯৯১ সালে ক্যানভাসের ওপর তেলরঙে আঁকা 'থ্রেট'-এ সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং সেই বছরের উপসাগরীয় যুদ্ধের ঝনঝনানি। ছবিতে দেখা যায়, পটের একপাশে গুটিসুটি মেরে আছে তিন নারী এবং নীচে কিছু রক্তাক্ত মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে, অন্য দিকে ভীতিকর ভঙ্গিতে সামরিক পোশাকের কয়েকজন হিংস্র পুরুষ।

তাঁর একটি আলোড়ন-তোলা কাজ 'দেবী পিস্তলওয়ালি' (১৯৯০)। পাঁচ হাতবিশিষ্ট এক নারী বন্দুক তাক করে আছে ঢাল-তলোয়ার ধরা এক পুরুষের দিকে। মহিষাসুরমর্দিনীর রূপকে হিংসা, নৃশংসতার বিরুদ্ধে শিল্পীর জলছাপ বলা যেতে পারে ছবিটিকে। সামরিক আগ্রাসন এবং সশস্ত্র সঙ্ঘাতের জোরালো বার্তা অর্পিতা দিলেন তাঁর 'মাই লিলি পন্ড' (২০০৯) শিল্পকর্মে। যেখানে নিরীহ মানুষের ওপর সশস্ত্র সৈন্যদের নৃশংস আক্রমণের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। নিলামে ৯ কোটি টাকায় বিক্রি-হওয়া তিন খণ্ডের এই মহাকাব্যিক ছবিটির বাম দিকের কোনায় লেখা, 'ডু নট টার্ন দিস ইনটু গুয়ান্তানামো বে'। বাম দিকে তিনটি হলুদ রঙের ভূখণ্ডকে কিউবার সেই কুখ্যাত মার্কিন কারাগার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোমল এবং বর্ণনামূলক প্রকাশ তাঁর শিল্পের সঞ্জীবনী সুধা, যেখানে নকশিকাঁথার মতো বুননে তাঁর পটের চরিত্ররা প্রত্যেকে নিজেদের ভূমিকায় সক্রিয় এবং সব রকমের বিশৃঙ্খলা এবং পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই ভাবেই একের পর এক ছবিতে সামরিক আগ্রাসন, হিংসা, লিঙ্গবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে অর্পিতা সিংয়ের প্রতিবাদী সত্তার অন্তর্দর্শন জেগে থাকবে আলোর দিশারী হয়ে।

দীপাবলিতে মধ্যপ্রদেশে ঝলসে মৃত ১২

সংবাদ সংস্থা
ভোপাল, ৯ নভেম্বর

দীপাবলি উৎসবের রাতে মধ্যপ্রদেশের দুই জেলায় দুটি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গেল মোট ১২ জনের। কাটনি জেলায় মৃত্যু হল একই পরিবারের ছ'জনের। তার মধ্যে রয়েছে দু'মাসের একটি শিশুও। সিওনি জেলায় আগুন প্রাণ কেড়েছে আরেক পরিবারের ছ'জনের। নিহতদের পরিবার-প্রতি ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

রবিবার কাটনির বারহি এলাকার একটি তিনতলা বাড়ির নীচে বাসনের দোকানে আগুন লাগে। আগুন আর ধোঁয়ার কবলে পড়ে প্রাণ যায় বাড়ির ছ'জন বাসিন্দার। ওদিকে সিওনি জেলার ছাপরা টাউনের মহাবীর ওয়ার্ডের জৈন মন্দিরের কাছেই বাড়ি কুন্দনলাল সোনির। সোমবার ভোর চারটে-সাড়ে চারটে নাগাদ কুন্দনলালের তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়ির ভেতরে তখন দশজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঝলসে মারা যান ছ'জন।

মণিপুরে জনগণনায় স্থগিতাদেশ

সংবাদ সংস্থা
ইম্ফল, ৯ নভেম্বর

মণিপুর হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে জনগণনার কাজকর্ম আপাতত স্থগিত। আদালত ২০২৭ স

জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা মোদির

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ৯ নভেম্বর

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সোমবার ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী জেলেনস্কিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্ঘাত বন্ধে এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার লক্ষ্যে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ভারত। মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজনে আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তার ঠিক আগের দিনই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই ফোনালাপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এক্স হ্যান্ডলে মোদি জানিয়েছেন, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমস্ত রকম পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত ভারত। আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কৃষ্ণসাগরে 'খাদ্য করিডর' চালু রাখার বিষয়ে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশেষ প্রস্তাব দিয়েছেন জেলেনস্কি। অন্য দিকে, এদিন বিকেলে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

বাংলাদেশে ফিরতে নতুন পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার

সমীর দে

ঢাকা, ৯ নভেম্বর

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) চেয়েছেন। সোমবার তিনি দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে এই সংক্রান্ত আবেদন করেছেন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে হাতে-আসা একটি চিঠি থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে যাওয়ার পর এই প্রথম এ ধরনের আবেদন করলেন শেখ হাসিনা। ভারতে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে থাকা শেখ হাসিনার এই পদক্ষেপকে তাঁর বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন হাসিনা।

শেখ হাসিনা সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, তিনি দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। সোমবার শেখ হাসিনার সহযোগীরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তাঁর দেশে ফেরার তারিখ জানানো হবে।

লন্ডন-ভিত্তিক আইনি প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের আইনজীবীরা শেখ হাসিনার পক্ষে দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার প্রীতি রহমানকে লেখা চিঠিতে তাঁরা বলেন, আগের অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ শেখ হাসিনার বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বাতিল করেছে বলে জানা গেছে। এই অবস্থায় তাঁরা তাঁদের মক্কেলের জন্য নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অনুরোধ জানাচ্ছেন।

এদিকে, দেশে ফিরতে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য শেখ হাসিনার আবেদনের বিষয়টিকে চরম হাস্যকর বলেছেন বিদেশ-রাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ কোনও সন্ত্রাসীকে পাসপোর্ট দেয় না। বরং প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করতে চায়।' তিনি বলেন, 'দেশে ফেরার নাটক করার কোনও সুযোগ নেই। তিনি যদি সত্যিই দেশে ফিরতে চান, তবে তার সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রয়েছে প্রত্যর্পণ চুক্তি। তিনি ভারত সরকারকে বলুন সেই চুক্তির আওতায় তাঁকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে। তিনি এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করে সাজা ভোগ করুন।'

দেশে ফিরতে শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের বিষয়টির সত্যতা ও আইনি ভিত্তি যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, এর আইনগত ভিত্তি কী আছে, আসলে আবেদনটা ঠিক ভাবে করা হয়েছে কি না, আবেদন করার অধিকার আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি আইনকানুন সব দেখে তারপর বিদেশ মন্ত্রক অথবা আইন মন্ত্রক পদক্ষেপ করবে।

বাদল অধিবেশন মুলতুবি পর্ব রেকর্ড গড়ল

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৯ নভেম্বর

৮৮ দিন হয়ে গেলেও এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে সংসদের বাদল অধিবেশন মুলতুবি হওয়ার ঘোষণা করেননি রাষ্ট্রপতি। ২০০৮ সালে ৮৭ দিন ধরে এই পরিস্থিতি ছিল। এবার সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে গেল। সোমবার সারাদিন পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। প্রায় আড়াই মাস ধরে সংসদের অধিবেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে মুলতুবি না করার নেপথ্যে জল্পনা অব্যাহত। কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ অধিবেশন ডেকে মহিলা সংরক্ষণ এবং পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর জল্পনা অব্যাহত। নতুন করে সংসদের অধিবেশন ডাকতে ১৪ দিন আগে নোটিস দিতে হয়। তবে আনুষ্ঠানিক মুলতুবি না হলে দু'দিনের নোটিসেই ফের অধিবেশন ডাকা যায়। ১৭ এপ্রিল লোকসভায় পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে লোকসভায় ভোটাভুটি হয়। যদিও সংখ্যার অভাবে সেই বিলটি পাশ করানো যায়নি। বিলটি আবার বিশেষ অধিবেশন ডেকে আনা হতে পারে বলেই সংসদ মুলতুবি করা হচ্ছে না বলেই জল্পনা।

অভিবাসন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন, মানলেন ট্রাম্প

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর

অভিবাসন নীতি নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার খাওয়ার পর স্বীকার করে নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর দু'বছর পর সাধারণ নির্বাচন আমেরিকায়। সেখানে তাঁর উত্তরসূরি বাছাই করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। কে সেই উত্তরসূরি? বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর ভূয়সী প্রশংসা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ্য প্রার্থীদের অভাব নেই।

সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর নিয়ন্ত্রণ হারানোর কয়েকদিনের মাথায় মার্কিন চ্যানেল সিবিএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের অকপট স্বীকারোক্তি, অভিবাসন নীতি নিয়ে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আগামী দিনে এই বিষয়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে অভিবাসন নীতি চূড়ান্ত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

৩ নভেম্বর আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে একই সঙ্গে সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ শোচনীয় হারের মুখে পড়েন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরা। মুখ পুড়েছে ট্রাম্পের। অভিবাসন নীতির পাশাপাশি অর্থনীতি, জীবনযাপনের বাড়তে-থাকা খরচ এবং ইরান যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যালট বাক্সে। ভোট পড়েছে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে। রবিবার সাক্ষাৎকার সম্প্রচারের পর স্টিফেন মিলারকে মার্কিন সেনার নতুন চিফ অফ স্টাফ নির্বাচন করেন ট্রাম্প। জল্পনা, তবে কি চরম থেকে নরম অবস্থান অবলম্বন করছেন তিনি? রিপাবলিকানদের এই লজ্জার হারের কারণ জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় ওঁদের যুদ্ধ পছন্দ হয়নি। গ্যাসোলিনের দাম বেড়ে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি। তার ওপর ইজরায়েলের বিরুদ্ধেও জনরোষ তৈরি হয়।'

সাক্ষাৎকারে আবার ভারত-পাকিস্তানের 'পরমাণু যুদ্ধ' থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেছেন, 'আটটা যুদ্ধ থামিয়েছি। আটটা যুদ্ধের মধ্যস্থতা করেছি।' মৃত্যুর পর কী হবে ভেবে দেখেছেন? ট্রাম্পের উত্তর, 'আশা করি, আমাকে লোকে মিস করবে!'

কেরলে ইথানল মিশ্রণের পরীক্ষা

সংবাদ সংস্থা

তিরুবনন্তপুরম, ৯ নভেম্বর

কেরলের পেট্রোল পাম্পগুলিতেও এবার ইথানল মিশ্রণের পরীক্ষা শুরু হল। সোমবার কেরল সরকার জানিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে আচমকা হানা দেবে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বিশেষ দল। পেট্রোলে ২০ শতাংশের বেশি ইথানল রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। এর আগে কর্ণাটক সরকার অভিযোগ করেছিল, সে-রাজ্যের বিভিন্ন পাম্পে বিক্রি হওয়া পেট্রোলে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণ ইথানল মিলেছে। কেরলের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী অনুপ জ্যাকব বলেন, 'সিভিল সাপ্লাই কমিশন বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে হানা দিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে। নমুনা সংগ্রহের সময় তেল কোম্পানির প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সরকারি রাসায়নিক ল্যাবে নমুনা পাঠানো হবে। সেই রিপোর্ট আসার পরই সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

স্টার পেপার মিলস লিমিটেড

সিআইএন: L21011WB1936PLC008726
নিবন্ধিত কার্যালয়: ডানকান হাউস, ৩য় তলা, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন: ০৩৩-২২৪২৭৩৮০ ইমেইল: star.cal@starpapers.com ওয়েবসাইট: wwwstarpapers.com

নোটিস

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধানাবলী অনুসারে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী **শনিবার, ১৪ নভেম্বর,** ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.starpapers.com), বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

স্টার পেপার মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ অরোরা
(কোম্পানি সচিব)

৭ নভেম্বর, ২০২৬
সাহারানপুর (উ প্র)

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank

পশ্চিম মেদিনীপুর সার্কেল
বি ই- ১, বিধাননগর ইস্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বর্তমান জামদা শাখা স্থানান্তরিত করার জন্য **গ্রাম / পোঃ- জামদা, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৫০৭-এ লিজ / ভাড়ার ভিত্তিতে এটিএম / ই-লবির স্থান সহ (১২০০ বর্গফুট থেকে ১৮০০ বর্গফুট)** কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট উপযুক্ত, প্রস্তুত এবং সুনির্মিত হলঘর ধরণের বিল্ডিং ব্যাঙ্কের শাখার জন্য আবশ্যক। প্রেমিসেসটি মূলত **একতলায়** হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যদি ফার্স্ট ফ্লোরে হয় তবে লিফটের সুবিধা থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমস্ত ছাড়পত্র থাকা আবশ্যক। কাঙ্ক্ষিত এলাকার এই ধরণের প্রেমিসেসের আগ্রহী স্বত্বধারক / নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারগণ, যাঁরা তাঁদের বর্তমান প্রেমিসেসটি দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে বিশেষত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য লিজ দিতে প্রস্তুত, তাঁরা **ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: www.pnbindia.in**-এ উপলব্ধ নির্দিষ্ট ফর্মে অথবা অফিস চলাকালীন **পশ্চিম মেদিনীপুর সার্কেল অফিস বা জামদা শাখা** থেকে প্রাপ্ত ফর্মে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সিল ও স্বাক্ষর করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে আগামী ২৩.১১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৫.০০-টার মধ্যে পিএনবি সার্কল অফিস, বি ই- ১, বিধাননগর ইস্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১-এ পৌঁছানো চাই।
ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কোনও দালালি দেওয়া হবে না। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্ক নিজ কর্তৃত্বে সংরক্ষিত রাখে।

তারিখ: ১০.১১.২০২৬ স্বা- সার্কল হেড

দলিল হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী রঞ্জন ব্যানার্জী (পিতা - মৃত অরুণ কুমার ব্যানার্জী, ধর্ম : হিন্দু, জাতীয়তা : ভারতীয়, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা - ৩৪/সি, আদিবর্তমা, ডাকঘর- নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬ -এর হেফাজত থেকে মূল 'লিঙ্ক ডিড' (দলিল) হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে তিনি কানাইপুর বিট হাউস পুলিশ স্টেশন (থানা - উত্তরপাড়া, হুগলি)-এ একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন, যার নম্বর ৫৮৯, তারিখ ২৮.১০.২০২৬।

সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত হারানো দলিলের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তিটি বন্ধক রাখার পরিকল্পনা করছেন। হারানো দলিলের বিবরণ : ১৯৭৮ সালের বিক্রয় দলিল (ডিড অফ সেল), বুক নম্বর-১, দলিল নম্বর-৩৮৯০, যা শ্রীরামপুর, হুগলি-এর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত। সম্পত্তির বিবরণ : মৌজা- খোর্দা বাহেরা, জে. এল. নম্বর- ০৬-এ অবস্থিত ৩ কাঠা বাস্তু জমি এবং তার ওপর নির্মিত দোতলা আবাসিক ভবন। এটি আর. এস. দাগ নম্বর- ৬৬ ও ৬৬/৮৯৫ এবং আর. এস. খতিয়ান নম্বর - ২৪১-এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল. আর. দাগ নম্বর - ১২৫ ও এল. আর খতিয়ান নম্বর - ২৬৯১-এর সাথে সম্পর্কিত। সম্পত্তিটি নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত (ডাকঘর- নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬)। যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত হারানো দলিল সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, অথবা এই সম্পত্তির ওপর কোনো স্বত্ব বা দাবি থাকে, কিংবা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, নবগ্রাম শাখা (কোড-০১৬১২০) -এর কাছে তা জানাতে পারেন।

স্বাক্ষরিত/-
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, নবগ্রাম শাখা, শাখা কোড-০১৬১২০
ঠিকানা : জুবিলি মার্ট, স্টেশন রোড, ডাকঘর-নবগ্রাম, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২২৪৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, বৃহত্তর কলকাতা : ৩, মিডলটন রো, কলকাতা- ৭০০০৭১

ইজারার ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

'ব্যাঙ্কের একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক আরসিসি প্রেমিসেসের প্রয়োজন যার কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ ৬০ বর্গফুট থেকে ১০০ বর্গফুট এবং তৎক্ষণাৎ দখলযোগ্য, যা বর্তমান **সাউথ সিঁথি (৬৪৩৬০) শাখার প্রেমিসেসের (৬৬এ, কালী চরণ ঘোষ রোড, ডব্লিউ-ব্লক, সিঁথি, কলকাতা-৭০০০৫০)** কাছাকাছি স্থানের মধ্যে (সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার) গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি প্রধান স্থানে অবস্থিত হবে, সমস্ত সুযোগসুবিধা তৎসহ এটিএম/ সিআরএম-এর সামনে পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস থাকতে হবে। ভূস্বামীকে ব্যাঙ্কের নামে ন্যূনতম ৫ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করতে হবে। **বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.unionbankofindia.com / ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in দেখুন। নির্দিষ্ট বিন্যাসে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪.১১.২০২৬, ১৫০০ ঘন্টা পর্যন্ত।**
কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে'।

রিজিওনাল হেড

দ্রষ্টব্য: প্রযুক্তিগত কারণে প্রকাশনার তারিখ এবং টেন্ডার আপলোড করার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। তবে টেন্ডার খোলার দিনগুলি টেন্ডার আপলোড করার পরে অনুমোদিত দিনগুলি অনুসারে হবে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, বৃহত্তর কলকাতা : ৩, মিডলটন রো, কলকাতা- ৭০০০৭১

ইজারার ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

'পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগুইআটিতে, বিশেষ করে বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার পথে ভিআইপি রোডের বাঁদিকে, একটি প্রধান স্থানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে সমস্ত সুযোগসুবিধা এবং পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ **১৭০০ বর্গফুট ± ১০%** তারতম্যের কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক আরসিসি প্রেমিসেস ব্যাঙ্কের প্রয়োজন, যা তৎক্ষণাৎ দখলযোগ্য/ নির্মাণাধীন (২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে হবে)। ভূস্বামীকে বিআইএস স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী 'বি' ক্লাসের স্ট্রংরুম তৈরি করতে হবে এবং ব্যাঙ্কের নামে ন্যূনতম ২৫ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করতে হবে। বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.unionbankofindia.com / ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in দেখুন। নির্দিষ্ট বিন্যাসে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪.১১.২০২৬, ১৫০০ ঘন্টা পর্যন্ত।**
কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে'।

রিজিওনাল হেড

দ্রষ্টব্য: প্রযুক্তিগত কারণে প্রকাশনার তারিখ এবং টেন্ডার আপলোড করার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। তবে টেন্ডার খোলার দিনগুলি টেন্ডার আপলোড করার পরে অনুমোদিত দিনগুলি অনুসারে হবে।

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank

পশ্চিম মেদিনীপুর সার্কেল
বি ই- ১, বিধাননগর ইস্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বর্তমান **বিধাননগর শাখা** স্থানান্তরিত করার জন্য **গ্রাম / পোঃঅঃ- বিধাননগর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১০১-এ লিজ / ভাড়ার ভিত্তিতে এটিএম / ই-লবির স্থান সহ (১২০০ বর্গফুট থেকে ১৮০০ বর্গফুট)** কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট উপযুক্ত, প্রস্তুত এবং সুনির্মিত হলঘর ধরণের বিল্ডিং ব্যাঙ্কের শাখার জন্য আবশ্যক। প্রেমিসেসটি মূলত **একতলায়** হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যদি ফার্স্ট ফ্লোরে হয় তবে লিফটের সুবিধা থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমস্ত ছাড়পত্র থাকা আবশ্যক। কাঙ্ক্ষিত এলাকার এই ধরণের প্রেমিসেসের আগ্রহী স্বত্বধারক / নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারগণ, যাঁরা তাঁদের বর্তমান প্রেমিসেসটি দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে বিশেষত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য লিজ দিতে প্রস্তুত, তাঁরা **ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: www.pnbindia.in**-এ উপলব্ধ নির্দিষ্ট ফর্মে অথবা অফিস চলাকালীন **পশ্চিম মেদিনীপুর সার্কেল অফিস বা বিধাননগর শাখা** থেকে প্রাপ্ত ফর্মে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সিল ও স্বাক্ষর করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে **আগামী ২৩.১১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৫.০০-টার মধ্যে পিএনবি সার্কেল অফিস, বি ই- ১, বিধাননগর ইস্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১-এ পৌঁছানো চাই।**
ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কোনও দালালি দেওয়া হবে না। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্ক নিজ কর্তৃত্বে সংরক্ষিত রাখে।

তারিখ: ১০.১১.২০২৬ স্বা- সার্কল হেড

AXIS BANK / অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক, তৎসহ এর ওপর সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-কে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ সমেত কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) ও আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর নাম / অ্যাকাউন্ট নং/ ব্যাঙ্কের শাখার নাম এবং দখলের প্রকৃতি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**(১) শ্রী গণেশ চন্দ্র নায়ক (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত মানগোবিন্দ নায়ক **(২) শ্রীমতী রাণু নায়ক (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী গণেশ চন্দ্র নায়ক গ্রাম- পটেশ্বরপুর, পোষ্ট- নয়াপুট, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪০১ **টার্ম লোন অ্যাকাউন্ট নং: ০০১১০০৪২০০০২৪৩৬ দখলের ধরন: প্রতীকী শাখা: কন্টাই মেন ব্রাঞ্চ**	জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- কাঁথি, এডিএসআর- কাঁথি ১, মৌজা- পটেশ্বরপুর, জে এল নং ৩৪০, খতিয়ান নং (হাল) ৪৪৪, প্লট নং ৯৪, জমির পরিমাপ- ১১.৫ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু এবং ভবন (১২০০ বর্গফুট)। **প্লট নং ৯৪-এর চৌহদ্দি** [পরিমাপ- ৯.৫ ডেসিমেল]: **উত্তর:** প্লট নং ৯৩; **দক্ষিণ-** প্লট নং ৯৪ (তফসিল 'খ'); **পূর্ব-** প্লট নং ১০৪ ও ১০৩; **পশ্চিম-** প্লট নং ৯৪ (তফসিল 'খ') এবং এজমালি রাস্তা (৫ ফুট চওড়া)। **প্লট নং ৯৪-এর চৌহদ্দি** [পরিমাপ- ০২ ডেসিমেল]: **উত্তর-** প্লট নং ৯২; **দক্ষিণ-** প্লট নং ৯৪ (তফসিল 'গ'); **পূর্ব-** প্লট নং ৯৪(তফসিল 'গ'); **পশ্চিম-** প্লট নং ৯১ ও ৯৫। **মোট জমি ও ভবন ১১.৫ ডেসিমেল;** **বন্ধকদাতা: শ্রী গণেশ চন্দ্র নায়ক, পিতা- প্রয়াত মানগোবিন্দ নায়ক।**	ক) ০৩.১১.২০২৫ খ) ০৬.১১.২০২৬ গ) ₹১৯,৩৮,১৬৩.০০ (উনিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশো তেষট্টি টাকা মাত্র), ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ হাল তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ, পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি
২	**মেসার্স প্রগতি ডেকোরেটর

শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন জয়নগরে

শাবল দিয়ে খুড়তুতো ভাইকে খুন। এই অভিযোগ উঠল দাদাদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা এলাকার দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায়। মৃত যুবকের নাম আবদুল রাজ্জাক শেখ (৩৬)। তিনি পেশায় ট্রাকচালক। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্তরা সম্পর্কে রাজ্জাকের খুড়তুতো ভাই। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আগে রাজ্জাকের জামা তৈরির কারখানা ছিল। কোনও কারণে সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। অভিযোগ, রবিবার রাতে মত্ত অবস্থায় তাঁর খুড়তুতো দাদাদের কটূক্তি করেন। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসাও হয়। তবে রাতে সমস্যা মিটলেও, সোমবার সকালে নতুন করে মাথা চাড়া দেয় ওই ঝামেলা।



দেশের পূর্ব সমুদ্র উপকূলে ভারতীয় কোস্টগার্ডের কার্যক্ষমতা আরও জোরদার হল। যুক্ত হল এইচ-৫৬১ এবং এইচ-৫৬২ এয়ার কুশন ভেহিকেল। 'আত্মনির্ভর ভারত' ভাবনার অধীনে এগুলি নির্মিত হয়েছে। গোয়ার হোভারক্রাফট উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। শনিবার যান দুটি এসে পৌঁছোয় কোস্টগার্ডের হলদিয়া ঘাঁটিতে। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের। কোস্ট গার্ড জেলা সদর দপ্তরের কমান্ডার ডিআইজি আনোয়ার খান জানান, বাংলার নদীপথ, কাদাচর এবং সংবেদনশীল উপকূলীয় এলাকাগুলির সুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত হবে। তথ্য ও ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন

দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। এই ট্রেনটি ১১ নভেম্বর এবং ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর চলাচল করবে। ট্রেন দুটি হল ০৩৪৫৩ সাহেবগঞ্জ–ভাগলপুর এবং ০৩৪৫৪ ভাগলপুর–সাহেবগঞ্জ।

রেলে ৮ নাবালক উদ্ধার

আজকালের প্রতিবেদন: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৬-এর ৪ থেকে ৬ নভেম্বরের মাঝ রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ী এবং গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৬ জন নাবালক ও ২ জন নাবালিকাসহ ৮টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। আগরতলা ও লামডিংয়ে ট্রেনে সন্তান প্রসব করা দুই মহিলাকে কর্মীরা চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা দিয়েছে। সুরক্ষা অভিবানে, চারটি ঘটনায় চারজন ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিস। তারা বদরপুর থেকে চারটি পিস্তল ও চারটি ম্যাগাজিন, ২০,০০০ টাকার চারটি নকল সোনার টুকরো, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার ১.০৩১ কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার এবং কামাখ্যা থেকে প্রায় ১৭,০০০ টাকা মূল্যের একটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

হাওড়া ওল্ড ক্যাব রোডে বিধিনিষেধ

যাত্রীদের ভিড় সুষ্ঠু ভাবে সামলানোর লক্ষ্যে এবং যাত্রীদের অপেক্ষার জায়গা পরিচালনার সুবিধার্থে ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত হাওড়া রেল স্টেশনের 'ওল্ড ক্যাব রোড' দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ প্রতিদিন দুপুর ৩টে থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক — West Bengal Gramin Bank

দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এতদ্বারা জানাচ্ছে যে, ২০২৭ সালের ওয়াল ক্যালেন্ডার, টেবিল টপ ক্যালেন্ডার, এক্সিকিউটিভ নোটবুক, সাধারণ নোটবুক এবং স্পাইরাল নোটপ্যাড মুদ্রণ, প্রস্তুতকরণ, ব্যক্তিগতকরণ ও সরবরাহের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রস্তুতকারক/মুদ্রণকারী সংস্থার নিকট থেকে দুই-খাম পদ্ধতিতে (কারিগরি ও আর্থিক দরপত্র) সিলমোহরযুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। **দরপত্র সূত্র নং: WBGB/HO/GSAD/5944/2026-27, তারিখ: 07/11/2026**। যোগ্যতার শর্তাবলি, কারিগরি বিবরণ, দরপত্রের সময়সূচি এবং অন্যান্য শর্তাবলির বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.wbgb.bank.in**-এর *Notice & Tender* বিভাগ দেখুন।

– মহাপ্রবন্ধক

E-AUCTION SALE NOTICE
MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN : U64203WB2002PTC094700
Registered Office : 6 G C Avenue, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700013

Liquidator : Mr Sandip Mitra
Liquidator's Office : 53/C, Harish Mukherjee Road, Kolkata - 700025
Email ID : liquidation.manthan@gmail.com, Contact No. : +91 9830344450

Notice is hereby given to the public at large, inviting bids for the sale of the assets (described in the table below) owned by **M/s. Manthan Broadband Services Private Limited (in liquidation)**, which forms part of the liquidation estate of the Corporate Debtor, in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (**"IBC"**), read with the regulations framed thereunder, on an **"AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS"**. The auction will take place through the online e-auction service provider: https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home.

SCHEDULE OF IMPORTANT DATES FOR THE E-AUCTION	
Last date and time for submission of requisite forms, Affidavits, Declarations, etc. on the BAANKNET portal	30 November 2026, up to 5 PM
Last date and time for submission of EMD on the BAANKET portal	30 November 2026, up to 5 PM
Date and Time of the E-Auction	2 December 2026 from 11.00 AM to 3:00 PM (Unlimited time extension of 5 minutes each)

Description of Assets	Reserve Price (Rs.)	Earnest Money Deposit (Rs.)	Bid Incremental Value (Rs.)
Land along with a structure at Mouza - Tajpur, JL No. 244, P.S. - Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority), as per records, having an **aggregate area of 13,095 acres as per the Title deeds.(Original Title deeds admeasuring only 3 Acres in possession of the Liquidator)**	15,50,00,000	1,55,00,000	20,00,000

Major Terms and Conditions of the E-auction are as follows :
1. The intending bidders are required to register through **https://ibbi.baanknet.com** by using their mobile number and email ID. Contact for support: **support.BAANKNET@psballiance.com / Mobile No. +91 82912 20220**. The Liquidator will not be responsible for any technical glitches on the portal.
2. **The Complete E-Auction Process Information Document, together with all other relevant documents uploaded in relation to the subject property, shall be read in conjunction with this notice and is available at https://ibbi.baanknet.com. Prospective bidders are advised to carefully examine and satisfy themselves with the contents of all such documents before participating in the e-auction process.**
3. The intending bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the Earnest Money Deposited shall be forfeited.
4. **Intending bidders must submit the prequalification documents, Undertaking under Section 29A and EMD on the E-auction Platform only, i.e., https://ibbi.baanknet.com. The EMD shall be non interest bearing.**
5. As per the Government Land Records, Bargadar entries exist in respect of land measuring approximately 4.85 Acres under Khatian Nos. 412 and 627.
6. Intending bidders shall, at their own cost, conduct independent due diligence regarding possession, ownership, title, restrictions on intended use, and all outstanding dues relating to the property-including local taxes, electricity and water charges, and other liabilities-and shall satisfy themselves before participating in the e-auction.
7. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties, fees,all taxes, legal expenses, etc. and allthe local taxes, duties, rates, assessment charges, fees, maintenance charges, etc., including arrears, if any, in respect of the property put on auction.
8. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and doesnot create any binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the e-auction process and / or to accept and / or disqualify any interested party / potential investor / bidder with out assigning any reason and with out any liability.

Sd/-
Sandip Mitra
Liquidator - Manthan Broadband Services Private Limited
Regn. No. : IBBI/IPA-001/IP-P00497/2017-18/10885
AFA Valid up to 31/12/2026

Date : 10.11.2026
Place : Kolkata

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
(মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি বেঞ্চ-এর ১১.১২.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)
লিকুইডেটরের বিবরণ: নাম: সুধা শর্মা
ঠিকানা: সুধা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ১৮৫, এম. আর. ডি রোড, বামুনিমাইদাম, গুয়াহাটি-৭৮১০২১, আসাম।
যোগাযোগ নং: +৯১ ৯৮৬৪০৫০২৪৯, ই-মেল: liquidator.nayak@gmail.com

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর তরফ থেকে জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে উল্লেখিত স্থানসমূহে অবস্থিত নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (অবসায়নাধীন)-এর মালিকানাধীন **অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি বিক্রি করা হবে।** ই-অকশন **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে', 'সেখানে যাই থাকুক না কেন' এবং 'বিনা আশ্রয়ে'**-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home অথবা www.baanknet.com**-এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী এই বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির সাধারণ বিবরণ

লট-১	লট-২	লট-৩	লট-৪	লট-৫
স্যাম্ভভিক হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগ মডেল-ভিটিচ২০), মেশিন ক্রমিক নং ১১৩০২৫৯৪৮-১, ইঞ্জিনের প্রস্তুতকারক-মার্সিডিজ বেঞ্জ, বছর- ২০১৩ **অবস্থান- কোয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	রিগ মডেল-ভি১৮২০, স্যান্ডভিক হাইড্রোলিক ড্রিলিং মেশিন ক্রমিক নং-৪১৪ভি৩৯৩০৩-১, ইঞ্জিনের প্রস্তুতকারক-মার্সিডিজ বেঞ্জ, বছর- ২০১৫ **অবস্থান- কোয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	(জ্যাক্সিস৪৫০এইচ), টাটা হিটাচি, এক্সক্যাভেটর মেশিন ক্রমিক নং-০১৬জে-০০০৫১১, বছর- ২০১৩ **অবস্থান- কোয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	(জ্যাক্সিস২২০ এলসিএম), টাটা হিটাচি, এক্সক্যাভেটর মেশিন ক্রমিক নং-THEDCOLO C০০০০০১৪১, বছর- ২০১৫ **অবস্থান- রাজতাল, মিজোরাম**	বি১৮০ডি কাসোগ্রান্ডে, শুইং স্টোর ব্যাচিং প্ল্যান্ট এবং মাহিন্দ্রা ডাম্পার। **অবস্থানসমূহ- সিদ্ধি আশ্রম এবং কালাছড়া, ত্রিপুরা**
সংরক্ষিত মূল্য:	**সংরক্ষিত মূল্য:**	**সংরক্ষিত মূল্য:**	**সংরক্ষিত মূল্য:**	**সংরক্ষিত মূল্য:**
₹ ৪৮,৫৪,৯৬৯.০০	₹ ৫২,৯৮,০০৮.০০	₹ ১১,৩২,৬৫৩.০০	₹ ৭,৫৫,৯২৭.০০	₹ ৩২,৮১,৬৪৯.০০
বায়নাজমা (ইএমডি): ₹ ৪,৮৫,৪৯৬.০০	**বায়নাজমা (ইএমডি):** ₹ ৫,২৯,৮০০.০০	**বায়নাজমা (ইএমডি):** ₹ ১,১৩,২৬৫.০০	**বায়নাজমা (ইএমডি):** ₹ ৭৫,৫৯২.০০	**বায়নাজমা (ইএমডি):** ₹ ৩,২৮,১৬৪.০০
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:**	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:**	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:**	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:**
₹ ১,০০,০০০.০০	₹ ১,০০,০০০.০০	₹ ১,০০,০০০.০০	₹ ৭০,০০০.০০	₹ ১,০০,০০০.০০
বিবরণ	**প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য বিডার দ্বারা প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা ও আন্ডারটেকিং, ঘোষণাপত্র ইত্যাদির মতো যোগ্যতার নথিপত্র জমা দেওয়া:**	**পরিদর্শনের সময়কাল**	**ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:**	**ই-নিলামের তারিখ ও সময়:**
সময়সীমা	১০.১১.২০২৬ থেকে ২৬.১১.২০২৬ তারিখ	১০.১১.২০২৬ থেকে ২৬.১১.২০২৬ তারিখ	২৬.১১.২০২৬ তারিখ (রাত ১১টা পর্যন্ত)	২৮.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত

ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য দ্রষ্টব্য:
এই বিজ্ঞপ্তিটি অকশন প্রসেস মেমোরেন্ডামের তৎসহ পড়া হবে যেখানে সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন বিড-ফর্ম, ঘোষণাপত্র ও আন্ডারটেকিং ফর্ম, ই-অকশনের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা **www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে অথবা +৯১ ৯৮৬৪০৫০২৪৯ নম্বরে লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা **liquidator.nayak@gmail.com**-এ ই-মেল করে সংগ্রহ করা যেতে পারে।
সফল বিডারকে প্রযোজ্য হারে বিডের পরিমাণের সাথে অতিরিক্ত জিএসটি প্রদান করতে হবে।

স্বা
সুধা শর্মা, লিকুইডেটর –
নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
তারিখ: ১০.১১.২০২৬
স্থান: গুয়াহাটি
রেজি নং: আইবিবিআই/আইপিএ-০০২/আইপি-এন০১২৫১/২০২২-২০২৩/১৪২৬৬

ফর্ম নং: এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন সিপি (সিএএ) নং: ১০২/কেবি/২০২৬
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন সিএ (সিএএ) নং: ৯৫/কেবি/২০২৬

বিষয়:
১. **পরাগ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস এন-৮১৩, ফ্লোর ৮, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ, কলকাতা-৭০০০০১;
২. **এমজিএ লাইফস্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস এন-৮১৩, ফ্লোর ৮, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ, কলকাতা-৭০০০০১;
... পিটিশনারগণ

পিটিশনের নোটিস

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ২৩২ নং ধারাধীনে **পরাগ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান-AAECP5130D) (এখানে পরে ''ট্রান্সফেরর কোম্পানি'' হিসাবে উল্লিখিত)**-এর সঙ্গে **এমজিএ লাইফস্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান: AAGCM5268B) (এখানে পরে ''ট্রান্সফেরি কোম্পানি'' হিসাবে উল্লিখিত)**-এর সংযুক্তিকরণ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য রাধিকা পাতোদিয়া, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর অংশীদার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টস, ১৬, স্ট্রান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ফিফথ ফ্লোর, রুম নং এন-৫০৩, কলকাতা-৭০০০০১ এর তরফে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল। মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' বোর্ড ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চ **২ নভেম্বর, ২০২৬** তারিখের আদেশ মোতাবেক যা পোর্টালে ৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছিল উক্ত পিটিশনটি মহামান্য বেঞ্চে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে চূড়ান্ত শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
উক্ত পিটিশনে কোনও ব্যক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা বিবৃত করে তাঁর অথবা তাঁর অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর সমেত নোটিস এই পিটিশনারগণের প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টের কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দু'দিন আগে পিটিশনারগণের প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টের কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ: ০৯.১১.২০২৬ (স্বাঃ-)
স্থান: কলকাতা **রাধিকা পাতোদিয়া অংশীদার,**
মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টস
১৬, স্ট্রান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ফিফথ ফ্লোর, রুম নং এন-৫০৩, কলকাতা-৭০০০০১

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI — Bank of India — Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
লিন্ডসে স্ট্রিট শাখা
৮, লিন্ডসে স্ট্রিট, নিউ মার্কেট এরিয়া, ধর্মতলা, কলকাতা-৭০০০৮৭
বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস

ক্রম নং	লকার ধারকের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকার ভাড়া (₹)	প্রেরিত নোটিস সম্পর্কিত তথ্য	যে তারিখ থেকে বকেয়া
১	**রাগিনী দুরাই পিটচু আইয়ার আপ্পা দুরাই লকার নম্বর : ০০০৩৪৭**	রাজহংস বিল্ডিং, ১সি ফ্ল্যাট নং ৬, হেস্টিংস, পার্ক স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা, পিন-৭০০০২৭	₹১৪১৬০.০০	১৮.০৬.২০২৪, ২৫.১১.২০২৪, ০৬.০৩.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৬ **চূড়ান্ত নোটিস: ০৩.১১.২০২৬**	২০.০৮.২০২৩
২	**জানকি ডি আদবানি লকার নম্বর : ০০০৯৩৪**	৩৬ ওল্ড বালিগঞ্জ লেন, ফার্স্ট লেন, কলকাতা, পিন-৭০০০১৯	₹৩৫৪০.০০	১৮.০৬.২০২৪, ০৬.০৩.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৬ **চূড়ান্ত নোটিস: ০৩.১১.২০২৬**	০৩.০১.২০২২
৩	**অনিল কুমার সাহা লকার নম্বর : ০০০৫৯৮**	২ গঙ্গাধর বাবু লেন, কলকাতা, পিন-৭০০০১২	₹৯৪৪০.০০	২৫.১১.২০২৪, ০৬.০৩.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৬ **চূড়ান্ত নোটিস: ০৩.১১.২০২৬**	০৩.০৩.২০২৩
৪	**শালিনী গুপ্তা লকার নম্বর: ০০০১৮৮**	১৭/১/জি, আলিপুর রোড, কলকাতা, পিন-৭০০০১৯	₹১৪১৬০.০০	১৭.০৬.২০২৩, ২৩.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৬ **চূড়ান্ত নোটিস: ০৩.১১.২০২৬**	২৯.০৫.২০২১
৫	**অনিতা কে মহান্তি লকার নম্বর : ০০১২৬৬**	৩ সদর স্ট্রিট সুট নং : ই অ্যান্ড এফ, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৬	₹৭০৮০.০০	১৮.০৬.২০২৪, ২৫.১১.২০২৪, ০৬.০৩.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৬ **চূড়ান্ত নোটিস: ০৩.১১.২০২৬**	২১.০১.২০২৪

উপরিলিখিত লকার ধারকগণ তাঁদের লকারগুলি **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, লিন্ডসে স্ট্রিট** শাখায় পরিচালনা করছেন। ওপরের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য আমরা বিবিধ বার্তা পাঠিয়েছি। অবশ্য, বিবিধ অনুস্মারক প্রেরণ সত্ত্বেও উক্ত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়া হয়নি। এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ওপরের টেবিলে উল্লিখিত বকেয়া লকার ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত লকার ধারকের প্রতি পুনরায় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বকেয়া লকার ভাড়া আদায় না দেওয়া হলে এই ব্যাঙ্ক নির্ধারিত বিধি/ খোলার পদ্ধতি অনুসরণে ব্যাঙ্কের বিধি ও প্রযোজ্য নির্দেশিকা মেনে উক্ত লকারগুলি খুলে ফেলবে, যার ঝুঁকি ও দায় পুরোপুরি লকার ভাড়াগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরেই বর্তাবে।
তারিখ: ১০.১১.২০২৬ সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
স্থান: কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI — Bank of India — Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বউবাজার শাখা
১৬৭সি বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২
বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস

ক্রম নং	লকার ধারকের নাম	ঠিকানা	জিএসটি ছাড়া বকেয়া লকার ভাড়া	প্রেরিত নোটিস সম্পর্কিত তথ্য	যে তারিখ থেকে বকেয়া
১	**সুনীল কুমার মণ্ডল লকার নম্বর ১০৯৮ লকার টাইপ-এ**	৬/১/১ বেলেঘাটা মেন রোড, কোল-৮৫	₹৫৭০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	১৯.০৭.২০২৩
২	**মহন্ত লাল প্রধান লকার নম্বর ১৮২২ লকার টাইপ-সি**	৩৪এ/১ অবিনাশ শাসমল লেন, কোল-১০	₹৬০০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	২০.০৭.২০২৩
৩	**অঞ্জনা বসাক লকার নম্বর ৪৬৪ লকার টাইপ-বি**	১০৬/১ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, কোল-৫৫	₹৭৬০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	২০.০৮.২০২৩
৪	**সুজাতা দত্ত লকার নম্বর ১৭৬১ লকার টাইপ-এ**	বিই/২১ দেশবন্ধু নগর বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর, কোল-৫৯	₹৬০০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	২৫.০৮.২০২৩
৫	**জীতেন্দ্র নাথ বোস লকার নম্বর ২৯১৮ লকার টাইপ-ডি**	২৬/৮ বি এম জি রোড, রাজা রামমোহন সরণি, কোল-৯	₹১২০০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	২৭.০৯.২০২৩
৬	**বিমানেশ দত্ত লকার নম্বর ১২১০ লকার টাইপ-বি**	২৯, সুরি লেন, কোল-১৪	₹৭৬০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	০১.১০.২০২৩
৭	**জয়ন্তী সিনহা লকার নম্বর ১৪০৯ লকার টাইপ-এ**	৪৯সি গোবিন্দপুর রোড, গোলপার্ক কো অপ হাউজিং সোসাইটি, ১৩ ২ এ২ কোল-৪৫	₹৫৭০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	০৮.১০.২০২৩
৮	**শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জি লকার নম্বর ৪৯০৬ লকার টাইপ-সি**	প্লট নং ৪৬, দমদম পার্ক, লেক টাউন, কোল-৫৫	₹৯০০০/-	১০.০৬.২০২৫ ১৬.০৭.২০২৫ ১৯.০৮.২০২৫ ০৪.১১.২০২৫	১২.১১.২০২৩

উপরিলিখিত লকার ধারকগণ তাঁদের লকারগুলি **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বউবাজার শাখায়** পরিচালনা করছেন। ওপরের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য আমরা বিবিধ বার্তা পাঠিয়েছি। অবশ্য, বিবিধ অনুস্মারক প্রেরণ সত্ত্বেও উক্ত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়া হয়নি। এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ওপরের টেবিলে উল্লিখিত বকেয়া লকার ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত লকার ধারকের প্রতি পুনরায় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বকেয়া লকার ভাড়া আদায় না দেওয়া হলে এই ব্যাঙ্ক নির্ধারিত বিধি/ খোলার পদ্ধতি অনুসরণে ব্যাঙ্কের বিধি ও প্রযোজ্য নির্দেশিকা মেনে উক্ত লকারগুলি খুলে ফেলবে, যার ঝুঁকি ও দায় পুরোপুরি লকার ভাড়াগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরেই বর্তাবে।
তারিখ: ১০.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ন ওবরসীজ বৈঙ্ক — Indian Overseas Bank — Good people to grow with
আপকী প্রগতি কা সচ্চা সাথী

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ; নং ৯, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ফার্স্ট ফ্লোর, চৌরঙ্গি, কলকাতা-৭০০০৭২। ফোন ৮৯২৫৯৫১৯৯৬, ই-মেল: iob1996@iob.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com (পরিষেবা প্রদানকারীর ই নিলামের ওয়েব পোর্টাল)** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা :
(১) মেসার্স এসিই মার্কেটিং সার্ভিস (ঋণগ্রহীতা)
৭/টি, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
২) মিসেস রানি গান্ধী
প্রয়াত গীতশ্রী বোসের আইনি উত্তরাধিকারী (প্রয়াত বন্ধকদাতা/জামিনদার),
ফ্ল্যাট নং ১সি, প্রেমিসেস নং ৯/৮সি, মূর অ্যাভিনিউ, থানা রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০
৩) মিসেস রানি গান্ধী,
**প্রয়াত গীতশ্রী বোসের আইনি উ



গৌরীপুর ফ্রেন্ডস ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের ৫৯ বছরের কালীপুজো।



কৃষ্ণপুর মিলন সমিতির ১৬তম বর্ষের শ্যামাপুজো।



বারাসতের শিমুলতলার শ্রীকৃষ্ণপুর সাংস্কৃতিক চক্রের মণ্ডপে উপচে-পড়া ভিড়। রবিবার রাতে। ছবি: প্রতিবেদক

বারাসতের শিমুলতলার মণ্ডপে জনসমুদ্র

সোহম সেনগুপ্ত

বাইরে কালো আবরণে মোড়া রহস্যময় কাঠামো। ভেতরে জলকণার স্বাভাবিক শব্দ, বিশাল পর্দায় শিবের নৃত্য আর আলো-শব্দের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। অভিনব এই অভিজ্ঞতার টানে কালীপুজোর দিন থেকেই বারাসতের শিমুলতলার শ্রীকৃষ্ণপুর সাংস্কৃতিক চক্রের মণ্ডপে উপচে পড়ছে লাখো মানুষের ভিড়। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে কোটি টাকার এই পুজোকে ঘিরে কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নিয়েছে গোটা এলাকা। ভিড় সামলাতে মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় ৪০০ পুলিশকর্মী। এই পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুবীর শীল বলেন, 'আমাদের পুজোর থিম 'অতল অনন্তম'। প্রখ্যাত শিল্পী ভবতোষ সুতারের পরিকল্পনায় জল, শব্দ, আলো ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে এই অভিনব মণ্ডপ। বাইরে থেকে সংযত কালো আবরণে মোড়া কাঠামো দেখে ভিতরের বিস্ময় অনুমান করা কঠিন। মণ্ডপে ঢুকলেই জলকণার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশাল পর্দায় ফুটে উঠছে শিবের নৃত্য। জলঘূর্ণি, মহাশূন্যের প্রতীকী উপস্থাপনা এবং বিশেষ সাউন্ড অর্কেস্ট্রা দর্শকদের অন্য জগতের অভিজ্ঞতা দিচ্ছে এখানে। দর্শনার্থীদের বিপুল সমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে উদ্যোক্তা ও প্রশাসন। চাঁপাডালি মোড়ের প্রবেশদ্বারের পাশাপাশি টাকি রোডের দিকেও গেট এবং বিভিন্ন জায়গায় ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মণ্ডপের ভিতরে একসঙ্গে কত দর্শনার্থীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে, তাও সঠিক ভাবে কার্যকর করা হয়েছে।



হাওড়া জেলার প্রাচীন ও সবচেয়ে বড় কালীমূর্তির পুজো। ৩০ ফুটের কালীপ্রতিমার এই পুজোর আয়োজক বালি নিশ্চিন্দা নেতাজি ব্যায়ামাগার ক্লাব। এবার পুজো ৭৩ বছরে। পুজোর উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের স্বামী আত্মাভূতানন্দ মহারাজ। একশো দুঃস্থকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। উদ্বোধনে ছিলেন ক্লাব সভাপতি প্রতাপচন্দ্র পাল, ক্লাব সম্পাদক লোকনাথ ঘোষ, কালীপুজো কমিটির তরফে কৃষ্ণ কংসবণিক, জগন্নাথ সরকার, রাজশেখর পাল এবং প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক-সহ বিশিষ্টরা।



বরানগরের গুপ্তভায়া পরিবারের কালীপুজো।

৭৪ বছরে 'আহিরীটোলা সর্বজনীন শ্রীশ্রী শক্তি পূজা সমিতি'র কালীপুজো। আয়োজক হর ঢোল লেন ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন।



নদিয়ার শিমুরালির সুতারগাছির চক্রবর্তী বাড়ির ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো এবার ৮০ বছরে।



ভবানীপুর অনির্বাণ ক্লাবের কালীপুজো। রাখাল মুখার্জি রোডে।



বেঙ্গালুরুর সমাজসেবী সংগঠন 'উত্তরণ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কালীপুজো। রয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

ছবি: তপন মুখার্জি, আজকাল

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

CIN: U67100MH2007PLC174759

রেজিস্টার্ড অফিস: এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই-৪০০০৯৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ৫ নং ধারাধীনে **২৭.০৩.২০২৫ তারিখের হস্তান্তর চুক্তি অনুসারে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (এখানে এর পরে 'প্রকৃত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত) নিম্নবর্ণিত আর্থিক পরিসম্পদগুলি **ইএআরসি ট্রাস্ট এসসি ৪৬৯**-এর ট্রাস্টিরূপে কার্যরত **এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড** (এখানে এর পরে 'ইএআরসি' হিসেবে উল্লিখিত)-এর অনুকূলে অর্পণ করেছে। উক্ত ভারার্পণের প্রেক্ষিতে ইএআরসি **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) দ্বারা গৃহীত আর্থিক সহায়তার প্রেক্ষিতে সম্পর্কিত জামিনস্বার্থ, গ্যারান্টি, বন্ধকি সমেত উক্ত আর্থিক পরিসম্পদের ওপর এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর যাবতীয় অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ ইএআরসি-র ওপর অর্পিত হয়েছে এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইএআরসি তার অধিকার প্রয়োগ করছে।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত **১৫ দিনের** এই নোটিস দেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইএআরসি-র পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক ('এও') দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি সম্পত্তির পাশে এর সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-নিলাম হতে চলা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ তথ্য:

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	ট্রাস্টের নাম	০৯.১১.২০২৬ অনুযায়ী মোট বকেয়া	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা বা ইএমডি (₹)	নিলামের তারিখ ও সময়	দখলের প্রকৃতি
১	'৪৭১৩০৮৯২৩, '৪৭০৯৩ ৩৩৬৬ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড	মিঃ সিকান্দার রায়	ইএআরসি-ট্রাস্ট-এসসি-৪৬৯	₹২৪,৫২,৯৫০.৫৬	₹৫,০০,০০০/-	₹৫০,০০০/-	২৭.১১.২০২৬ বিকেল ৪.৩০	বাস্তবিক

সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তিটি হল আনুমানিক ২.৫ কাঠা পরিমাপের একটি জমির প্লট যা জে এল নং-৭৯, খতিয়ান নং-২৫৫, ২৫৬, দাগ নং-২৭৪, পোঃঅঃ- কল্যাণী, ডেঙ্গাপাড়া, বিজয়নগর, নদিয়া-৭৪১২৪৫-এ অবস্থিত তৎসহ এর ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত নির্মাণ।

	নিলাম প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:	
১	ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) 'EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED- EMD ACCOUNT'-এর অনুকূলে ও 'Mumbai'-তে প্রদেয় হতে হবে	
২	আরটিজিএস-এর মাধ্যমে ইএমডি আদায় দেওয়া যাবে এখানে: **অ্যাকাউন্টের নাম:** 'EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED-EMD ACCOUNT', **অ্যাকাউন্ট নং:** 000405158602; **ব্যাঙ্কের নাম:** ICICI BANK; **আইএফএস কোড:** ICIC0000004	
৩	**ইএমডি জমার শেষ তারিখ**	নিলামের ১ দিন আগে পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে
৪	**বিড জমার স্থান**	১ম ফ্লোর (দ্বিতীয় তল), এডেলওয়েইস হাউস, সিএসটি রোডের ওপর, কলিনা, মুম্বই-৪০০০৯৮
৫	**নিলামের স্থান (নিলামের ওয়েবসাইট)**	ই-নিলাম (https://auction.edelweissarc.in)
৬	যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য	টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ২৬৬ ৬৫৪০,
৭	**সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়**	আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক ইএআরসি-র ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **https://auction.edelweissarc.in**-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন

তারিখ: ১০.১১.২০২৬, স্থান: কলকাতা — স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক, এডেলওয়েইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

Edelweiss Asset Reconstruction

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('উক্ত রুলসমূহ')-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) ('উক্ত অ্যাক্ট')-এর ১৩(১২) ধারার সংস্থানাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টিরূপে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচের টেবিলে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে 'যেখানে আছে, যেমন আছে ও যা কিছু আছে' ভিত্তিতে এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর / ট্রাস্টের নাম / ব্যাঙ্কের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১)	**ঋণগ্রহীতা:** মানস বেরা **সহ-ঋণগ্রহীতা:** মনোজ কুমার বেরা	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **20002500000156 এবং 20002500000162** এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹৩৫,৪২,৫১৩.১১ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র), ১৫.০১.২০২৫** অনুযায়ী, তৎসহ ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে এর ওপর ১৬.০১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১৫.০১.২০২৫	প্রতীকী ৫ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ফার্স্ট ফ্লোরে, ফ্ল্যাট নং এসসি/০১ (পিছন দিক), উক্ত নবনির্মিত জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ে যার মধ্যে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ কিচেন কাম ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, যা কমবেশি ৩ কাঠা পরিমাপের জমির উপর স্থিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রামভদ্রবাটী, জে এল নং ০৭, আর এস নং ৪৩, তৌজি নং ২২৩, আর এস খতিয়ান নং ২৩, আর এস দাগ নং ৩১৩, এল আর দাগ নং ১৭২৩, হোল্ডিং নং ৯৭, নবপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, পানিহাটি পুরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এ ডি এস আর ব্যারাকপুর (বর্তমানে সোদপুর)-এর এক্তিয়ারাধীন। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব- দলিল অনুযায়ী; পশ্চিম- দলিল অনুযায়ী; উত্তর- দলিল অনুযায়ী; দক্ষিণ- দলিল অনুযায়ী।

এবং

নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ৪২০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ফার্স্ট ফ্লোরে, ফ্ল্যাট নং এসসি/০২ (পিছন দিক), উক্ত নবনির্মিত জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ে যার মধ্যে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ কিচেন কাম ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, যা ৩ কাঠা পরিমাপের জমির উপর স্থিত (যার উপর ৫৩৬ বর্গফুট পাকা এবং ২৯২ বর্গফুট আধা-পাকা বিল্ডিং রয়েছে), যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রামভদ্রবাটী, জে এল নং ০৭, আর এস নং ৪৩, তৌজি নং ২২৩, আর এস খতিয়ান নং ২৩, আর এস দাগ নং ৩১৩, এল আর দাগ নং ১৭২৩, হোল্ডিং নং ৯৭, নবপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, পানিহাটি পুরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এ ডি এস আর ব্যারাকপুর (বর্তমানে সোদপুর)-এর এক্তিয়ারাধীন। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব- দলিল অনুযায়ী; পশ্চিম- দলিল অনুযায়ী; উত্তর- দলিল অনুযায়ী; দক্ষিণ- দলিল অনুযায়ী।

২)	**ঋণগ্রহীতা:** তুহিন মণ্ডল **সহ-ঋণগ্রহীতা:** সুনন্দা সাহা	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **71190000007218** এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড	**₹১০,০৮,৬২৫.৮৮ (দশ লক্ষ আট হাজার ছশো পঁচিশ টাকা এবং অষ্টাশি পয়সা মাত্র), ১৮.০৭.২০২৫** অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ১৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ৫ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা তৎসহ তার ওপর স্থিত কাঠামো, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বাঁলটিকুরি, জে এল নং ০১, আর এস খতিয়ান নং ২৮১, এল আর খতিয়ান নং ৯৮৬১, দাগ নং ৩৫৩২ এবং ৩৫৩৫, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫০-এর মধ্যে, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৬ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; দক্ষিণ- দাগ নং ৩৫৩২ এবং ৩৫৩৫-এর উপর সম্পত্তি; পূর্ব- দাগ নং ৩৫৩২-এর উপর সম্পত্তি; পশ্চিম- দাগ নং ৩৫৩২-এর উপর সম্পত্তি।

৩)	**ঋণগ্রহীতা:** বিপুল দত্ত রায় **সহ-ঋণগ্রহীতা:** মৌসুমী দত্ত রায়	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **19400041899** এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮ পিরামল ফিনান্স	**₹৫৫,৮৬,৪৪৯.৬২ (পঞ্চান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং ষাষট্টি পয়সা মাত্র),** ০৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৫.১১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৪.১১.২০২৫	প্রতীকী ৫ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ৭৯১ বর্গফুট, মোজাইক উত্তর-পশ্চিম দিকের ফোর্থ ফ্লোরে, যার মধ্যে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ সংলগ্ন ব্যালকনি, উক্ত বিল্ডিংটি 'ঋষি অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৩৯, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, ওয়ার্ড নং ০৫ (নতুন ০৭), সাউথ দমদম পুরসভার এক্তিয়ারাধীন, মৌজা- দমদম হাউস, আর এস নং ২৩৭, জে এল নং ১৯, তৌজি নং ১০৭০/২৮৩৪, দাগ নং ১, খতিয়ান নং ১৭৯, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০২৮, তৎসহ এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ইজমেন্ট স্বত্ব এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর- দলিল অনুযায়ী; দক্ষিণ- দলিল অনুযায়ী; পূর্ব- দলিল অনুযায়ী; পশ্চিম- দলিল অনুযায়ী।

৪)	**ঋণগ্রহীতা:** গায়ত্রী দেবী সাউ **সহ-ঋণগ্রহীতা:** মুন্না সাউ	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **13700006428** এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮ পিরামল ফিনান্স	**₹১২,৯৭,৮৩৯.১০ (বারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র),** ০৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৫.১১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৪.১১.২০২৫	প্রতীকী ৫ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫০২-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, পরিমাপ কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যার মধ্যে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, লিফট সুবিধা সহ পঞ্চম তলায়, এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সমস্ত সাধারণ এলাকা, চলাচলের পরিসর, সুযোগ-সুবিধা এবং এর সাথে সংযুক্ত আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ, যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ৩৭/১ (পুরানো হোল্ডিং নং ৩৭), ভোটবাগান লেন, ঘুসুড়ি, থানা- মালীপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ০১, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা- হাওড়া, এ ডি এস আর ও- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- আকাশ উন্মুক্ত; দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ৫০১; পূর্ব- আকাশ উন্মুক্ত; পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং ৫০৩ এবং সিঁড়ি।

৫)	**ঋণগ্রহীতা:** রিঙ্কু দেবী সাউ	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **194CAL02837** এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮ পিরামল ফিনান্স	**₹৬০,৯৫,২৫৯.৭২ (ষাট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুশো উনষাট টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র),** ০৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৫.১১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৪.১১.২০২৫	প্রতীকী ৫ নভেম্বর, ২০২৬

সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, একটি বহুতল বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে, পরিমাপ কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যার মধ্যে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১ ব্যালকনি, তৎসহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত, অবিভাজ্য এবং অখণ্ড অংশ এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৩এফ, রানী দেবেন্দ্র বালা রোড, থানা- চিৎপুর, ওয়ার্ড নং ০৪, কলকাতা-৭০০০০২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্তিয়ারাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- দলিল অনুযায়ী; দক্ষিণ- দলিল অনুযায়ী; পূর্ব- দলিল অনুযায়ী; পশ্চিম- দলিল অনুযায়ী।

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি এআরসিআইএল-এর আইনি দখলে রয়েছে এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এআরসিআইএল-এর আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) বা কোনও ব্যক্তি, এই নোটিস প্রাপ্তির পরে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও লেনদেনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে বা দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি-সহ ওপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে এআরসিআইএল-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্বাঃ-
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
[ট্রাস্টির ক্ষমতাবলে]

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.১১.২০২৬

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: U65999MH2002PLC134884; ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in
রেজিস্টার্ড অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০২৮। ফোন: +৯১ ২২ ৬৬৫৮ ১৩০০
শাখার ঠিকানা: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: ০৩৩-৪৮২২ ৬৬০৮

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩ (১)(এ) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ নং ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/২৮৬/২০২৬

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫ সাব-রুল (২এ)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৭৩৩৮

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
কমলেশ ভৌমিক
প্রোপাইটর অফ মেসার্স কে বি এন্টারপ্রাইজ
প্রতি,
১) কমলেশ ভৌমিক
প্রোপাইটর অফ মেসার্স কে বি এন্টারপ্রাইজ, পাবনা কলোনি, পোঃঅঃ- চাকদহ, থানা- চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২
২) মিঃ কমলেশ ভৌমিক
পিতা- অমরেশ ভৌমিক, চাকদহ, নদিয়া, চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২
৩) মিঃ অমরেশ চন্দ্র ভৌমিক
পাবনা কলোনি, তেঁতুলতলা, পোঃঅঃ- চাকদহ, থানা- চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২
৪) মিসেস অসীমা ভৌমিক
স্বামী- অমরেশ চন্দ্র ভৌমিক, পাবনা কলোনি, তেঁতুলতলা, পোঃঅঃ- চাকদহ, থানা- চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২
৫) মিস লিপিকা সরকার
প্রযত্নে- ভবেশ চন্দ্র সরকার, পাবনা কলোনি, থানা- চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ০৪.০৮.২০২৬ তারিখে ওএ/২৮৬/২০২৬ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল **₹১০৫৫৩২৫৭.৪৩/-** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি-সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে

বিজ্ঞপ্তি

LEGAL NOTICE

This is to notify to all concerned that one of our clients intend to purchase the land situated and lying at Mouza - Katabele, J.L. No. 89, Police Station previously Chakdaha and presently Kalyani, District Nadia, Pin -741245, comprised in R.S. and L.R. Dag No. 166 under L.R. Khatian Nos. 299, 300, 302, 1519, 1520 and 1521 from Sahadeb Debnath, Bishnupada Debnath and Nityananda Debnath who are claiming to be the lawful owner of the said land and properties. If, any person/persons, bank or financial institution have any right, title, interest and/or claim in respect of the said lands or any part thereof are hereby requested to lodge his/ their claim or objection alongwith supporting documents to that effect to the undersigned within a period of a fortnight from the date of publication of this notice, failing which, it will presumed that the said lands are free from all encumbrances. After expiry of the said period no claim shall be entertained and our client shall proceed to execute and register the necessary deed of conveyances in respect of the said lands without any further notice.

Dated this day of October, 2026.

Sd/-
K. N. JANA, ADVOCATE
FOR
KNJ & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants
7, Old Post Office Street, 2nd Floor, Room No. 27, Kolkata-700001.

নাম পদবি পরিবর্তন

- আমি আরুণ রায় তাং 08-10-2026 হাওড়া কোর্টের এফিডেভিট বলে অরুণ কুমার রায় হয়েছি।
- আমি Madhurima Sarkar Saha W/O - Sudip Sarkar D/O - Late Swapan Kumar Saha, বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল Madhurima Saha এবং বিবাহের পরে আমার নাম হয় Madhurima Sarkar Saha ও আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট এ আমার নাম Madhurima (Saha) Sarkar রেকর্ড আছে এর পরিবর্তে Madhurima Sarkar Saha হইবে, এবং কন্যার বার্থসার্টিফিকেটে আমার নাম Madhurima Sarkar রেকর্ড আছে এর পরিবর্তে Madhurima Sarkar Saha হইবে গত ০৩/১০/২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (নং -২৯৬) দ্বারা আমি ইহা ঘোষণা করা হইলো।
- আমি, Anuwara Sk, স্বামী Sk Amirul Haque, পুত্র - Sk. Aman, ভুলবশত: আঁধারকার্ডেনং 507165446387, আমার পুত্রেরনাম Shaikh Aman Haque s/o, Shaikh Amirul Haque and mother Anuwara Begum হইয়াছে। 15/09/2026 শিয়ালদহ ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিটনং 19541বলে পুত্র আঁধারকার্ডে Sk. Aman হইল। Sk. Aman s/o, Sk Amirul Haque and Shaikh Aman Haque, s/o Shaikh Amirul Haque একইব্যক্তি হইল।
- আমি, Saiful Ali, পিতা Hidayet Ali, গ্রাম Tajpur পোঃ Ragpur, থানা Arambagh, জেলা Hooghly, পিন 712415। আমার কন্যা Parvina Khatun -এর বার্থসার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম Sk Saiful রয়েছে। গত 03.11.2026তারিখের আরামবাগ ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকোর্টের এফিডেভিটনং 7700 বলে উপরোক্ত ঠিকানার Parvina Khatun, পিতা Saiful Ali ও Parvina Khatun, পিতা Sk Saiful এক ও অভিন্নব্যক্তি।
- আমি, Saiful Ali, পিতা Hidayet Ali, গ্রাম Tajpur পোঃ Ragpur, থানা Arambagh, জেলা Hooghly, পিন 712415। আমার কন্যা Salma Khatoon -এর বার্থসার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম Sk Saiful Islam ও আমার কন্যারনাম Mst. Salma Khatoon রয়েছে। গত 03.11.2026তারিখের আরামবাগ ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকোর্টের এফিডেভিটনং 7701 বলে উপরোক্ত ঠিকানার Salma Khatoon, পিতা Saiful Ali ও Mst. Salma Khatoon, পিতা Sk Saiful Islam এক ও অভিন্নব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, **Madhabilata Chanda,** স্বামী পল্লব দত্ত, কন্যা রমেন্দ্র চন্দ, ৩৯ সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ, ফ্ল্যাট-১বি, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫-এ বসবাসকারী, আমার নাম পরিবর্তন করে **Madhabilata Dutta** রেখেছি, যা আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর মাননীয় ১ম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর সমীপে ০১.০৪.২০২৬ তারিখের ৩০৬৪৩ নং এফিডেভিট বলে ঘোষিত। **Madhabilata Chanda, Madhabilata Chanda (Dutta)** এবং **Madhabilata Dutta** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NOTICE

It is hear by declared to the public in general that the original title Deed being no. 00026, Registered in the Book no. I, Volume no. 01, pages from 145 – 148, dated 03.01.1985 registered at ADSR BARASAT, which is lying in the name of one **RAMENDRA CHANDRA ROY (Since Deceased)**, S/o Lt. Ram Kumar Roy, of R.592/F, New Queater Kolkata Airport, Kolkata- 52, Dist. 24 Pgs.(N), in respect of the property under Mouza -MOLLA PARA, JL no. 76, Dag no. 49, Khatian no. 115, has been lost and lodge a GDE being no. 635, dated 09.10.2026. If anybody find the said deed of conveyance in that Case he or she be please to return the same making communication in the Mobile No. 6291807979.

Sd/- SUROJIT BANERJEE, Advocate

নাম পদবি পরিবর্তন



- আমি পরেশ নাথ শামমল পিতা - বলরাম শামমল, গ্রাম + পোঃ - পাতনদা, থানা - পাঁশকুড়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - 721139, ভুলবশতঃ আমার Sale Deed No - 6955 of 1984 তে আমার নাম খুদিরাম শাসমল, পিতা - বলরাম শামমল হয়েছে। 23/09/2026 মহামান্য জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণী পূর্ব মেদিনীপুর তমলুক কোর্টে এফিডেফিট নং - 18914 দ্বারা পরেশ নাথ শাসমল এবং খুদিরাম শাসমল, পিতা - বলরাম শাসমল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি, Noor Mohammad Mondal, পিতা- Dinmohammad Mondal, গ্রাম– Chingria, পোস্ট- Chowrashi, থানা- Deganga, জেলা- North 24 Parganas, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম Noor Mohammad Mondal, যা আমার আধার কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পুত্র Ruhul Amin-এর পরিচয়পত্র ও শিক্ষাগত শংসাপত্রগুলিতে ভুলবশত আমার নাম "Nur Mohammad Mondal" / "Nur Mohammad" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে "Noor Mohammad Mondal" হবে। আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত সকল নাম একই ব্যক্তি অর্থাৎ আমারই নাম নির্দেশ করে। এই মর্মে Affidavit No. 17,926, তারিখ 02/11/2026, 1st Class Judicial Magistrate, Barasat, North 24 Parganas-এর সম্মুখে শপথপূর্বক হলফনামা সম্পাদন করা হয়েছে।
- I, Sri Bishwanath Debnath, S/o- Late Jagat Paban Nath, residing at 108/1/1, Arabianda Road, P.O.-+ P. S.- New Barrackpore, Dist-North 24 Parganas, Pin-700131, declare that in my driving licence (WB23 20210015053) where in my name has been recorded as Biswanath Debnath. That Bishwanath Debnath, and Biswanath Debnath, both are the same and one identical person as per Affidavit executed in the Court of Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore North 24 Parganas, Dated 04/11/2026.
- আমার প্রকৃত নাম MEJARUL SEKH, S/O- AJIJUL SEKH. সাং- Vill- Uttar Samla, P.O- Raikhan, P.S- Haroa, Dist- North 24 Parganas. আমার পুত্র SK. AFRIDI র বার্থসার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত রেকর্ড হয়েছে SK. MEJARUL. কিন্তু প্রকৃত নাম MEJARUL SEKH গত 28/10/26 তারিখের Ld Judicial Magistrate 1st Class Barasat Court এর affidavit (No- 27107) বলে SK. MEJARUL, এবং MEJARUL SEKH Both are Same identical Person
- আমি MANASH BAIRAGI S/O- MUKUNDA BAIRAGI ঠিকানা– রাজেন্দ্র শিবির পোঃ– সেনডাঙ্গা, থানা– অশোকনগর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ পিন– 743272 পঃ বঃ। আমার আঁধার কার্ডে নাম আছে MANAS BAIRAGI গত 14.10.2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-21402) বলে আমার সঠিক নাম MANASH BAIRAGI হয়েছি। MANASH BAIRAGI ও MANAS BAIRAGI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি, ভানু গয়ালী বৈদ্য D/O গনেশ গয়ালী, ঠিকানা– শিমূলপুর, ঠাকুরনগর গাইঘাটা, উঃ ২৪ পরগনা গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বনগাঁ আদালতের বিজ্ঞ নোটারি পাবলিকের নিকট ভানু গয়াল বৈদ্য রূপে পরিচিত হইলাম।
- আমি, Sk Sirajul, পিতা Sk Billal, গ্রাম Sultanpur পোঃ Mayapur, থানা Arambagh, জেলা Hooghly, পিন 712413। আমার পুত্র Sk Habib Ali -এর বার্থসার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম Sk Sirajul Islam রয়েছে। গত 11.03.2026তারিখের আরামবাগ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকোর্টের এফিডেভিটনং 4431 বলে উপরোক্ত ঠিকানার Sk Sirajul, পিতা Sk Billal ও Sk Sirajul Islam, পিতা Sk Billal এক ও অভিন্নব্যক্তি।
- I, Dipanjana Mitra, W/O- Rama Prasad Dutta, residing at 345, B.B.D Road, P.O.- Bhadrakali, P.S.- Uttarpara, Dist-Hooghly, Pin-712232. In my daughter Piyasa Dutta's birth certificate my name has been recorded as Dipanjana Dutta. Now I shall henceforth be known as Dipanjana Mitra as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Serampore Hooghly Court vide affidavit no.22157 dated 06/11/2026. Dipanjana Dutta and Dipanjana Mitra both are the same and identical person.
- I, RINA DAS, W/o. SUBHAS DAS, 457/12-A, Mona Dutta Sarani, Deben Babu Road, Kanchrapara-743145, declare that Rina Das & Rina Rani Das are same person vide affidavit Dt.29-10-2026, Notary Barrackpore.

Govt. of West Bengal
Corrigendum Notice for Date and Time Extension

The Date and Time Extended for NIe-Q No: 06/WBSRDA/MALDA/2026-27 [1st Call] OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, MALDA DIVISION, Date- 22/10/2026, Sl. I & NIe-Q No: 07/WBSRDA/MALDA/2026-27 [1st Call] OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, MALDA DIVISION, Date-22/10/2026, Sl. I, up to 14.11.2026 at 11:00 hrs. All other details will be available on the website,-https://tenders.wb.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer
& HPIU,WBSRDA, Malda Division.



থাইল্যান্ডের উবন রাতচাতানিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক জুনিয়র অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অলিম্পিয়াড-এ পদক জয়ী ভারতীয় জুনিয়র দল। তারা ৫টি পদক জিতেছে। ১ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতায় ২৫টি দেশের ১০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে লড়াই হয়। ভারতীয় জুনিয়ররা দুটি স্বর্ণ পদক, দুটি রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। সোনা জিতেছে স্বরা স্রুজল প্যাটেল ও সিদ্ধার্থ লক্ষ্মীশা, রৌপ্য জিতেছে কৃষ ভাস্কর ও অর্ণা চ্যাপলট এবং ব্রোঞ্জ জিতেছে অক্ষরা গুলাব আম্বোন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৬৬/ইএমইউ, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ের ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৬৬/ইএমইউ। কাজের নাম ঃ** হাওড়া কারশেডে মাইক্রোপ্রসেসর-ভিত্তিক 'ডিসলভড্ গ্যাস অ্যানালাইজার', মডেল নং. সিএস ৫৭০০+এটি-এর মেরামত ও প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ বছর মেয়াদী বার্ষিক রক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,১৮,৮১,৩১ টাকা। টেন্ডারনথির মূল্য (টাঃ)ঃ** শূন্য। **বায়নারাশি (ই.এম.ডি.) ঃ** ১০,৪০০.০০ টাকা। **কাজ শেষ করার মেয়াদঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২৬.১১.২০২৬, দুপুর ১২.০০টা। **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস। **বিডিং পদ্ধতি ঃ** 'সিঙ্গল প্যাকেট' পদ্ধতি। টেন্ডারনথি এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের জন্য দরপত্র ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে উপরিলিখিত ওয়েবসাইটে দাখিল করতে হবে। এই দরপত্রের ক্ষেত্রে হাতে-হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না এবং দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে।

HWH-433/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, **টেন্ডার নং. এলএস_৫৮_ডব্লুসি_এমপি_ওটিআর_সিএএমসি_কে১৪৩**-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** 'অটোমেটিক টুল অফসেটিং' সিস্টেম মেরামত ও সফলভাবে চালুকরণ এবং পরবর্তীতে পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় হুইল শপ অ্যান্ড ক্যারেজ ওয়ার্কশপে স্থাপিত সিএনসি এটিএল মেশিন কে-১৪৩-এর সিএএমসি সম্পাদনের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে চুক্তি করা হবে। **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.১১.২০২৬ দুপুর ১২.০০টা। **বিজ্ঞপ্তিত মূল্যঃ** ২৯,৫০,০০০.০০ টাকা। **বায়নামূল্য (টাঃ) ঃ** ৫৯,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডারনথির মূল্য ঃ** শূন্য। **দরপ্রস্তাব দেওয়া শুরুঃ ঃ** ১৬.১১.২০২৬। **দরপ্রস্তাবের পদ্ধতি ঃ** 'সিঙ্গল প্যাকেট' পদ্ধতি। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১১.২০২৬ দুপুর ১৩.১৮ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৩০ দিন। **শেষ করার মেয়াদ ঃ** ৩৮ মাস। দরদাতারা শুধুমাত্র টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত দরপত্র জমা করতে পারবেন। এই দরপত্রের ক্ষেত্রে হাতে-হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না এবং এইরূপ প্রস্তাব জমা করলে তা অগ্রাহ্য করা হবে।

MISC-263/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিভি/ই/অ্যালটমেন্ট/জিএমইউ/ডিইএফ/২০১৯ তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪, শিয়ালদহ ডিভিশনে ১টি রেলওয়ে স্টেশনে (এ১ ক্যাটেগরি) 'মডিউলার ক্যাটারিং স্টল'-এর মাধ্যমে **জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)**-এর জন্য ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদী লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন। স্থানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। দরদাতারা কেবলমাত্র ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমেই ই-নিলামে অংশ নিতে পারবেন। লট-এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত মতোঃ **ক্রমিক নং. ঃ** ১; **ক্রম নং.ঃ** এএ/১; **লট নং. ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-জিএমইউ-২২০-২৬-২; **স্টেশন ঃ** শিয়ালদহ; **স্থান ঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী; **সংরক্ষিত শ্রেণী ঃ** অ-সংরক্ষিত এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত। **ইএমডি এবং নিরাপত্তা আমানত ঃ** চুক্তির সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য মোট লাইসেন্স ফী-এর (গৃহীত হার অনুযায়ী) ১০ শতাংশ (দশ শতাংশ) পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা আমানত হিসেবে গণ্য হবে। সফল দরদাতাদের ইএমডি (১০ শতাংশ) এই সিকিউরিটি ডিপোজিটের সঙ্গে সমন্বিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই নিরাপত্তা আমানত-এর অবশিষ্ট অংশ অনলাইনে জমা করতে হবে। **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ** ২৪.১১.২০২৬ দুপুর ১.০০টা।

SDAH-297/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৯১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (II), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়াম-এর কাছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ইরিগেশন/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিবন্ধিত এবং অনুরূপ প্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা ও আর্থিকভাবে সক্ষম দরদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে ঃ **(সিনি.ডিইএন/২/হাওড়া)। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নং. ২৯১_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ** ঃ হাওড়া ডিভিশন টিআরআর(পি)-৩৩.৪৭৩ টিকেএম লোকেশনঃ বালি-শক্তিগড় ঃ তয় লাইন ৯৩.৬১১ - ৯৪.৪৬৬ = ০.৮৫৫ কেএম, বালি-শক্তিগড় ঃ রিভার্স লাইন ৭১.৬৩৯-৭৩.০৪৫ = ১.৪০৬ কেএম, রিভার্স লাইন ৭৬.০০০ - ৭৭.৩০০=১.৩ কেএম, রিভার্স লাইন ৭৯.৩৪৯-৮১.০০০ = ১.৬৫১ কেএম, রিভার্স লাইন ৯৩.০০০-৯৩.৩১৪ = ০.৩১৪ কেএম আপ কর্ড ৭৭.২৮৪ - ৭৯.৪১৮ = ২.১৩৪ কেএম, শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ঃ ডাউন কর্ড ৯৬.২৫০ - ৯৭.৪০০ = ১.১৫ কেএম, আপ কর্ড ৯৫.২০০ - ১০৪.০০০ = ৮.৮ কেএম, ব্যাজেল-শক্তিগড় ঃ ডাউন ৯০.৮০০ - ৯১.২৫৫ = ০.৪৫৫ কেএম, রিভার্স ৯১.২৮৬ -৯৩.০২০ = ১.৭৩৪ কেএম, আপ ৯৪.৮০৮- ৯৫.২০০ = ০.৩৯২ কেএম, বর্দ্ধমান-খানা ঃ ডাউন১ ১০৬.৭৩০-১০৭.২০০ = ০.৪৭ কেএম, আপ২ ১০৬.৭৩০-১০৭.১০০ = ০.৩৭ কেএম, খানা-সাঁইথিয়া ঃ ডাউন ০.০০০ - ১.০০০ = ১ কেএম; শক্তিগড়-বর্দ্ধমান ঃ ডাউন ৯৯.৭৭১ - ১০৪.০০০ = ৪.২২৯ কেএম, ডাউন১ ১০৬.৫০০ - ১০৬.৭৩০ = ০.২৩ কেএম, ডাউন কর্ড ১০৬.৪৪০-১০৬.৫৫০ = ০.০৬ কেএম, আপ ৯৫.২০০-১০০.০১৭ = ৪.৮১৭ কেএম, আপ ১০২.৩২৪ - ১০৪.০০০ = ১.৬৭৬ কেএম, আপ ১০৬.৩০০-১০৬.৫০০ = ০.২ কেএম, আপ২ ১০৬.৫০০-১০৬.৭৩০ = ০.২৩ কেএম, টিবিআর-৪.২১৯ টিকেএম লোকেশনঃ বর্দ্ধমান-কাটোয়া ঃ এসএল ৫.৫০০-৫.৮৫০ = ০.৩৫০ কেএম, ৭.০৯৫-৭.২২৮ = ০.১৩৩ কেএম, ৭.২৫৮-৭.৪২৪ = ০.১৬৬ কেএম, ৭.৪৬৩ - ৭.৬৪৫ = ০.১৮২ কেএম; ৯.৩৯০-৯.৬৯০ = ০.৩০০ কেএম, ১১.৬৬৫-১১.৯৬০ = ০.২৯৫ কেএম, ১৪.১১৪-১৪.৩৯০ = ০.২৭৬ কেএম, ১৮.৫০০-১৮.৮৩০ = ০.৩৩০ কেএম, ২৫.১৬০-২৫.২৪০ = ০.০৮০ কেএম, ২৫.৬৬০-২৫.৭২৮ = ০.০৬৮ কেএম, খানা-সাঁইথিয়াঃ আপ ০.০৬০-১.০০০ = ০.৯৪০ কেএম, ২.০০০-২.৪০০ = ০.৪০০ কেএম, শক্তিগড়-বর্দ্ধমানঃ ডাউন কর্ড ১০৪.৪০০-১০৪.৪৫৭ = ০.০৫৭ কেএম, ডাউন ৯৯.৫৭৪-৯৯.৮৬০ = ০.২৮৬ কেএম, ১০৪.৪০৪-১০৪.৫০০ = ০.০৯৬ কেএম, আপ কর্ড ১০৪.৪০০-১০৪.৫০০ = ০.১০০ কেএম, আপ ১০৪.৪০০-১০৪.৫০০ = ০.১০০ কেএম, এইএন/বর্দ্ধমান, সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং অধীনে। **আনুমানিক মূল্য (টাঃ)ঃ** ৩,০২,৬৮,০৭৯.৯৫ টাকা; **বায়না মূল্য (টাঃ) ঃ** ৬,১৯,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাঃ)ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে কোনো কারণে ছুটি, বন্ধ বা ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ একই থাকবে; কারণ IREPS-এর ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পর আর কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার প্রক্রিয়াটি পরবর্তী কাজের দিন করা যাবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১১.২০২৬, দুপুর ২.০০টা। টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন উল্লিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেন। হাতে হাতে জমা দেওয়া প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-435/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/JNNURM-I/T-05/2026-27

Online two-part percentage-premium e-tender on turn-key basis is invited by the Executive Engineer (E/M)/JNNURM-I, E/M Sector, KMDA, 6th floor, Nimayan Bhawan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the agencies having successfully completed the work of 'Operation and Maintenance work of a Pumping Station and of a H.T. Sub Station not less than 984 m3 / hr capacity in Drinking Water Project using the Surface Water' in any Government / Govt. Undertaking/ Autonomous Bodies / Semi-Govt./ Statutory Bodies / Local Bodies, for the work. **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion.** Round the clock gardening, operation & minor maintenance of 2460 m3 / hr capacity Clear water Pumping station with sub- station at Bhagar, Titagarh (near rail gate no.09) under Titagarh Municipality for 34 months., Rs.67,34,894.68, Rs.1,34,698/- (Balanced amount to determine @2% of contract/ accepted amount is to be deposited before issuing of order), 34 calender months. **Date & time limit for submission of Tender:** 02.12.2026 upto 12:00 hrs.. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-730)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T19828(3)/2026

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমার মক্কেল শ্রীমতী কর্ণ সাহা, স্বামী শ্রী জয়দেব সাহা, মৌজা উদয়রাজপুর, জে.এল নং- ৪৩, দাগ দাগ নং- ৯৬১, খতিয়ান নং- ১২১১, সাবেক দাগ নং ৫৩৪, মোট ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাণ জমি, বারাসত সাব- রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধিত দলিল নং 1-3027 মূলে ক্রয় করেছেন। উক্ত জমির বিক্রেতা হলেন শ্রী পার্থপ্রতিম গুহ, পিতা শ্রী উমাকান্ত গুহ, ঠিকানা ৩, অনন্দমোহন বসু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৪। শ্রী পার্থপ্রতিম গুহ নিম্নলিখিত আমমোক্তারনামার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে উক্ত জমির স্বত্ব অর্জন করেছিলেন: ১। শ্রী অসীম কুয়ুর, পিতা- শ্রী মনোরঞ্জন কুয়ুর, ঠিকানা ৪, বাগবাজারো লেন, কলকাতা। ২। শ্রী প্রিয়দর্শী কুয়ুর, পিতা প্রয়াত শ্রী হরিধন কুয়ুর, ঠিকানা ১৪১/২ এ, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৩। উক্ত আমমোক্তারনামাটি ১৯৮৩ সালে কলকাতা সাব- রেজিস্ট্রি অফিস বুক নং IV, রেজিস্ট্রেশন নং ১৬৬৬ মূলে নিবন্ধিত হয়েছিল। এছাড়াও, ১৯৮৩ সালে শিয়ালদহ সাব- রেজিস্ট্রি অফিসে বুক নং IV, রেজিস্ট্রেশন নং ৮৪৫ মূলে অপর একটি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছিল। কর্তমনে আমার মক্কেল শ্রীমতী কর্ণ সাহা উক্ত জমির নাম জারির (Mutation) জন্য বারাসত-।। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের (B.L & L.R.O) কার্যালয়ে আবেদন করেছেন। উক্ত নামজারি মামলার নম্বর MN/2026/1503/265721 উক্ত জমির মালিকানা, স্বত্ব অথবা নামজারি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনও প্রকার আপত্তি বা দাবি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণসহ বারাসত-।। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের (B.L & L.R.O) কার্যালয়ে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, প্রয়োজন অধিন ও বিধি অনুসারে নামজারি সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে পারে। যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর: ৯৪৩৩৪৩৯৯৯০

Akbasali Mallik (Advocate), Barasat Judges's Court, North 24 Parganas

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
No. WBIW/SDO/MISD/e-NIT-02/26-27

Sub-Divisional Officer, Mundeswari Irrigation Sub-Division invites tenders for 03 (Three) nos. works from the eligible contractors having sufficient credentials for execution of work of similar nature. Bid submission Start Date 11.11.2026 from 10:00 hrs, Bid submission End Date 25.11.2026 at upto 16:00 hrs. Please visit https://wbtenders.gov.in Sd/- Sub-Divisional Officer, Mundeswari Irrigation Sub-Division, Champadanga, Hoohly.

ICA-T19832(1)/2026

নির্মাণ, সংস্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ সিওএন/এইচকিউ/২০২৬/ওসিটি/০২, তারিখ ঃ ০৫-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** সিই/সিওএন/কেকে/বিএলডি/২০২৬/০৩; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার-নুকুরিয়া এবং কাটিহার-কুমেদপুর ডিএল প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের ডেপুটি সিই/সিওএন/১/কাটিহার -এর অধীনে কাটিহারে বিদ্যমান নতুন ডেপুটি সিই/সিওএন/১/কাটিহার অফিসের উপরে অফিসার্স রেস্ট হাউসের (দ্বিতীয় তলা) নির্মাণ এবং পুরাতন ডেপুটি সিই/সিওএন/কাটিহার অফিসের সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৫,০২,৮২,১৩৭.২০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধ** হওয়ার তারিখ ও সময় **০২-১২-২০২৬** তারিখে **১৪:৩০** টায় এবং খোলার সময়ঃ **০২-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:৩০** টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কাটিহার প্রজেক্ট, মালিগাঁও
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়

তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি গ্রেপ্তার

জয়পুর ব্লকের একদা দাপুটে তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ইয়ামেন সেখকে একটি মারপিটের ঘটনায় একপক্ষকে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার তাকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন। ইয়ামেন অবশ্য বলেছেন, তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি ওই মারপিটের ঘটনায় কোনভাবে যুক্ত ছিলেন না। ২ নভেম্বর ওই থানার ভুরকুন্ডা গ্রামে বলিখাদানকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যাতে কয়েকজন আহত হন। ওই ঘটনায় একপক্ষকে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ইয়ামেনের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে জয়পুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

দীপাবলিতে লিলুয়ার বাজারে ভয়াবহ আগুন

দীপাবলির আনন্দের মাঝেই বড়সড় অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়। রবিবার রাতে লিলুয়ার পঞ্চাননতলা বাজারে হঠাৎই ভয়াবহ আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ছয়টি দোকান। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, দীপাবলির রাতে বাজি থেকেই এই আগুন লেগেছে। মোট ছয়টি দোকান ও তার আশপাশের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি খাবারের দোকানও ছিল। দমকলের চারটি গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় কোনও হতাহত বা জখমের খবর নেই। দোকানের পেছনের দিকে প্যান্ডেলের জিনিসপত্র, শুকনো বাঁশ-কাঠ এবং মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাস সিলিন্ডার আগেই সুরক্ষিত ভাবে সরিয়ে নেওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। উৎসবের রাতে এমন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

মকদুমপুর শাখা বি জি ৫৪, থানা: ইংলিশ বাজার, মালদা পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০৩, ই-মেল: vjmald@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার A অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৬(২) ও ৮(৬)/৯(১) এর সংস্থান দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) এর প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক যার দখল নিয়েছেন, তা নিচে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বকেয়া আদায়ের জন্য 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার(গণ)/সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি)/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-অকশনের তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. ইএমডি অর্থাঙ্ক ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	অস্থাবর সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**১. ইভা নার্সিং হোম,** গোদরাইল পল্লী, গৌড় কন্যা বাস স্ট্যান্ডের কাছে, মকদুমপুর, ইংলিশ বাজার, জেলা:-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩২১০৩ **২. শ্রী তাপস শিকদার,** পিতা- ক্ষিতীশ চন্দ্র শিকদার **৩. শ্রীমতী লক্ষ্মীরানী শিকদার (জামিনদার),** স্বামী-শ্রী তাপস শিকদার, ঠিকানা- রামকৃষ্ণ মিশন রোড, মিশন ঘাট, পোস্ট-মকদুমপুর, থানা- ইংলিশ বাজার, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নম্বর-০৮, বাড়ির নম্বর- ২৬/২৭(এ)	₹২,৬৭,৩৮,৭৪৪.৫২ ৩১.১০.২০২৬ থেকে সুদ এবং চার্জ	১৪.১২.২০২৬ সময়- দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ	₹৩,৭০,৩৭,০৩৪.০০/- ₹৩৭,০৩,৭০৩.৪০/- ₹৫০,০০০.০০/-	প্রতীকী	০৭.১২.২০২৬, দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক শ্রী দীপক কুমার মোবাইল: ৯৬৩১০০১১০০ (আগাম যোগাযোগের মাধ্যমে)

জানা দায় সহ (যদি থাকে) অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ (স্বত্বাধিকারী / বন্ধকদাতার নাম ইভা নার্সিং হোম এবং শ্রী তাপস শিকদার এবং শ্রীমতি লক্ষ্মীরানী শিকদার)

অ্যানেক্সার-১ সংরক্ষণ মূল্য সহ অস্থাবর সম্পত্তি

ক্রমিক নং	দখার বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (₹)
১	গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্লাস এবং এসিপি চ্যানেল ইনস্টলেশন চেঞ্জ	₹৬,৭৯৩.৭৬
২	ফার্স্ট ফ্লোর গ্লাস এবং এসিপি চ্যানেল ইনস্টলেশন চেঞ্জ	₹২৭,১৭৫.০৩
৩	সেকেন্ড ফ্লোর গ্লাস এবং এসিপি চ্যানেল ইনস্টলেশন চেঞ্জ	₹৫৪,৩৫০.০৬
৪	থার্ড ফ্লোর গ্লাস এবং এসিপি চ্যানেল ইনস্টলেশন চেঞ্জ	₹৫৪,৩৫০.০৬
৫	ফোর্থ ফ্লোর গ্লাস এবং এসিপি চ্যানেল ইনস্টলেশন চেঞ্জ	₹৪৭,৫৫৬.৩০
৬	প্যানেল বোর্ডের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং	₹২০,৩৮১.২৭
৭	প্যানেল বোর্ড ইনস্টলেশন চার্জ	₹২০,৩৮১.২৭
৮	ইউপিএস ইনস্টলেশন চার্জ	₹১৩,৫৮৭.৫২
৯	ইউপিএস ইলেকট্রিক ওয়্যারিং চার্জ	₹১৩,৫৮৭.৫২
১০	এ.সি ইনস্টলেশন চার্জ এবং ওয়্যারিং চার্জ	₹২৭,১৭৫.০৩
১১	গিজার, এক্সজস্ট ফ্যান, সাউন্ড সিস্টেম, কম্পিউটার ওয়্যারিং চার্জ	₹২৭,১৭৫.০৩
১২	ইলেকট্রিক মিটার ওয়্যারিং চার্জ	₹২০,৩৮১.২৭
১৩	বিল্ডিংয়ের বাইরে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং চার্জ এবং গ্লো সাইন বোর্ড	₹৩৩,৯৬৮.৭৯
১৪	এক্স-রে রুম ওয়্যারিং এবং আর্মার কেবল ওয়্যারিং চার্জ	₹৩৫,৩২৭.৫৪
১৫	সিআর ১৫এক্স	₹৫,০৮,৮৮৯.৯৬
১৬	এলাইজা রিডার ই২১	₹৮৪,৫২৭.৪৯
১৭	ইউমিজেন সিএ৬০	₹১,০৮,৬৭৮.১৯
১৮	এসটি-২০০ সিএস ইলেকট্রোলাইট অ্যানালাইজার	₹১,০৬,৮৬৬.৮৯
১৯	এবিএক্স মাইক্রোস ইএস৬০ ওটিবি	₹২,১১,৩১৮.৭০
২০	ইউরিন অ্যানালাইজার (ক্লিনিটেক স্ট্যাটাস)	₹৪৫,২৮২.৫৮
২১	ল্যাবোমেড এলএক্স-৩০০ বাইনো এলইডি	₹২৮,৯৮০.৮৫
২২	কলোরিমিটার ৮ ফিল্টার(০১৮)	₹৯,০৫৬.৫১
২৩	ব্লাড মিক্সার মেশিন	₹৫,১৩২.০৩
২৪	হট এয়ার ওভেন ১২x১২x১৪	₹৯,৬৬০.২৮
২৫	সেন্ট্রিফিউজ মেশিন(৮টি)সি-৮৫৪/৮	₹২৪,১৪৭.১৪
২৬	ইএসআর স্ট্যান্ড স্পিড	₹১,৫০৯.৪২
২৭	ইনকিউবেটর ডিজিটাল ১২x১২x১৪	₹১২,০৭৫.৩৫
২৮	গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹৫৪,৬৮৯.৭৫
২৯	ফার্স্ট ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹৪৮,৭৪৫.২১
৩০	সেকেন্ড ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹৭১,৩৩৪.৪৬
৩১	থার্ড ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹৮৩,২২৩.৫৩
৩২	৪র্থ ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹৭২,৫২৩.৩৬
৩৩	ফিফথ ফ্লোরের জন্য ইলেকট্রিক ওয়্যারিং পয়েন্ট	₹২৪,৯৬৭.০৬
৩৪	টোটাল আর্মার্ড কেবল ওয়্যারিং	₹১,১৮,৮৯০.৭৬
৩৫	৮টি রিসেপশন টেবিল+ ফ্রন্ট গ্লাস + স্টিলের চেয়ার	₹১,১৮,৯৯০.৭৬
৩৬	৩টি ডক্টরস চেম্বার + তিনটি অফিস রুম	₹১,৬৯,৮৪৩.৯৪
৩৭	৩টি ডক্টরস রুম টেবিল + চেয়ার + পেশেন্ট বেড + সোফা	₹১,০১,৯০৬.৩৭
৩৮	১ম ফ্লোর + ২য় ফ্লোর + ৩য় ফ্লোর গ্লাস + ল্যাব টেবিল + ইউএসজি, ইসিজি টেবিল	₹২,৩৭,৭৮১.৫২
৩৯	জেনারেল বেডস, ম্যাট্রেস সহ এমএস, আইভি রড (পরিমাণ-৮)	₹৯৬,৬৪৭.৭৮
৪০	বেডসাইড লকার, এসটিডি (পরিমাণ-৮)	₹৪৫,৩০৩.৬৫
৪১	ওভার বেড টেবিল, ফিক্সড (পরিমাণ-৪)	₹২৪,১৬১.৯৪
৪২	বেড সাইড স্ক্রিন ৪ প্যানেল (পরিমাণ-২)	₹১০,৫৭০.৮৫
৪৩	আইভি স্ট্যান্ড (পরিমাণ-৪)	₹৯,৯৬৬.৮০
৪৪	মাইনর ওটি-২ সেকশনের জন্য ওটি টেবিল	₹১১,৩২৫.৯১
৪৫	ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রলি এসএস	₹৯,৪৩৮.২৬
৪৬	মাইনর ওটি-২ সেকশনের জন্য ওটি টেবিল	₹১১,৩২৫.৯১
৪৭	অ্যাবি সেলিন	₹৩,২২,৫৫৫.৫৩
৪৮	আইভি স্ট্যান্ড (পরিমাণ-৪)	₹৯,৯৬৬.৮০
৪৯	মাইনর ওটি-২ সেকশনের জন্য ওটি টেবিল	₹১১,৩২৫.৯১
৫০	১২ চ্যানেল ইসিজি	₹৮২,৯১৬.৮০
৫১	৩ চ্যানেল ইসিজি	₹৩৯,৪১৬.৭৩
৫২	স্পাইরোমেট্রি (আলট্রাসনিক)	₹১,১১,০৮৩.৫২
৫৩	এক্স-রে (১০০ এমএ) হাই ফ্রিকোয়েন্সি	₹২,৫০,৮৩৩.৭৪
৫৪	বাকি সহ টেবিল	₹২৬,৪২৭.১৩
৫৫	ড্রেস্ট স্ট্যান্ড	₹৫,৩৭৫.০১
৫৬	লিড জ্যাকেট (পরিমাণ-২)	₹১৫,১০১.২২
৫৭	লেবার টেবিল-৩ সেকশন, এসএস ফ্রেম	₹৬৪,৫০০.১১
৫৮	স্পট এলইডি লাইট	₹১৮,১২১.৪৬
৫৯	রেডিয়্যান্ট ওয়ার্মার	₹৬৪,১৮০.১৬
৬০	ফোটোথেরাপি	₹২৫,০৮৩.৩৭
৬১	বেবি বেসিনেট	₹২৪,১৬১.৯৪
৬২	বেবি ক্রেডল	₹৭,১৭৩.০৮
৬৩	ক্র্যাশকার্ট (মেডিসিন ট্রলি)	₹১৬,৬১১.৩৪
৬৪	সেমি ফাউলার বেডস (কেবিন) ম্যাট্রেস সহ (পরিমাণ-৩)	₹৫০,৯৬৬.৬০
৬৫	বেডসাইড লকার এসটিডি(পরিমাণ-১৭)	₹৯৬,২৭০.২৫
৬৬	ওভার বেড টেবিল(৪)	₹২৪,১৬১.৯৪
৬৭	নেবুলাইজার(২)	₹১৭,২০০.০৩
৬৮	জেনারেল বেডস ম্যাট্রেস সহ, আইভি রড(পরিমাণ-১৪)	₹১,৬৯,১৩৩.৬১
৬৯	ফিটাল ডপলার	₹৩৯,৪১৬.৭৩
৭০	আইভি স্ট্যান্ড(পরিমাণ-১০)	₹২৪,৯১৭.০১
৭১	বেডসাইড স্টুল -এসএস টপ (পরিমাণ-১০)	₹১৬,৬১১.৩৪
৭২	ফাউলার বেড ম্যাট্রেস সহ - ম্যানুয়াল (পরিমাণ-৯)	₹২,৩৭,৮৪৪.১৪
৭৩	বেড সাইড লকার ডিলাক্স(পরিমাণ-৯)	₹৬১,১৫৯.৯২
৭৪	IV স্ট্যান্ড-এসএস(পরিমাণ-৯)	₹২৩,৭৮৪.৪১
৭৫	ভেন্টিলেটর - অ্যাডাল্ট/পেডিয়াট্রিক (পরিমাণ-২)	₹১২,৯০,০০২.১১
৭৬	আইভি ভেন্টিলেটর - নিওনেটাল	₹৮,৯৫,৮৩৪.৮০
৭৭	মনিটর অপশনাল আইবিপি সহ (পরিমাণ-৮)	₹৫,৪৪,৬৮৭.৫৬
৭৮	সিরিঞ্জ পাম্প(পরিমাণ-১০)	₹২,১৫,০০০.৩৫
৭৯	ইনফিউশন পাম্প(২)	₹৯৩,১৬৬.৮২
৮০	ওভার বেড টেবিল - অ্যাডজাস্টেবল(পরিমাণ-৮)	₹৭৫,৫০৬.০৮
৮১	ক্র্যাশকার্ট	₹১৮,১২১.৪৬
৮২	ডিফিব্রিলেটর	₹১,১৮,২৫০.১৯
৮৩	বাইপ্যাপ(পরিমাণ-২)	₹১,২১,৮৩৩.৫৩
৮৪	এবিজি মেশিন	₹৩,২২,৫০০.৫৩
৮৫	নেবুলাইজার(পরিমাণ-২)	₹১,৭৯১.৬৭
৮৬	ল্যারিঙ্গোস্কোপ (অ্যাডাল্ট/পেডিয়াট্রিক/নিওনেটাল) (পরিমাণ-২)	₹১৩,৬১৬.৬৯
৮৭	রেডিয়্যান্ট ওয়ার্মার(পরিমাণ-৪)	₹২,৪৩,৬৬৭.০৭
৮৮	ফোটোথেরাপি(পরিমাণ-৪)	₹১,০০,৩৩৩.৫০
৮৯	বেড সাইড লকার এসটিডি(পরিমাণ-৪)	₹২৪,১৬১.৯৪
৯০	আইভি স্ট্যান্ড(পরিমাণ-৪)	₹৯,৯৬৬.৮০
৯১	টেবিল টপ পালস অক্সিমিটার(পরিমাণ-৪)	₹১,২৯,০০০.২১
৯২	নিওনেটাল বাবল সিপাপ	₹২,৫০,৮৩৩.৭৪
৯৩	ইনফিউশন পাম্প	₹৪৬,৫৮৩.৪১
৯৪	পেডিয়াট্রিকদের জন্য বেড ম্যাট্রেস সহ (পরিমাণ-৫)	₹৭৭,৩৯৩.৭৩
৯৫	বেড সাইড লকার এসটিডি (পরিমাণ-৫)	₹৩০,২০২.৪৩
৯৬	আইভি স্ট্যান্ড(পরিমাণ-৪)	₹৯,৯৬৬.৮০
৯৭	নিওনেটদের জন্য নেবুলাইজার(পরিমাণ-২)	₹২,২৯৩.৩৪
৯৮	ক্র্যাশকার্ট	₹১৮,১২১.৪৬
৯৯	সাকশন মেশিন ১/৪ এইচপি	₹১১,৪৬৬.৬৯
১০০	পিআইসিইউ-এর জন্য মনিটর নেলকর এসপি০২ সহ(পরিমাণ-৫)	₹৩,৪০,৪১৭.২২
১০১	ওটি টেবিল সি-আর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থো অ্যাটাচমেন্ট সহ - ইলেকট্রিক	₹১,৬৯,৮৮৮.৬৭
১০২	ওটি টেবিল - হাইড্রোলিক	₹৫৬,৬২৯.৫৬
১০৩	ওটি লাইট-ডাবল ডোম এলইডি ১৬০/১৬০ লাক্স(পরিমাণ-২)	₹২,২২,১৬৭.০৩
১০৪	অ্যানেস্থেসিয়া ওয়ার্কস্টেশন ৩ গ্যাস ভেপো সহ(পরিমাণ-২)	₹৯,৩১,৬৬৮.১৯
১০৫	মনিটর ইটিসিও২ সহ(পরিমাণ-২)	₹৩,০৮,১৬৭.১৭
১০৬	সাকশন মেশিন ১/২ এইচপি (পরিমাণ-২)	₹২৮,৬৬৬.৭১
১০৭	ল্যাপ্রোস্কোপিক সেট - হাই ডেফিনিশন	₹১৬,১২,৫০২.৬৪
১০৮	ল্যাপ. হ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট সেট	₹১,২৫,৪১৬.৮৭
১০৯	ওপেন সার্জারি ইনস্ট্রুমেন্ট সেট(পরিমাণ-৪)	₹২,১৫,০০০.৩৫
১১০	ডায়াথার্মি ৪০০ ওয়াট	₹১,০৭,৫০০.১৮
১১১	অটোক্লেভ মেশিন ভার্টিক্যাল(পরিমাণ-২)	₹৯৩,১৬৬.৮২
১১২	সিরিঞ্জ পাম্প(পরিমাণ-২)	₹৪৩,০০০.০৭
১১৩	সি-আর্ম	₹১৬,১২,৫০২.৬৪
১১৪	ফাউলার বেড ৪ ফোল্ড(পরিমাণ-২)	₹৬০,৪০৪.৮৬
১১৫	মনিটর -৫ প্যারা(পরিমাণ-২)	₹১,০৭,৫০০.১৮
১১৬	ডিফিব্রিলেটর - বাইফেজিক	₹১,১৮,২৫০.১৯
১১৭	স্ট্রেচার ট্রলি এসএস টপ সেফটি রেল্ট সহ(পরিমাণ-২)	₹৫২,৮৫৪.২৫
১১৮	ফোল্ডিং স্ট্রেচার - ২ ফোল্ড(পরিমাণ-২)	₹১৮,১২১.৪৬
১১৯	হুইল চেয়ার - ফোল্ডিং (পরিমাণ-২)	₹১৮,৮৭৬.৫২
১২০	কনজ্যুমেবল আইটেম	₹১,৫১,০১২.১৫
১২১	ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যাবিনেট, মেয়ো ট্রলি, স্টেরিলাইজেশন ড্রাম, বিভিন্ন সাইজের ট্রে, স্টেরিলাইজেশন ড্রাম ইত্যাদি	₹১,৮৮,৭৬৫.১৯
১২২	লাইফ লাইন .৫০ এমএম কেবল আরডি(পরিমাণ-১০ কয়েল)	₹৩,৪১৬.৩২
১২৩	লাইফ লাইন .৭৫এমএম বিকে কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৩,৩৭২.৯৫
১২৪	লাইফ লাইন .৭৫এমএম বিআই কেবল-১৮০ মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৩,৩৭২.৯৫
১২৫	লাইফ লাইন .৭৫এমএম জিএন কেবল-১৮০মিটার (পরিমাণ- ৪ কয়েল)	₹৩,৩৭২.৯৫
১২৬	লাইফ লাইন .৭৫এমএম আরডি কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৩,৩৭২.৯৫
১২৭	লাইফ লাইন .৭৫এমএম ওয়াইএল কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৩,৩৭২.৯৫
১২৮	লাইফ লাইন ১.০এমএম বিএল কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৪,৫০৯.৫৩
১২৯	লাইফ লাইন ১.০ এমএম কেবল (বিএলকে) ১৮০ মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৪,৫০৯.৫৩
১৩০	লাইফ লাইন ১.০ এমএম কেবল(আরডি) ১৮০ মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৪,৫০৯.৫৩
১৩১	লাইফ লাইন ১.০এমএম জিএন কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৪,৫০৯.৫৩
১৩২	লাইফ লাইন ১.০এমএম ওয়াইএল কেবল-১৮০মিটার. (পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹৪,৫০৯.৫৩
১৩৩	লাইফ লাইন ১.৫এমএম বিকে কেবল-১৮০মিটার. (পরিমাণ- ৩ কয়েল)	₹৮,৩২৮.৬৮
১৩৪	লাইফ লাইন ১.৫এমএম ব্লু কেবল-১৮০মিটার. (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹৪,৯২৯.২৭
১৩৫	লাইফ লাইন ১.৫এমএম রেড কেবল-১৮০মিটার. (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹৪,৯২৯.২৭
১৩৬	লাইফ লাইন ১.৫এমএম ইয়েলো কেবল-১৮০মিটার. (পরিমাণ- ৩ কয়েল)	₹৪,৯২৯.২৭
১৩৭	২.৫এমএম ওয়্যার ১৮০ মিটার ওয়াইএল (হ্যাভেলস) (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹৭,৮৪৪.৫২
১৩৮	লাইফ লাইন ২.৫ এমএম কেবল(বিএলকে) ১৮০ মিটার (পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹১০,৪৫৯.৩৬
১৩৯	লাইফ লাইন ২.৫ এমএম কেবল(বিএলইউ) ১৮০ মিটার (পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹১০,৪৫৯.৩৬
১৪০	লাইফ লাইন ২.৫ এমএম কেবল(আরডি)১৮০ মিটার(পরিমাণ-৪ কয়েল)	₹১০,৪৫৯.৩৬
১৪১	লাইফ লাইন ৪.০এমএম বিকে কেবল-১৮০মিটার	₹৩,৯৫৫.৩৪
১৪২	লাইফ লাইন ৪.০এমএম বিএল কেবল-১৮০মিটার	₹৩,৯৫৫.৩৪
১৪৩	লাইফ লাইন ৪.০এমএম আরডি কেবল-১৮০মিটার(পরিমাণ-২ কয়েল)	₹৭,৯১০.৬৮
১৪৪	৬.০এমএম ওয়্যার হ্যাভেলস ১৮০ মিটার বিকে(পরিমাণ- ৩ কয়েল)	₹১৭,৭৭২.৯৮
১৪৫	৬.০এমএম ওয়্যার হ্যাভেলস ১৮০ মিটার বিএল(পরিমাণ- ২ কয়েল)	₹১১,৮৪৮.৬৬
১৪৬	৬.০এমএম ওয়্যার হ্যাভেলস ১৮০ মিটার আরডি (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹১৭,৭৭২.৯৮
১৪৭	৬.০এমএম ওয়্যার হ্যাভেলস ১৮০ মিটার ওয়াইএল(পরিমাণ-২ কয়েল)	₹১১,৮৪৮.৬৬
১৪৮	এসসি ১০ এমএম আরডি কেবল(পরিমাণ-২ কয়েল)	₹১১,৩২৩.৭৫
১৪৯	এসসি ১০ এমএম বিকে কেবল	₹৫,৬৬১.৮৭
১৫০	এসসি ১০ এমএম ওয়াইএল কেবল	₹৫,৬৬১.৮৭
১৫১	লাইফ লাইন ০.৭৫ মিমি ব্ল্যাক কেবল-১৮০ মি. (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹৫,৬৬১.৮৭
১৫২	লাইফ লাইন ০.৭৫ মিমি গ্রিন কেবল-১৮০ মি. (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹২,৬৮৫.৮৪
১৫৩	২.৫ মিমি ওয়্যার ১৮০ মি. ইয়েলো (হ্যাভেলস) (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹২,৬৮৫.৮৪
১৫৪	লাইফ লাইন ১.৫ মিমি ব্ল্যাক কেবল-১৮০ মি. (পরিমাণ- ৩ কয়েল)	₹৮,৩২৮.৬৮
১৫৫	লাইফ লাইন ২.৫ মিমি কেবল (ব্ল্যাক) ১৮০ মি. (পরিমাণ-৩ কয়েল)	₹৮,৩২৮.৬৮
১৫৬	ইজক ১০এ ফিউজ (ব্রাউন) ফায়ার পিসি (পরিমাণ-৩০০ পিস)	₹৪,১৩১.২৮
১৫৭	ইজক ১\৪এম আল্ট্রা প্লেটস (হোয়াইট) পিএলআর (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹৪,১৭৯.৫২
১৫৮	ইজক ১০এম আল্ট্রা প্লেটস (এমটি. ব্লু) পিএলআর (পরিমাণ-৫০ পিস)	₹৪,৪৪৯.৯১
১৫৯	ইজক ১২এম বিগ বস প্লেট (আরআর) প্লেয়ার (পরিমাণ-২৫০ পিস)	₹১৮,৩৭৫.৪২
১৬০	ইজক ১২এম বিগ বস প্লেট (হোয়াইট) প্লেয়ার (পরিমাণ-১৫০ পিস)	₹৭,৭৩১.৬৪
১৬১	ইজক ১২এম (এইচ) আল্ট্রা প্লেটস (গ্রে রেড) পিএলআর (পরিমাণ-২০০ পিস)	₹৯,৪৪৬.০৪
১৬২	ইজক ১২এম জি.আই. বক্স (প্লেয়ার) (পরিমাণ-৫০ পিস)	₹২,০৩৮.১৩
১৬৩	ইজক ১২এম (এইচ) আল্ট্রা প্লেটস (হোয়াইট) পিএলআর (পরিমাণ-৮০ পিস)	₹৩,৮৩২.৭৭
১৬৪	৮"X১০" কাটিং পি. সুইচ বোর্ড প্রীতি প্লাস্ট ১ বি=৫ পি (পরিমাণ-২০০ পিস)	₹৭,৬২৫.৩১
১৬৫	৮"X৬" কাটিং পি. সুইচ বোর্ড প্রীতি প্লাস্ট ১ বি=৫ পি (পরিমাণ-১৫০ পিস)	₹৪,১৬৫.৯৩
১৬৬	১৫ অ্যাম্পিয়ার ১ ওয়ে প্লাস্টিক সুইচ বোর্ড (রাইনো) (১ বক্স-১০ পিস) (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹১,২০৩.৮৫
১৬৭	১৫ অ্যাম্পিয়ার ২ ওয়ে প্লাস্টিক সুইচ বোর্ড (১ বক্স-১০ পিস) কৃষ (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹১,৪২৬.৬৯
১৬৮	জিএসএন গোল্ড পিভিসি ট্রাঙ্কিং প্রোফাইল ৩/৪" ক্লাসিক (পরিমাণ-৫০০ পিস)	₹১২,৯০৮.১৪
১৬৯	সিলভারলাইন এমসিবি ডিবি বক্স ৬X৮ (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹১৯,৩৩১.৩২
১৭০	স্কোয়ার বক্স পিটি (১ বক্স = ৫০ পিস) (পরিমাণ-৫০০ পিস)	₹১,৯০৯.০৫
১৭১	প্রিমকো প্লাস্ট পিভিসি ট্রাঙ্কিং প্রোফাইল ৩/৪" (২৫X১২ মিমি) (পরিমাণ-২৫০ পিস)	₹৬,৯১৭.৭৪
১৭২	ইজক ১এম ৬এ ১ ওয়ে সুইচ (ফ্লাটন) (হোয়াইট) পিএলআর (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹১২,৩৪৭.৯৫
১৭৩	ইজক ১৬এ টপ (হোয়াইট) এসিসি (পরিমাণ-২০০ পিস)	₹৪,০১১.০৩
১৭৪	ইজক ১এম ১৬এ-১ ওয়ে সুইচ (ফ্লাটন) পিএলআর (হোয়াইট) (পরিমাণ-৮০০ পিস)	₹১৬,৬৪১.৯১
১৭৫	ইজক ১৮এম বিগ বস প্লেট (হোয়াইট) প্লেয়ার (পরিমাণ-২০০ পিস)	₹১৪,৭৯৬.৮০
১৭৬	১এম/২এম পিভিসি সারফেস বক্স পিএলআর (পরিমাণ-৫০০ পিস)	₹৮,৯২০.২০
১৭৭	২ পিন টপ (এসিসি) (পরিমাণ-১০০০ পিস)	₹৫,৪৩৫.০১
১৭৮	ইজক ২X১ সকেট (ব্রাউন) ফায়ার (পরিমাণ-৩০৫০ পিস)	₹৩১,৮৮১.৪৪
১৭৯	ইজক ২এম আল্ট্রা প্লেটস (হোয়াইট) প্লেয়ার (পরিমাণ-৩০০ পিস)	₹৪,৯৪৬.৫৩
১৮০	ইজক ১এম মিনি ডিমার (হোয়াইট) প্লেয়ার (পরিমাণ-৪০০ পিস)	₹১৫,৪৮৯.৭৭
১৮১	ইজক ১০এ ফিউজ (ব্রাউন) ফায়ার পিসি (পরিমাণ-৫০ পিস)	₹৬৮৮.৫৫
১৮২	ইজক ১০এ ফিউজ (হোয়াইট) ফায়ার পিসি (পরিমাণ-৫০ পিস)	₹৬৮৮.৫৫
১৮৩	ইজক ১২এম বিগ বস প্লেট (আরআর) প্লেয়ার (পরিমাণ-১০০ পিস)	₹৭,৩৫০.১৭
১৮৪

ভাইফোঁটায় ফিরে দেখা

ভাইফোঁটায় ফিরে আসুক ছোটবেলা। কীভাবে কী করতে পারেন, হদিশ দিচ্ছেন **পরমা দাশগুপ্ত**।



বড় হয়ে যাওয়ার পরে ভাইফোঁটাগুলো পাল্টে যায় বেমালুম। নিজের কিংবা তুতো ভাইবোনেরা কর্মসূত্রে কিংবা বিয়ে করে ছড়িয়েছিটিয়ে এদিক-ওদিক। কেউ কলকাতায়, কেউ অন্য শহরে, কেউ বা একেবারে বিদেশে। ফলে সেই ছোটবেলার মতো ভাইফোঁটা আর হয় কই! জনা দশেকের হুল্লোড়ের জায়গায় হয়তো টিমটিম করছে দু'তিনজন। কারওর আবার হয়তো সামনাসামনি ফোঁটা দেওয়ার পাটই উঠে যাওয়ার জোগাড়!

অনেক অনেক বছর পরে এবার সবাই কলকাতায়। আপনার বাড়িতেই সব ভাইবোনেরা একত্র হচ্ছেন ভাইফোঁটায়। সেই ছোট্টবেলার মতো! কী করবেন, কীভাবে করবেন ভেবে হয়রান? এই বছর বাড়তি স্পেশাল হয়ে ওঠা এই দিনটায় যদি ফিরিয়ে আনা যায় ছেলেবেলার ভাইফোঁটার স্বাদ, তাহলে কেমন হয়?এক এক করে সবটা প্ল্যান করা যাক বরং।



■ **স্মৃতির পাতা উল্টে:** ফেলে আসা দিনের স্বাদ ফেরাতে ঘরের চেহারায় পুরনো আমেজের জুড়ি নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে তো বাড়ি বদলে গিয়েছে, পাল্টে গিয়েছে তার নকশা থেকে আসবাবপত্র সবই। কুছ পরোয়া নেই। পুরনো অ্যালবাম ঘেঁটে বার করুন ছোটবেলার মজাদার সব ছবি। ফ্রেমে ভরে দেওয়ালে, টেবিলে রেখে দিন এখানে-ওখানে। অ্যালবামও থাক হাতের কাছে। ট্রাঙ্ক, আলমারি, লফট ঘেঁটে দেখুন ছোটবেলার আঁকার খাতা, পোস্টার, খেলনাবাটি, খেলনা গাড়ি, পুতুল কী কী আছে। বার করে সাজিয়ে রাখুন ঘরের তাকে, দেওয়ালে, টেবিলে কিংবা শোকেসে। মায়ের আলমারি, পুরনো স্যুটকেস হাতড়ান এর পরে। ছোটবেলার পর্দা, টেবিল কভার, বেডকভার, কুশন কভার পাওয়া গেলে কেল্লাফতে! ঠিকঠাক থাকলে একটা দিনের জন্য সেগুলো ব্যবহার করে দেখুন না! না হয় তাদের রং এখন একটু ফিকে। তবু দেখলেই স্মৃতির রং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে নিমেষে!

■ **পেটপুজোয় ছোটবেলা:** পুরনো দিনগুলোয় ভাইফোঁটার মেনু মনে পড়ে? বেছে বেছে সেগুলোই রান্না হোক না এবছর। মামাতো ভাইয়ের প্রিয় ফুলকো লুচি-কষা মাংস, খুড়তুতো বোনের পছন্দের মিষ্টি পোলাও, নিজের দিদির সাধের পুডিং কিংবা পিসতুতো দাদার মনের মতো চিংড়ির মালাইকারি! দেখুন না কেমন একটানে ফিরে আসে পুরনো দিনগুলো!

■ **উপহারেও ফিরে দেখা:** ভাইফোঁটায় আপনাকে কোন দাদা বা ভাই কী দেবে, সে তো জানা নেই। অন্য বোন বা দিদিরা তাদের কী দেবে, সে না হয় জানেন। তবু আপনারটা সারপ্রাইজই থাক। আপনি বরং এবছর ওদের হাতে তুলে দিন একমুঠো ছেলেবেলা। ছোটবেলায় যে ভাই বা দাদা যে জিনিসটা ভালবাসত, খুঁজেপেতে সেগুলোই বরং দিন না উপহার হিসেবে! সবাই চমকে যাবে ঠিক!

ছোট্টবেলার মতো: এত বছর পরে সবাই এক জায়গায়। পুরনো দিনের গল্প তো হবেই সারাদিন ধরে। সেই সঙ্গে আরও একটু বেশি করেই ফিরুক না ছোটবেলার স্বাদ। ভাই-বোন-দাদা-দিদিদের ছোটবেলার প্রিয় গানগুলো নিশ্চয়ই আজও মনে আছে! ইউটিউব ঘেঁটে প্লেলিস্ট বানিয়ে ফেলুন দেখি! আর আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে একটু লুডো, ক্যারম, তাস বা অন্তাক্ষরী হবে নাকি?

হযবরল-র ভাষায়, বয়স বাড়তির দিকে চলে গেলে অনেক কিছুই তো জীবন থেকে হারিয়ে যায় রোজ। একটু একটু করে। একদিনের জন্য বয়সটাকে ঘুরিয়ে কমতির দিকে করে দিলেই আবার সব আগের মতো! বড় হওয়ার পরে অনেক বছর পেরিয়ে ভাইফোঁটায় এবার তো সবাই একসঙ্গে। দেখবেন নাকি চেষ্টা করে?

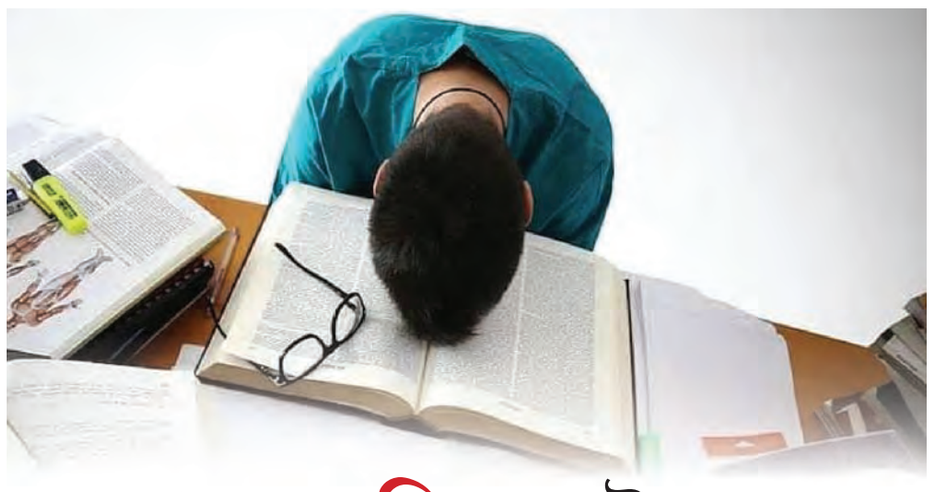

এগজাম ফোবিয়া কাটাতে হলে

পরীক্ষা এলেই ভয়ে কাঁটা। পড়া গুলিয়ে যাওয়ার জোগাড়! মনোবিদেরা কী বলেন? জানাচ্ছেন পরমা দাশগুপ্ত।

উৎসবের মরশুম মিটতে না মিটতেই উঁকি দিয়ে যায় পরীক্ষার ভয়। হাতে তো আর মাত্র মাস তিনেক। তার পরেই বসতে হবে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায়। ব্যস! এতদিনের সব আনন্দ মুহূর্তে গায়েব! বুক দুরু দুরু, ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়ার পালা শুরু নিমেষেই!

ক্লাস টেন হোক বা টুয়েলভ, বোর্ডের পরীক্ষা মানেই চিন্তার পাহাড়। তার উপরেই যে গাঁথা হবে আগামীর ভিত! ফলে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী থেকে তাদের অভিভাবক, কারওরই চিন্তা-উদ্বেগের মাত্রা কম নয়। সদ্য সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে অনিশ্চয়তায় আরও যেন জাঁকিয়ে বসেছে টেনশন!

পরীক্ষা নিয়ে ভয় ব্যাপারটা সকলেরই হয় কম-বেশি। সাধারণ ভাবে পরীক্ষার ঠিক আগে থেকে এই ধরনের উদ্বেগ দেখা দিলেও পরীক্ষা শেষ হতেই আবার সব ঠিক। কম পড়া হয়েছে, সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকে কেউ। কেউ বা দিন-রাত এক করে পড়তে পড়তে নিজেই আরও বাড়িয়ে ফেলে স্ট্রেস। মনোবিদেরা বলেন, এই ধরনের উদ্বেগ স্বাভাবিক। তাতে উপকারও হয় খানিকটা, কারণ ভয়ের হাত ধরে পরীক্ষার্থী আরও কিছুটা সিরিয়াস হয়ে ওঠে পড়াশোনা নিয়ে। আগে ফাঁকি দিয়ে থাকলে এই সময়টায় চাই খানিকটা মনোযোগ আর ঘড়ি ধরে, রুটিন মেনে পড়াশোনা। তাতেই সামলে নেওয়া যায়। যারা নিয়মিত ঠিকমতো পড়াশোনা করেও রেজাল্ট নিয়ে বাড়তি টেনশন করে, পরীক্ষার আগে নিজেদের উপরে বাড়তি চাপ দিয়ে ফেলে স্ট্রেসে ভোগে, তাদেরও নির্দিষ্ট কিছু টিপসে কাজ হয়। সে ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক পড়ার মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট বিরতি নিয়ে মুশকিল আসানের পথ খোলে।

কিন্তু এর বাইরেও দুশ্চিন্তায় ভোগা পড়ুয়াদের আরও একটা দল আছে। ঠিকমতো পড়া হোক বা না হোক, এদের উদ্বেগের মাত্রা বা ধরনটাই আলাদা। এদের পরীক্ষার নাম শুনলেই বুক দুরু দুরু। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হতেই ভয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে পেটের ভিতর ঢুকে যাওয়ার জোগাড়! সিলেবাস শেষ কিনা, পরীক্ষার জন্য আসলে সে কতটা তৈরি, তার ঊর্ধ্বে উঠে এরা বাড়তি উদ্বেগে ভোগে। দুশ্চিন্তা, স্ট্রেস মিলেমিশে পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও এদের ক্ষেত্রেই বেশি।

মনোবিদেরা বলছেন, পরীক্ষা ঘিরে সাধারণ দুশ্চিন্তা নয়, এরা আসলে ভোগে ভীতিতে। যাকে বলে এগজাম ফোবিয়া। এটা এক ধরনের মানসিক সমস্যা, যা থেকে বার করে আনতে দরকার হয় কাউন্সেলিং এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু টিপস মেনে পড়াশোনা।

■ **কী দেখে চিনবেন এগজাম ফোবিয়া?**

পরীক্ষার আগে টেনশন স্বাভাবিক হলেও তা মানসিক সমস্যার আকার নিয়েছে কিনা, তা চিনে নিতে অভিভাবকদেরই বাড়তি সতর্ক হতে হবে। খেয়াল রাখুন এই উপসর্গগুলো—

- পরীক্ষার তারিখ বা সিলেবাস ঘোষণা হতেই ভয়ে-দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে পড়ছে পড়ুয়া।
- পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ বা মানসিক চাপ তাকে ঘিরে রাখছে সর্বক্ষণ।
- পড়াশোনা যতখানিই করে থাকুক, সর্বক্ষণ ভয়ে থাকছে পরীক্ষার হলে তার কিছুই মনে পড়বে না বা ফেল করবে সে।
- পড়তে বসে মনোসংযোগে সমস্যা হচ্ছে লাগাতার।
- মেধাবী পড়ুয়া হয়েও আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
- পরীক্ষা নিয়ে কথা হলেই নার্ভাস লাগা, ঘাম হওয়া, হার্টরেট বেড়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড়, বমি ভাব বা পেটের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
- সমানেই নিজের পড়াশোনা বা প্রিপারেশনের তুলনা করছে বন্ধু বা ভাইবোনের সঙ্গে এবং হীনমন্যতায় ভুগছে।
- বারবার এসে জিজ্ঞেস করছে, সে পাশ করবে তো বা ভাল রেজাল্ট হবে তো?

এই ধরনের উপসর্গগুলো আপনার পরিবার বা চেনা বৃত্তে কোনও পরীক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিলে তার দ্রুত কাউন্সেলিং জরুরি। তার মাধ্যমে উদ্বেগ কমার পাশাপাশি ফিরিয়ে দেওয়া যায় হারানো আত্মবিশ্বাস। সেই সঙ্গে পরীক্ষার প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ কমাতে কিছু টিপস মেনে চলার পরামর্শ দেন মনোবিদেরা।

■ **পরীক্ষার্থীর দাওয়াই**

- টেনশন বেড়ে গিয়ে খুব নার্ভাস বা শরীর খারাপ লাগলে সেই মুহূর্তেই পড়ায় ছোট্ট বিরতি নিতে হবে।
- সেই বিরতিতে হাত-পা ছড়িয়ে, আড়মোড়া ভেঙে স্রেফ রিল্যাক্স করা জরুরি। অন্য কিছু নয়।
- শরীর বা উদ্বেগের মাত্রা কোন দিকে গড়াচ্ছে খেয়াল করতে হবে।
- ছোট্ট বিরতি শেষে পড়া শুরু হোক একেবারে সহজ কোনও বিষয় দিয়ে। পুরো মনোযোগ দিয়ে এক পাতা পড়া বা একটা কোনও সহজ উত্তর লেখা ভাল।
- তার পরে চাই পেসড ব্রিদিং। মানে চার সেকেন্ড নিশ্বাস নিয়ে ছয় সেকেন্ড ধরে ছাড়া এবং তার পুনরাবৃত্তি। এতে উদ্বেগ কমে আসে আস্তে আস্তে।
- এবার ফের একই ভাবে ছোট ছোট ভাগ করে পড়া এগোতে হবে।

তবে শুধু পরীক্ষার্থী নয়, অভিভাবকদেরও কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেন মনোবিদেরা। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা-ভীতির নেপথ্যে থাকে ভাল রেজাল্ট করার চাপ, জেনে বা অজান্তে ছেলেমেয়েদের মনে যা তৈরি করে দেন বাবা-মায়েরাই।

■ **অভিভাবকদের করণীয়**

- অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না।
- ভাল রেজাল্ট করতেই হবে, এমন চাপ দেবেন না।
- বারবার পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসার কথা মনে করিয়ে দেবেন না।
- ছেলেমেয়েরা বারবার এসে পরীক্ষা ভাল হবে কিনা জানতে চাইলে তাদের মনের মতো উত্তর দেবেন না। বরং বুঝিয়ে বলুন টেনশন কমানোর টিপস মেনে চলতে।
- পরীক্ষার্থীকে মনে করিয়ে দিন, তার পড়াশোনা একদম ঠিক পথেই চলছে। প্রিপারেশন এবং আত্মবিশ্বাস দুই-ই তার যথেষ্ট আছে।

এগজাম ফোবিয়া যেমন হয়, তেমন তা থেকে বেরিয়ে আসাও যায়। বাড়ির পড়ুয়াদের পাশে থেকে, কাউন্সেলিং করিয়ে, তাদের মনের যত্ন নিয়ে এবং সব রকম ভাবে সাহায্য করে তা করতে পারেন আপনিই।

কেনরা বৈঙ্ক Canara Bank

সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: বহরমপুর
আরিয়ান বিল্ডিং, ডাকুরি মোড়, বলরামপুর, এনএইচ—৩৪, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন—৭৪২১৬৫

২৭.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তির নাম ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, জামনা শাখা (১৭১৪)** জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, পোঃঅঃ- ব্রাহ্মণীগ্রাম, ভায়া কাণ্ডারা, পিন-৭১৩১২৯ **খ) মেসার্স ঘোষ ট্রেডারস** **প্রোপ্রাইটর: তাপস কুমার ঘোষ** পিতা- প্রমথনাথ ঘোষ গ্রাম- রুইপুর, পোঃঅঃ- ব্রাহ্মণীগ্রাম, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৯	ক) ₹৭০,৯২,০১৪.৯৬ তৎসহ ২৩.০৮.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ২৩.০৮.২০২৩ গ) ১০.১১.২০২৩	নিম্নোক্ত সম্পত্তির (জমি ও বাড়ি) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে এল নং ১৭৯, খতিয়ান নং ২৪৪, পুরনো প্লট নং ৫৫১০, এল আর প্লট নং ৫৪০, জমির পরিমাপ ১২ সেন্ট, জেলা- বীরভূম, স্বত্বাধারকের নাম: প্রমথনাথ ঘোষ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- কীর্ণাহার থেকে দশকলগ্রাম যাওয়ার রাস্তা; দক্ষিণ- অশোক রঞ্জন ঘোষের ফাঁকা জমি; পূর্ব- অশোক রঞ্জন ঘোষের ফাঁকা জমি; পশ্চিম- অশোক রঞ্জন ঘোষের ফাঁকা জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	ক) ₹১০,৫২,১০০.০০ খ) ₹১,০৫,২১০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ম্যানেজার, জামনা শাখা, মোবাইল: ৮৩৪৯ ৯৯২৪৩ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,০৫,২১০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বাসুদেবপুর শাখা (১৯৩৪)** পোঃঅঃ- চাচণ্ড, ভায়া- নিমতিতা, থানা- চাচণ্ড, বাসুদেবপুর, সামশেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৪ **খ) মিসেস শিবানী দাস (ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে- সোমনাথ সরকার কেয়াডাঙ্গা, ডহরপাড়, সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২০১ **মিঃ সোমনাথ সরকার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কালীপদ সরকার গ্রাম- মহেশতলা, পোঃঅঃ- কাঁকুরিয়া, থানা- সামশেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২০২	ক) ₹৬,৮২,৩০২.০০ তৎসহ ২০.০১.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ২০.০১.২০২৬ গ) ০১.০৪.২০২৬	সামান্য কমবেশি ২.৭৫ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- কেয়াডাঙ্গা, জে এল নং ৫১, এল আর খতিয়ান নং ১৪৬০, সাবেক ১৬৫, আর এস প্লট নং ৪০, এল আর প্লট নং ৪৫, বাড়ি, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ। স্বত্বধারক: মিসেস শিবানী দাস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- সন্তোষ দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- জিতেন দাসের সম্পত্তি; পূর্ব- নিমাই দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- ৩.৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	ক) ₹১৩,৭৭,০০০.০০ খ) ₹১,৩৭,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ম্যানেজার, বাসুদেবপুর শাখা মোবাইল: ৮৩৪৯ ৯৯২৪৬ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,৩৭,৭০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৩	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বালি শাখা (১৯৫৪২)** সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ডোমকল জলঙ্গি রোড, বালি-গোকুলপুর, পোঃঅঃ- বালিগোকুলপুর, পিন-৭৪২৩০২ **খ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **শ্রী সুরজ শেখ,** পিতা- বাদশা শেখ গ্রাম- বালি পালপাড়া, পোঃঅঃ- বালি গোকুলপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০২ **সহ-ঋণগ্রহীতা: সাবিনা বিবি,** স্বামী- সুরজ শেখ গ্রাম- বালি পালপাড়া, পোঃঅঃ- বালি গোকুলপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০২	ক) ₹১৯,৭৫,০৯৯.৩৮ তৎসহ ২৬.১০.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ খ) ৩০.১০.২০২৫ গ) ১৪.০১.২০২৬	সামান্য কমবেশি ২.৪৮ ডেসিমেল জমি ও উপরিস্থিত বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং- আর এস ৩৫০৭, এল আর ৩০২৯, খতিয়ান নং- আর এস ৯৮৮, হাল ৫৬৮৮, এল আর ৭৯০৯, মৌজা- বালি, জে এল নং ২৬, জেলা/ ব্লক- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্বধারক: সুরজ শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মুরসালিম শেখ; দক্ষিণ- সুরজ শেখ; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- তেনু শেখ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	ক) ₹৩,৯১,০০০.০০ খ) ₹৩৯,১০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ম্যানেজার, বালি শাখা মোবাইল: ৬২৯২২ ৪২৮৬০ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৩৯,১০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৪	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, হাবিবপুর শাখা (৫৭২২)** গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, পোঃঅঃ- হাবিবপুর, পিন-৭৩২১২২ **খ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী নারায়ণ মাহাতো** জি পি কলোনি, পোঃঅঃ- মহেশপুর, থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১৩৮ **ঋণগ্রহীতা: শ্রী নারায়ণ মাহাতো** পিতা- ষষ্ঠী মাহাতো গ্রাম- কবিনগর, পোঃঅঃ- কাটিকন্দর, থানা- গাজোল, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১২৪	ক) ₹২০,২০,৮২০.১১ তৎসহ ০৮.০২.২০২৫ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ১৪.০২.২০২৫ গ) ০৩.০৫.২০২৫	সামান্য কমবেশি ৪.০০ ডেসিমেল (অর্থাৎ, ১৭৪২ বর্গফুট) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর খতিয়ান নং ১৩০২, এল আর প্লট নং ৬৬৬, মৌজা- কুড়িবাড়ি, জে এল নং ৩৪, থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদা (পশ্চিমবঙ্গ), বিএল এবং এলআরও বামনগোলা ব্লকে কারখানা (শ্রেণিবিন্যাস) রূপে নথিভুক্ত, জেলা- মালদা (পশ্চিমবঙ্গ), সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ-এর নামে, প্রতিনিধিত্বকারী এর প্রোপ্রাইটর শ্রী নারায়ণ মাহাতো। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- নবীন মজুমদার; দক্ষিণ- হরিহর মাহাতো ও অন্যরা; পূর্ব- নালাগোলা-মালদা হাইওয়ে রোড; পশ্চিম- বসন্ত মাহাতো। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	ক) ₹১৮.৭০ লক্ষ খ) ₹১.৮৭ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ম্যানেজার, হাবিবপুর শাখা মোবাইল: ৮৩৪৯ ৯৯২৭৩ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৮৭ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৭.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৬.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

১. পরিসম্পদগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে কেবলমাত্র 'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড **[BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ২৬.১১.২০২৬, বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **১২.১১.২০২৬ থেকে** ২৩.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ১০.১১.২০২৬ / স্থান: বহরমপুর — **অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক**

কেনরা বৈঙ্ক Canara Bank

সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ নং ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬
ই-মেল: cb2364@canarabank.com

২৬.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখা ও রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগের ব্যক্তির ফোন নম্বর ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৫, বেলস হাউস, কল

সম্পূর্ণ ফিট, তিন দলেই ফিরলেন জেমাইমা

আজকালের প্রতিবেদন



চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট ভারতের মহিলা তারকা ক্রিকেটার জেমাইমা রডরিগেজ। তাই আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অল-ফরম্যাট সিরিজে ভারতের তিন দলেই সুযোগ পেলেন জেমাইমা। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এশিয়া কাপ, এশিয়ান গেমস এবং জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সাদা বলের সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি। গত ৬ নভেম্বর মহিলাদের সিনিয়র টি২০ ট্রফির ম্যাচে পুদুচেরির বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে ৪৯ বলে অপরাজিত ১০৭ রান করেছিলেন জেমাইমা। তিন দলেই আছেন সদ্য নেতৃত্ব ছাড়া হরমনপ্রীত কাউর। অধিনায়ক স্মৃতি মানধানার ডেপুটি হিসেবে টেস্ট ও একদিনের দলে আছেন দীপ্তি শর্মা। টি২০ স্কোয়াডে সহ অধিনায়ক শেফালি ভার্মা। উইকেটকিপার রিচা ঘোষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ভারত খেলবে একটি টেস্ট, তিনটি করে একদিনের আন্তর্জাতিক এবং টি২০ ম্যাচ। একমাত্র টেস্ট ৯ ডিসেম্বর থেকে পোর্ট এলিজাবেথে। একদিনের ম্যাচগুলি হবে ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে, যথাক্রমে পার্ল, কেপ টাউন এবং ব্লুমফন্টিনে। ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে হবে টি২০ ম্যাচগুলি। বেনোনি এবং পোচেস্ত্রুমে।

প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল বাংলা

রনজি ট্রফির প্রাথমিক পর্ব মিটিয়ে এবার সাদা বলের ফরম্যাটে নামবে বাংলা। আগামী ১৪ নভেম্বর শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির প্রস্তুতি হিসেবে সোমবার ইডেনে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কড়া পর্যবেক্ষণে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেললেন ক্রিকেটাররা।

চলতি মরশুমে রনজি ট্রফির এলিট পর্বে প্রথম তিন ম্যাচে জয় পেলেও, ঘরের মাঠে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে হেরেছে বাংলা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে টি২০ ফরম্যাটে নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে দল। আগামী শনিবার ওয়াংখেড়েতে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে অভিমন্যু ঈশ্বরনের নেতৃত্বাধীন দল। বাংলার এই গ্রুপে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বরোদা, রাজস্থান, চণ্ডীগড় এবং মিজোরামের মতো দলও রয়েছে। এদিন ইডেনের অনুশীলনে অধিনায়ক অভিমন্যু, অভিষেক পোড়েল, করণলাল, সায়ন ঘোষ, প্রয়াস রায়বর্মণদের দেখা গেল।

অকল্যান্ড পৌঁছোল ভারত

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। আর সেই ম্যাচ খেলতেই সোমবার অকল্যান্ড পৌঁছে গেলেন খালিদ জামিলের ফুটবলাররা। প্রথমে বেঙ্গালুরু থেকে কুয়ালালামপুর, এখান থেকে দীর্ঘ বিমান যাত্রা করে অকল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত বিশাল কাইথরা। সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১ টায় ভারত যখন অকল্যান্ড পৌঁছেছে, সেখানে বেশ ঠান্ডা। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে অনুশীলন করবে ভারত। দুটি ম্যাচের আগে কোচ খালিদ বলছেন, 'প্রথমবার ভারতীয় ফুটবল দল নিউজিল্যান্ডে খেলতে পৌঁছেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের কাছে এটা একদম নতুন একটা অভিজ্ঞতা। আমি জানি নিউজিল্যান্ডে প্রচুর ভারতীয় থাকেন। আশা করছি তারা মাঠে এসে আমাদের জন্য গলা ফাটাবেন। আমরা শেষ ফিফা উইন্ডোতে তিনটে কঠিন দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলেছিলাম। এবার সামনে আরও একটা কঠিন দল। তবে এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ারই চেষ্টা করব।'

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

kotak

রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭, বিকেসি, সি ২৭, 'জি' ব্লক, বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ইস্ট), মুম্বই-৪০০০৫১, কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: (L65110MH1985PLC038137)। শাখা অফিস: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ৪ নং ফ্লোর, ব্লক 'এ', ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬।

স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম তথা বিক্রির নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণ এবং **এলএপি১৮৯২২৮২৪** এবং **এলএপি ওডি ৯১৪৯১০৪৩৮৯**-এর ঋণের সুবিধার সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) ও/বা বন্ধকদাতা (গণ)-এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('সুরক্ষিত ঋণদাতা')-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **২৩.০৪.২০২৫** তারিখে বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণ **(মেসার্স সুপার প্লাস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ (ঋণগ্রহীতা), সুরেন্দ্র কুমার মন্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), রীতু মন্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা), নেহা মন্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), রাহুল মন্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), রোহিত মন্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)**-এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসাবে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর বকেয়া **লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর এলএপি১৮৯২২৮২৪-এর অধীন ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹৪,৮১,২২,৭৮৪.৩৮/- এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর এলএপি ওডি ৯১৪৯১০৪৩৮৯-এর অধীন ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹২,৯১,৫৯,৩৬০.৯২/-** তৎসহ পরিশোধ/ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত জটিল সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত পুনরুদ্ধারের জন্য ০২.১২.২০২৬ তারিখে **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে', 'যেখানে আছে সেখানে' এবং 'রিকোর্স ছাড়া'** ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলাম হতে চলা স্থাবর সম্পত্তির বিশদ তথ্য/ বিবরণ, সংরক্ষণ মূল্য, বায়না জমা (ইএমডি) এবং নিলামের সূচি এখানে নীচে উল্লেখ করা হল:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম	ই-নিলাম হতে চলা স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	বিড জমার শেষ তারিখ	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা (ইএমডি) (₹)
১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.	মেসার্স সুপার প্লাস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সুরেন্দ্র কুমার মন্ত্রী রীতু মন্ত্রী নেহা মন্ত্রী রাহুল মন্ত্রী রোহিত মন্ত্রী	**সম্পত্তি নং ১:** নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: কালেক্টরেটের তৌজি নং ৬৫, রেভেনিউ সার্ভে নং ৭৫ ৩/৪, জে এল নং ২৫, পরগনা- বালিয়া, মৌজা- চক জোতশিবারামপুর, মহেশতলা পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত তিনটি জমির খণ্ড। জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি মোট ১ বিঘা ৭ ছটাক ২০ বর্গফুট (১৪,৭৩৫ বর্গফুট) এবং তার উপর অবস্থিত নির্মাণ সহ তিনটি জমির খণ্ড নিম্নে রূপ: ১) সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ২ ছটাক ০ বর্গফুট জমি (যার মধ্যে আর এস খতিয়ান নং ৪২৫-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩৩৭(পি)-এ ৪ কাঠা ৯ ছটাক ২৫ বর্গফুট জমি এবং আর এস খতিয়ান নং ৪২৩-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩৩৬/৮৩৫ (পি)-এ ২ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট জমি) [২০১৬ সালের কোবালা দলিল নং ১৬০৭০৪৭৩২ অনুযায়ী রাহুল মন্ত্রীর স্বত্বাধীন]। ২) সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা ৪ ছটাক ২০ বর্গফুট জমি (যার মধ্যে আর এস খতিয়ান নং ৪২৫-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩৩৭(পি)-এ ২ কাঠা ৯ ছটাক ৩১ বর্গফুট জমি, আর এস খতিয়ান নং ১০২-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩১৩(পি)-এ ২ কাঠা ২ ছটাক ২ বর্গফুট জমি, আর এস খতিয়ান নং ১৩৯-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩৩৯(পি)-এ ০ কাঠা ৯ ছটাক ০ বর্গফুট জমি এবং আর এস খতিয়ান নং ৪২৩-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩৩৬/৮৩৫-এ ০ কাঠা ১৫ ছটাক ৩২ বর্গফুট জমি) [২০১৬ সালের কোবালা দলিল নং ১৬০৭০৪৮৬৭ অনুযায়ী নেহা মন্ত্রীর স্বত্বাধীন]। ৩) আর এস খতিয়ান নং ১০২-এর অধীনে আর এস দাগ নং ৩১৩-এ অবস্থিত সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ১ ছটাক ০ বর্গফুট জমি এবং তার উপর অবস্থিত নির্মাণ [২০১৬ সালের কোবালা দলিল নং ১৬০৭০৪৭৩৩ অনুযায়ী শ্রী সুরেন্দ্র কুমার মন্ত্রীর স্বত্বাধীন]। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- সাইট অনুযায়ী; দক্ষিণ- সাইট অনুযায়ী; পূর্ব- সাইট অনুযায়ী; পশ্চিম- সাইট অনুযায়ী। সম্পত্তির স্বত্বধারক: রাহুল মন্ত্রী, নেহা মন্ত্রী এবং শ্রী সুরেন্দ্র কুমার মন্ত্রী। **সম্পত্তি নং ২:** নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৩৩৬/৮৩৫, খতিয়ান নং ৪২৩, আর এস নং ৭৫%, তৌজি নং ৬৫, জে এল নং ২৫, পরগনা- বালিয়া, মৌজা- চক জ্যোতশিবারামপুর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- বেহালা, মহেশতলা পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা- মহেশতলা, উক্ত সম্পত্তির দক্ষিণ দিকে হো-চি-মিন সরণির সাথে সংযোগকারী ১৮ ফুট সংলগ্ন রাস্তা ব্যবহারের অধিকার সহ, জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১৭ কাঠা ২ ছটাক ৬ বর্গফুট এবং তার উপর অবস্থিত নির্মাণ। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী রোহিত মন্ত্রী (২০১১ সালের কোবালা দলিল নং ০৫১০৫ অনুযায়ী)। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- পুলিন হালদারের জমি; দক্ষিণ- আংশিকভাবে শিবারামপুর সুরকি মিলের সম্পত্তি, আংশিকভাবে ১৮ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা এবং আংশিকভাবে শিবারামপুর সুরকি মিলের সম্পত্তি; পূর্ব- আংশিকভাবে শরৎ চন্দ্র হালদারের জমি, আংশিকভাবে গোপাল মণ্ডলের জমি এবং আংশিকভাবে ধীরেন চন্দ্র বিশ্বাসের জমি; পশ্চিম- আংশিকভাবে বিক্রেতার জমি এবং আংশিকভাবে গুইন রাম হালদারের জমি ও ভবন। **দখলের প্রকৃতি : বাস্তবিক**	০১.১২.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	০২.১২.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে	সম্পত্তি নং ১ : ₹৪,৫৪,৪৭,৪৬০/- (চার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশো ষাট টাকা মাত্র) সম্পত্তি নং ২ : ₹২,৫৭,৮৩,২৯০/- (দুই কোটি সাতান্ন লক্ষ তিরাশি দুশো নব্বই টাকা মাত্র)	ইএমডি অর্থাঙ্ক: সম্পত্তি নং ১ : ₹৪৫,৪৪,৭৪৬/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) সম্পত্তি নং ২ : ₹২৫,৭৮,৩২৯/- (পঁচিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)

নিম্নস্বাক্ষরকারী নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের অনুরোধে **২৫.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে** তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি/ এজেন্টের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি:-

১. ই-নিলাম বিক্রয় কেবলমাত্র https://www.eauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ০২.১২.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং' উপায়ে পরিচালিত হবে।
২. ই-নিলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে, ইচ্ছুক দরদাতারা মেসার্স লিঙ্কস্টার টেক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর টেকনিক্যাল টিমের সাথে +৯১-৯৮৯৮৬ ৬৪৬৫১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন; ই-মেল আইডি- admin@eauctions.co.in।
৩. নিলাম সংক্রান্ত বিশদ তথ্য এবং বিক্রয়ের অন্যান্য শর্তাবলি জানতে আগ্রহী দরদাতারা ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html দেখতে পারেন।
৪. নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য, দরদাতাদের https://www.eauctions.co.in/ পোর্টালটি দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের উপর উক্ত নিয়ম ও শর্তাবলি বাধ্যতামূলক হবে।
৫. আগ্রহী দরদাতাদের বিড এবং অন্যান্য নথি আপলোড করার আগে https://www.eauctions.co.in/ পোর্টাল থেকে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৬. বিড ফর্মটি নির্ধারিত ফরম্যাটে পূরণ করতে হবে এবং ০১.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা বা তার আগে দরদাতাদের এই বিড ফর্ম কেওয়াইসি নথি-সহ অনলাইনে জমা দিতে হবে/আপলোড করতে হবে। দরদাতাদের যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত দরপত্র এবং কেওয়াইসি-এর স্ক্যান করানো কপি ashok.motwani@kotak.com আইডি-তে পাঠাতে হবে। ই-মেলের বিষয়বস্তু হিসেবে 'M/s Super Plast Industries' লিখতে হবে।
৭. ৭) সম্ভাব্য দরদাতারা লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে এবং অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া ইত্যাদির জন্য উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ নম্বরগুলিতে মেসার্স লিঙ্কস্টার টেক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছ থেকে অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।
৮. টেন্ডার/ অফার ফর্মের সঙ্গে বায়না জমার (ইএমডি) অর্থাঙ্ক 'Kotak Mahindra Bank Ltd.'-এর অনুকূলে ও 'Kolkata'-তে প্রদেয়মতে পে অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে জমা দিতে হবে। কোনও কারিগরি ত্রুটির কারণে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইএমডি জমা দিতে ও/বা নথিপত্র জমা দিতে বিলম্ব হলে অনুমোদিত আধিকারিক বিডে অংশগ্রহণ ও আন্তঃবিডিং প্রক্রিয়া সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে ও তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের নিরিখে নির্ধারিত কাট-অফ সময়ের পরে প্রাপ্ত বিড কোনও ব্যক্তিকে জানান না দিয়েই গ্রহণ করতে পারবেন। ইএমডি অর্থাঙ্ক বিহীন জমা দেওয়া যে কোনও বিড নিজে থেকেই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রস্তাবিত দরদাতার তরফে জমা দেওয়া ইএমডি-র ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৯. জমা দেওয়ার জন্য দর মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের সমান ও/বা তার বেশি হতে হবে এবং দরপত্র জমা দেওয়া দরদাতারা তাঁদের আরও দরপ্রস্তাব ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) বা এর গুণিতকে বাড়াতে পারবেন।
১০. ই-নিলাম প্রক্রিয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনও বিড জমা পড়ে, তবে বন্ধের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে আরও ৫ মিনিট বেড়ে যাবে।
১১. সফল দরদাতা/দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাধিক বিড অর্থাঙ্কের (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সমেত) ২৫% 'Kotak Mahindra Bank Ltd.'-এর অনুকূলে ও 'Kolkata'-তে প্রদেয়মতে পে অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি অর্থাঙ্ক সফল দরদাতাকে আদায় দিতে হবে ব্যাঙ্কের তরফে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। আগ্রহী বিডারের তরফে জমাকৃত ইএমডি এবং বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না। সফল বিডার বিক্রির শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে বা কোনও খেলাপ করলে তাঁর তরফে জমাকৃত ইএমডি বা ২৫% অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১২. সর্বোচ্চ দরদাতার সম্পত্তির ওপর কোনও অধিকার বা স্বত্ব থাকবে না যতক্ষণ না তাঁর অনুকূলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হয়, নিলাম মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ আদায় সাপেক্ষে। ই-নিলামের শর্তাবলি এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে এই বিক্রি কার্যকর হবে।
১৩. যদি সফল দরদাতা সম্পূর্ণ দরপত্র/নিলামের অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে সফল দরদাতা দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি বা জমাকৃত অর্থের ওপর খেলাপকারী দরদাতার কোনও দাবি থাকবে না। নিলাম সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলস, ২০০২-এর সংস্থান অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক তাঁর প্রতি উপলব্ধ যে কোনও এক বা একাধিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
১৪. ওপরে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত আধিকারিক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন, তারপরে বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে এবং এর পরে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
১৫. বিক্রয় শংসাপত্রটি কেবলমাত্র সেই নামেই জারি করা হবে, যার নামে বিড জমা দেওয়া হয়েছে। বিডের মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তি(গণ) ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির নাম বিক্রয় শংসাপত্রে অন্তর্ভুক্তি/প্রতিস্থাপনের জন্য কোনও অনুরোধ গ্রাহ্য করা হবে না।
১৬. অসফল দরদাতা/বিক্রেতাদের ইএমডি অর্থাঙ্ক কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক তাঁদের অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস/ এনইএফটি/ ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে, ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এবং কোনও সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
১৭. কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান অথবা বিজ্ঞপ্তিকৃত ই-নিলাম বিক্রয় স্থগিত রাখা/ বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। দরপত্র জমা দেওয়ার পরে ই-নিলাম বিক্রয় স্থগিত/ বাতিল করার ক্ষেত্রে, দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া ইএমডি সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে এবং দরপত্র প্রত্যাখ্যান করা হলে, দরপ্রদাতা বা অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক আলোচনা চালাতে পারবেন।
১৮. দরপত্রের অভাব বা অন্য কোনও কারণে ই-নিলাম বিক্রয় ব্যর্থ হলে, প্রস্তাবিত ক্রেতা বা অন্য কোনও পক্ষের সঙ্গে অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তি ক্রয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বা এর যে কোনও অংশের প্রেক্ষিতে চুক্তি করতে পারেন।
১৯. যদি কোনও দরদাতাকে ই-নিলাম বিক্রয়ে সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তারপরে, যদি সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হয়, তাহলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি এবং দখল হস্তান্তরের পর্যায় পর্যন্ত যে কোনও আদালত/ ট্রাইবুনাল কর্তৃক নিলাম কার্যক্রম স্থগিত থাকে (যার মধ্যে ব্যাঙ্কের পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখা অন্তর্ভুক্ত হলেও এতেই সীমাবদ্ধ নয়), তাহলে দ্বারা জমাকৃত ইএমডি/অর্থাঙ্ক ফেরত বা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জমা করা অর্থের ওপর কোনও সুদ দাবির অধিকার বিডারের থাকবে না। ব্যাঙ্ক নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও সুদ ও/বা ক্ষতিপূরণ ও/বা দাবি ছাড়াই জমা করা অর্থ ফেরত দেবে এবং এই বিষয়ে কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না।
২০. ওপরের তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার সেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে বর্ণিত, তবে অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য দায়ী থাকবেন না।
২১. অন্য কোনও দায় আছে বলে ব্যাঙ্কের জানা নেই। নিলামকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক সরকার বা অন্য কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাকে আইনগত দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি সহ দায় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান চালানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত আইনগত পাওনা/ অন্যান্য পাওনা সফল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২৩. এই নোটিসের অধীনে নিলাম-তথা-বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্ত বহির্গামী চার্জ, যেমন- পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/ সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ ও জলের চার্জ এবং স্থানান্তর চার্জ/ফি-সহ অন্যান্য যে কোনও বকেয়া বা কর শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই পরিশোধ করতে হবে।
২৪. বিক্রয় শংসাপত্র জারির তারিখ থেকে অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ (এই নিলামের অধীনে সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষা চার্জ বা রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ-সহ, তবে এতেই সীমাবদ্ধ নয়) একমাত্র সর্বাধিক দরদাতাকে আদায় দিতে হবে, যা অনুমোদিত আধিকারিকের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশনের আগে ব্যাঙ্কে প্রদান করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য কোনও নজির স্থাপন না করে যে কোনও ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বিলম্ব ছাড় হিসেবে বিবেচিত হবে।
২৫. 'মেসার্স আসভি এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর নামাঙ্কিত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য ₹৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) বা তার বেশি হলে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর 194-IA ধারা অনুসারে সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর ১% টিডিএস প্রযোজ্য হবে এক্ষেত্রে সফল দরদাতা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য থেকে ১% টিডিএস কেটে আয়কর দপ্তরে জমা দেবেন এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৯৯% ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। কেবলমাত্র ফর্ম ১৬বি, ফর্ম ২৬কিউবি এবং এক্সপ টিডিএস জমার প্রমাণরূপে চালান প্রাপ্তির পরেই সফল বিডার/ ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।
২৬. এই বিক্রয় কঠোরভাবে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে', 'যেখানে আছে সেখানে' এবং 'রিকোর্স ছাড়া' ভিত্তিতে এখানে উল্লিখিত শর্তাবলির ওপর নির্ভর করবে, তবে যে কোনও শর্ত পরিবর্তন বা রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। দরদাতাদের যে কোনও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, রেভিনিউ রেকর্ড এবং মিউনিসিপ্যাল রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও প্রশাসনিক সরকারি রেকর্ডের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির প্রকৃতি ও বর্ণনা, অবস্থা, যে কোনও দায়বদ্ধতা, লিয়েন, চার্জ সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে।
২৭. যদি ব্যাঙ্কের পাওনা, ব্যাঙ্ক দ্বারা কৃত সমস্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয় বা ব্যাঙ্কের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনও অর্থাঙ্কের অংশ, বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখ বা তার আগে যে কোনও সময় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার তরফে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়, তাহলে সম্পত্তির নিলাম/ বিক্রয় বাতিল করা হতে পারে। অনুমোদিত আধিকারিক যে কোনও দরপ্রস্তাব গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্য না হলে বাতিল করার বা কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময়ে নিলামের শর্তাবলি স্থগিত/ বাতিল/স্থগিত/বন্ধন বা পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং তাঁর তরফে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয় হবে।
২৮. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলি পড়েছেন এবং বুঝেছেন বলে মনে করা হবে এবং তাঁরা উক্ত শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
২৯. দরদাতাদেরই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা প্রযুক্তিগত কারণ বা ই-নিলাম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
৩০. বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির প্রেক্ষিতে কোনও ব্যক্তির কোনও প্রকার দাবির জন্য কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড বা এর কর্মচারীবৃন্দ দায়ী থাকবে না।
৩১. সিকিউরিটাইজেশন আবেদন এসএ নং ৬৪/২০২৬ ডিআরটি-III, কলকাতা স

জল্পনা থামাতে চান রোহিত

বৃষ্টির আশঙ্কার মাঝেই আজ সিরিজ জিততে চান শুভমান



অনুশীলনে হাসিখুশি রোহিত শর্মা। ছবি: এক্স

আজকালের প্রতিবেদন

পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচের পরই ছবিটা অনেকটা বদলে যাবে। কারণ, দশদিন পরেই টেস্ট সিরিজ। একইসঙ্গে সেই সিরিজের কথাও ভাবতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার হ্যামিলটনে তৃতীয় ম্যাচ। ২–০ তে এগিয়ে থাকা ভারত আপাতত কোনও ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটছে না। অধিনায়ক শুভমান গিলও মরিয়া এই ম্যাচেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে। কারণ, পরের দুই ম্যাচে তিনি নেই। তাঁর বদলে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আয়ার। শেষ দুই ম্যাচে আরও অদল-বদলের সম্ভাবনা রয়েছে।

অকল্যান্ড ও ওয়েলিংটনে বাধ সেধেছিল বৃষ্টি। দুটি ম্যাচই পুরো ওভার খেলা হয়নি। ভারতকে জিততে হয়েছে ডাকওয়ার্থ-লুইসের জটিল অঙ্কের নিয়মে। তৃতীয় ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ম্যাচের আগের দিন ঠিকঠাক অনুশীলনও করা যায়নি। বৃষ্টি ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে শুরুর দিকের জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। দুই শিবিরেই এই সমস্যা রয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং একেবারেই আশানুরূপ হয়নি। দুশ্চিন্তা রয়েছে ভারতীয় শিবিরেও। বিরাট কোহলি ছাড়া কাউকেই তেমন সাবলীল মনে হয়নি। রোহিত শর্মা দুই ম্যাচে রান করেছেন ০ ও ২৩। গত এক বছরে রোহিত নিজের ব্যাটিংয়ের ধরনে অনেক বদল এনেছেন। আগে শুরু থেকেই ঝড় তুলতেন। এখন শুরুতে কিছুটা সতর্ক থেকে পরের দিকে হাত খুলছেন। জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসেছেন, যখন টানা দু-তিন ম্যাচে রান না পেলেই নানা জল্পনা শুরু হয়ে যায়। তৃতীয় ম্যাচে বড় একটা ইনিংস সেই জল্পনা থামাতে পারে।

আজ
তৃতীয় ওডিআই
ভারত : নিউজিল্যান্ড
(সকাল ৭-৩০)
সোনি স্পোর্টস

প্রশ্ন রয়েছে ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও। প্রথম চার নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু লোকেশ রাহুলের আগে কেন অক্ষর প্যাটেলকে পাঠানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ম্যাচে রাহুলের কার্যকরী ইনিংসের পর এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। শেষ দুই ম্যাচে রাহুলের বদলে উইকেটকিপিং করতে পারেন ঈশান কিষাণ। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের কথায়, 'রাহুল টেস্টে ওপেন করে। আবার একদিনের ম্যাচে মিডল অর্ডারে ভরসা দেয়। পরিস্থিতির দাবিতে দ্রুত রানও তুলতে পারে। যেখানেই খেলুক হতাশ করে না।'

টেস্টের প্রস্তুতিতে থাকছেন অর্শদীপরা

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েলিংটনে ঘাঁটি গাড়তে চলেছে। তৃতীয় একদিনের ম্যাচের পর টেস্ট দলের সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটাররা হ্যামিলটন থেকে ওয়েলিংটনের উদ্দেশে রওনা দেবেন। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক ও বোলিং কোচ মর্নি মরকেল-সহ অধিকাংশ সাপোর্ট স্টাফ টেস্ট দলের প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন। কোচ গৌতম গম্ভীর অবশ্য একদিনের দলের সঙ্গেই থাকবেন। ক্রাইস্টচার্চে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটাররাও ওয়েলিংটনে মূল দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

তৃতীয় একদিনের ম্যাচের আগে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক বলেন, 'ওয়েলিংটনে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু হবে। তৃতীয় একদিনের ম্যাচের পর আমি ও মরকেল-সহ আরও কিছু সাপোর্ট স্টাফ ওয়েলিংটন চলে যাব। আমরা টেস্ট দলের প্রস্তুতি, ফিটনেস, অনুশীলনের দিকে নজর দেব। সামনে বছর একদিনের বিশ্বকাপ। সেকথা মাথায় রেখে গম্ভীর একদিনের দলের সঙ্গেই থাকবে। সাইরাজ বাহুতুলেও থাকবে।'

নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে নেট প্র্যাকটিসের জন্য সুইং বোলার খুবই প্রয়োজন। তাই একদিনের সিরিজের পর অর্শদীপ, আকিব নবি, গুরনুর ব্রারদের রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এই ব্যাপারে সিতাংশু বলেন, 'অর্শদীপ, আকিব নবি এবং গুরনুর ব্রার টেস্টের জন্য থেকে যাবে।' প্রথম দুটি একদিনের ম্যাচ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে ভারতকে। সিতাংশু মনে করেন, বলের রং বদলালেও এই অভিজ্ঞতা টেস্ট ক্রিকেটারদের দুই ম্যাচের সিরিজের জন্য দারুণ সাহায্য করবে।

একদিনের ও টেস্ট সিরিজের মধ্যে অল্প ব্যবধান থাকায় ওয়েলিংটনের প্রস্তুতি দলকে তৈরি করে দেবে। এছাড়া, যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা, দেবদত্ত পাড়িক্কল, আকাশদীপ, সাই সুদর্শনের মতো ক্রিকেটাররা ভারত 'এ' দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সিতাংশু বলেন, 'বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটারদের কাছে এটা বড় সুবিধা। বোলাররা বুঝে গেছে কোন লেংথে বল করতে হবে। তেমনই ব্যাটাররাও ধারণা পেয়েছে, বল কতটা সুইং করতে পারে।' উল্লেখ্য, শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা তৃতীয় একদিনের ম্যাচের পর টেস্টের প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন।

'বিরাট' গুজব

এখনই ধারাভাষ্য থেকে সরছি না: গাভাসকার

দেবাশিস দত্ত

অমিতাভ বচ্চন থেকে ধর্মেন্দ্র, লতা মঙ্গেশকর থেকে রতন টাটা— সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেননি এদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা। এবার সুনীল গাভাসকারের নামও ওই তালিকায় উঠে এল। একদম ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেওয়া হল সমাজমাধ্যমে। ভারতের চলতি নিউজিল্যান্ড সফরে বিরাট কোহলি ৫১ বলে ৭৪ রান করে প্যাভিলিয়নের পথে যখন ফিরছেন, তখনই নাকি ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'বিরাট যেদিন খেলা ছেড়ে দেবে, সেদিন আমিও ধারাভাষ্য দেওয়া বন্ধ করে দেব।' এর আগে এবং পরে, সমাজমাধ্যমের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তিনি 'নাকি' বলেছেন—

(ক) আমি চেয়েছিলাম বিরাট এখানে আর একটা সেঞ্চুরি করুক। অথচ দেখুন, সেঞ্চুরি হারালেও হাসতে হাসতে প্যাভিলিয়নে ফিরছে। আউট হওয়ার পর এরকম হাসতে হাসতে আর কতজন ড্রেসিংরুমে ফিরতে পারবে? এটাই মনে হয় অকল্যান্ডে ওর শেষ ম্যাচ। তাই একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিমায় ব্যাট তুলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরছে।

(খ) বিরাটের বিদায় নেওয়ার দিন আমি ধারাভাষ্য দেওয়া বন্ধ করে দেব।

(গ) আমি চাই ও চিরকাল খেলে যাক কারণ, আমরা আরেকটা বিরাট পাব না।

(ঘ) সম্প্রতি ক্রিকেট মাঠে আমি যে নাচানাচি করেছি, সবই বিরাটের কারণে।

তা হলে কি গাভাসকার সত্যিই ধারাভাষ্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সরাসরি টেলিফোনে এ প্রসঙ্গে জানতে



চাওয়ায় গাভাসকার বললেন, 'মিথ্যে। বড় মিথ্যে। অকল্যান্ডে সেদিন সহ-ভাষ্যকার হিসেবে আমার সঙ্গে ছিল মনিন্দার সিং। মনিন্দারের কাছে জানতে চাইতে পারেন। অথবা সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কাছে জানার চেষ্টা করতে পারেন। তাতেই কিন্তু সংশয় দূর হয়ে যাবে।' সানির এই জবাব শুনে আশ্বস্ত হলাম, ধারাভাষ্য থেকে অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা এই মুহূর্তে তাঁর নেই।

এই মিথ্যে প্রচারে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন সানি। বললেন, 'এ আবার কী কথা, ক্রিকেট মাঠে নাচানাচি করেছি শুধুই বিরাটের সাফল্য দেখে? ভারত বড় কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জিতলে আমার আনন্দ হয়। তাই বেশ কয়েকবার কোমর দুলিয়েছি। বিরাটের জন্য নেচেছি মানে জয়ী দলের অন্য সদস্যদের আমি গুরুত্ব দিইনি? এটা কখনও হয়। সূর্যকুমার যাদবকে আগেই বলেছিলাম, টি২০ বিশ্বকাপ জিতলে অবশ্যই ওর সঙ্গে নাচব। নেচেওছি। তাই শুধুমাত্র বিশেষ একজন ক্রিকেটারের কথা তুলে যেটা বলা হয়েছে, সেটা অপপ্রচার।'



বিরাট-পরামর্শে অবসর: কেন

আজকালের প্রতিবেদন

১৬ বছরের দীর্ঘ ক্রিকেট জীবন। সাফল্যের সুখস্মৃতি, নজিরের ছড়াছড়ি। তবু টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক থেকে মাত্র ৪৮৫ রান দূরে থেকে গিয়েছেন। জুনে অবসর নিয়েছেন 'ফ্যাব ফোর'-এর অন্যতম স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসন। কঠিন সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে মস্তিষ্কের সঙ্গে আবেগের কতটা টানাটানি চলেছিল, কাদের পরামর্শে উপকৃত হয়েছিলেন, অবসর প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খোলামেলা কথা বলেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাতে উঠে এসেছে বিরাট-যোগ।

বিরাট কোহলির পরামর্শ উইলিয়ামসনের মনে জমাট বাঁধা ধোঁয়াশা কাটাতে সাহায্য করে। এই নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার কাছের মানুষ, যাদের আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি, তাঁদের সঙ্গে অবসর নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। ঘোষণার আগের দিন বিরাটকে ফোন করি। কথা বলে মনে হয়েছিল, আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আমরা দু'জন আলাদা দেশের হয়ে খেললেও জীবন যাত্রা প্রায় একইরকম ছিল। নিজেদের পাশাপাশি কীভাবে দলের উন্নতি করা যায়, দু'জনেই সেই চেষ্টা করেছি। যে খেলার জন্য জীবনের সবকিছু দিয়েছি, তার সমান্তরালে কীভাবে পরিবার সামলাতে হয়, সেটাও শিখেছি।' উইলিয়ামসন বলে চলেন, 'বিরাট ইতিমধ্যেই কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একদিনের ক্রিকেটের বাইরে আর কিছু খেলে না। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওর দৃষ্টিভঙ্গি আমার মনে জমে থাকা মেঘগুলো সরিয়ে দেয়। বিরাটের সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পরই স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলি যে, এবার সময় এসেছে।'

'রেকর্ডের জন্য সতীর্থদেরও দায়িত্ব আছে'

আজকালের প্রতিবেদন

একদিকে দলের জয়, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন। কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। একজন যখন শতরানের মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন উল্টোদিকে থাকা সতীর্থের ঠিক কী করা উচিত, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়। সেই বিষয়েই আলো ফেলেছেন সুনীল গাভাসকার। নিজের কলামে লিখেছেন, 'আমরা যতই বলি দলের জয় চাই, ভারতের ক্রিকেটপ্রেমী জনতা কিন্তু একইসঙ্গে প্রিয় তারকার রেকর্ডও দেখতে চায়। জনতার এই আবেগও মাথায় রাখা উচিত। দল জেতার পাশাপাশি যদি ব্যক্তিগত শতরানও হয়ে যায়, তার থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। এক্ষেত্রে সেই ক্রিকেটারের পাশাপাশি সতীর্থেরও একটা ভূমিকা আছে।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে আনেন সানি। সেই ম্যাচে বিরাট কোহলি ৫১ বলে ৭৪ রান করেছিলেন। শতরানের দিকেই এগোচ্ছিলেন। সানির কথায়, বিরাট ৭৪ রানে আউট হওয়ায় লোকেশ রাহুল বা শ্রেয়স আয়ার অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচে গেছে। বিরাট যদি ৯০ পেরিয়ে অপরাজিত থাকত, আর সতীর্থ দ্রুত রান তুলে জিতিয়ে দিত, তাহলে তাকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হত। একদিকে দ্রুত রান তোলা, অন্যদিকে বিরাটকে শতরানের সুযোগ দেওয়া, সে কোনটা বেছে নিত?'

সেক্ষেত্রে সতীর্থ ব্যাটারের কী ভূমিকা হওয়া উচিত? সানির কথায়, 'দলের জয়ের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি সতীর্থকে শতরানের দিকে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে সেই চেষ্টাই করা উচিত। কারণ, বিরাটের একটা শতরান শুধু বিরাটের একার গৌরব নয়, কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীকেও তা আনন্দ দেয়। সেই কথা মাথায় রেখে সতীর্থ যদি কিছুটা আত্মত্যাগ করে, সেটা সবসময়ই ভাল উদাহরণ।' টেনে এনেছেন মুলতানে শচীন তেন্ডুলকারের ১৯৪ রানের প্রসঙ্গ। সানির মতে, ওই সময় হাতে অনেকটাই সময় ছিল। আর কিছুটা পরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করা যেত। শচীনকে আর কিছুটা সময় দেওয়াই যেত। *(ছবি: এক্স)*

খেলার খুচরো

বৃষ্টিতে ভেস্তে

ভারত 'এ' বনাম নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের তৃতীয় এবং শেষ বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলাই হল না বৃষ্টির কারণে। প্রথমে ব্যাট করে ভারতীয় দলের রান ছিল ৪৬৪/৫ (ডিক্লেঃ)। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে কিউয়ি ব্রিগেডের রান ছিল ৩৬/২।

টেস্ট ড্র

সিলেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হল। ক্যারিবিয়ানরা সিরিজ জিতল ১-০। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৯৮/৬ (ডিক্লেঃ)। জয়ের টার্গেট ছিল ৩৬৯, রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৮৪/৪। ম্যাচের সেরা তৌহিদ হৃদয় ৮২।

চার অর্ধশত

রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট। টস হেরে আগে ব্যাট করে প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তান ২৮১/৫। চারজনের অর্ধশতরান। তৈয়াব আরিফ ৫৭, মহম্মদ তাহা ৫১, অধিনায়ক বাবর আজম ৫০, সাউদ শাকিল অপরাজিত ৫৭।

নেতা সূর্যকুমার

সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ ট্রফিতে মুম্বইকে নেতৃত্ব দেবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দলে আছেন শিবম দুবে, শার্দূল ঠাকুর, সরফরাজ খান, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো তারকারা। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪ নভেম্বর।

নতুন নেতা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারতীয় হকি দল। ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর। অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং সহ কয়েকজন সিনিয়রকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আসন্ন সিরিজে ২০ সদস্যের তরুণ ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেবেন সঞ্জয়।

স্যান্ডপেপারগেট: খোয়াজার পাশে ওয়ার্নার

আজকালের প্রতিবেদন

স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডে এবার নীরবতা ভাঙলেন ডেভিড ওয়ার্নার। আট বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ায় বল বিকৃতি কাণ্ড শোরগোল ফেলেছিল ক্রিকেট বিশ্বে। কিছুদিন আগে এ বিষয়ে মুখ খুলে ফের বিতর্ক উসকে দিয়েছেন উসমান খোয়াজা। আসন্ন আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গোটা ঘটনায় পুরো অস্ট্রেলিয়া দল জড়িত ছিল। সকলেই বিষয়টা জানত। তাঁর মতে, ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ ও ক্যামেরন ব্যানক্রফ্টের ওপর দায়টা পড়েছিল। যেখানে পুরো দল সমান দায়ী।

সেই ঘটনার জেরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করেছিলেন ওয়ার্নারকে। নির্বাসনের কোপে পড়েছিলেন স্মিথ, ব্যানক্রফ্টও। খোয়াজার মতামতকে সমর্থন জানিয়ে এবার মুখ খুলেছেন ওয়ার্নার। বলেছেন, 'তুমি যা বলেছ তা ১০০ শতাংশ ঠিক। এখন সকলেই সত্যিটা জেনে গিয়েছে। সব বেরিয়ে গিয়েছে। মানুষ জানতে চেয়েছিল এবং তুমি সত্যিটা বলে দিয়েছ।'

এতদিন পর কেন বিষয়টা নিয়ে খোয়াজা মুখ খুলেছেন, তা নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে। ওয়ার্নারের দাবি, যা ঘটেছিল সেটা নিয়েই বেশি আলোচনা হওয়া দরকার। তাঁর কথায়, 'এখন অনেকে বলছে কেন আট বছর পর? বলছে, বই বিক্রির জন্য এ সব লিখেছ? একদমই। খোয়াজা যা বিশ্বাস করে সেটাই বলেছে।' ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ায় তদন্ত প্রক্রিয়ারও সমালোচনা করেছেন খোয়াজা। সমর্থন করে ওয়ার্নার বলেন, 'পুরো জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে অত্যন্ত খারাপভাবে করা। খোয়াজা তো ব্যানক্রফ্টের পাশেই বসেছিল। অথচ, ওকে জিজ্ঞাসাবাদই করা হয়নি। তা হলে কী ভাবে এটা বিস্তারিত তদন্ত হল? আমায় বিষয়টা অবাকই করেছিল।'

দলবদলের যুদ্ধে হারের বদলা

ফারমিনের জোড়ায় জয়ী বার্সা

আজকালের প্রতিবেদন

ক্লাব ফুটবল মরশুম শুরুর আগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম এফসি বার্সিলোনার দলবদলের যুদ্ধ দেখেছিল স্প্যানিশ ফুটবল মহল। জুলিয়ান আলভারেজকে নিয়ে সেই দড়ি টানাটানির শেষে জিতেছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। এতদিন পর বার্সার সেই পুরনো ক্ষতে প্রলেপ পড়ল। মাঠের যুদ্ধে জয় পেল তারা। তাও আবার অ্যাটলেটিকোর ঘরের মাঠ মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে। লা লিগার বড় ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে জিতল বার্সিলোনা। জোড়া গোলে বার্সার জয়ের নায়ক ফারমিন লোপেজ।

হ্যান্সি ফ্লিকের মস্তিষ্কের জোরে নিজের যাবতীয় রণনীতিকে চোখের সামনে ব্যর্থ হতে দেখলেন অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে। খেলার শুরুটা মাদ্রিদ ভাল করেছিল। ৬ মিনিটের মাথায় মার্ক পুবিলের হেড বার্সার ক্রসবারে লেগে বেরিয়ে যায়। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বার-বাধা হল বার্সিলোনারও। লামিন ইয়ামালের সঙ্গে ওয়াল খেলে জোরালো শট নিয়েছিলেন পেড্রি। এবারও বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপরই ১০ মিনিটের মাথায় দর্শনীয় গোলে অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন জুলিয়ানো সিমিওনে।



গোলের পর স্যালুট ঠুকে উদ্‌যাপন ফারমিন লোপেজের।

এরপর দলটিকে আর সেভাবে খুঁজে পাওয়া গেল না। বরং ধীরে ধীরে ম্যাচের দখল নিল বার্সিলোনাই। ইয়ামাল, রাফিনহা, ফারমিন— ত্রিফলা আক্রমণে জেরবার হল অ্যাটলেটিকোর রক্ষণ। সমতাসূচক গোল এল ৪৫ মিনিটে। বক্সে দাঁড়িয়ে চকিতে শট মেরেছিলেন ফারমিন। গোলরক্ষক ঝাঁপানোর আগেই বল জালে। বিরতির পর ৬৬ মিনিটে ২-১ করল বার্সা। পুরোপুরি টিমগেমের ফসল। বার্সা-রক্ষণ থেকে আক্রমণের সূত্রপাত। মাঝমাঠে বল ধরে অনেকটা সোলো রানের পর চমৎকার একটি রক্ষণচেরা পাস বাড়ান ইয়ামাল। হাফ-টার্নে চলতি বলে শট নেন ফারমিন এবং গোল। শেষ পর্যন্ত সেই স্কোরলাইন ধরে রাখে বার্সিলোনা। ম্যাচের আগে অ্যাটলেটিকো সমর্থকদের গর্জন খেলার উত্তাপ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই গর্জন থামিয়ে জয়জয়কার বার্সিলোনার।

হার উষার

বিপাকে আইওএ সভাপতি পিটি উষা। সংস্থার স্পোর্টসপার্সনস অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিটের (এসওএম) নির্বাচনে জয়ী অঞ্জু ববি জর্জ, সাইনা নেহাল, দোলা ব্যানার্জি এবং রানি রামপাল। ভোটের নিরিখে পাঁচে উষা। জাতীয় স্পোর্টস ফেডারেশনের সাধারণ সভায় মনোনয়ন না পেলে ৫ ডিসেম্বর আইওএ-র কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না উষা।



S24 PAGS	102
N24 PAGS	102
RANAGHAT	102
ARAMBAGH	101
BURDWAN	102
BOLPUR	96
MIDNAPUR	95
BANKURA	94
SILIGURI	88
MALDA / BALURGHAT	95
FALAKATA	91
ALIPURDUAR	92

CONTACT-80160 91101

প্রকাশিত হবে
১ ডিসেম্বর
আজকাল খেলা
সম্পাদক
অশোক দাশগুপ্ত
ঘটি-বাঙাল
শত্রুতার মিষ্টত্ব সংখ্যাজুড়ে!
পুজোর আবহে এবার 'খেলা'-র পাতায় বাঙালির চিরন্তন বিতর্ক
বিরাট আকর্ষণ
এক টেবিলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সুব্রত ভট্টাচার্যর সাক্ষাৎকার নিলেন
দেবাশিস দত্ত

যাঁদের লেখায় ঋদ্ধ
পবিত্র সরকার • অমর মিত্র
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
নবনীতা দেবসেন
'বড় ম্যাচ' খেলেছিলেন যাঁরা
শ্যাম থাপা • গৌতম সরকার
অলোক মুখোপাধ্যায়
তারকাদের পুত্রকন্যারা
পলা ব্যানার্জি • নূপুর দত্ত • অর্জুন ভৌমিক
স্নিগ্ধদেব সেনগুপ্ত • সাহেব ভট্টাচার্য • সোহম দে
আরও লিখেছেন
সরোজ চক্রবর্তী • পল্লব বসুমল্লিক
শান্তনু চক্রবর্তী • অনিমেষ দত্ত
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় • অশোক রায়
কাশীনাথ ভট্টাচার্য
মাত্র ৩০ টাকা